Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/145

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/145

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

16.1.83

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

१/६

LIBRARY
No. 3/145
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

179 3/145

মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী

ও

তৎশিষ্যা

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী

প্রথম খণ্ড

স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

|

ভগবান

|

শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য

|

ঐ 'দশনামী-সন্ন্যাসী' সম্প্রদায়ের ধারা ঃ—

|

[(১) সরস্বতী (২) গিরি (৩) পুরী (৪) ভারতী (৫) সাগর (৬) পর্ব্বত (৭) বন (৮) আরণ্য (৯) তীর্থ ও (১০) আশ্রম]

|

(১) সরস্বতী-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত

|

যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী ভগীরথানন্দ সরস্বতী

(পুষ্করতীর্থ, রাজপুতানা; আবির্ভাব ইং ১৪৮৭ খৃঃ, বাংলা ৮৯৪ সন; তিরোধান ইং—১৬৯৭ খৃঃ, বাংলা ১১০৪ সন)

|

জীবন্মুক্ত মহাত্মা স্বামী গজানন্দ (বা গণপতি) সরস্বতী

[জগৎপ্রসিদ্ধ মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ঃ— আবির্ভাব—শুক্লা একাদশী তিথি, পৌষ মাস, রোহিনী নক্ষত্র; বাংলা ১০১৪ সন, ইংরেজী ১৬০৭ খৃঃ; তিরোধান-মহাসমাধি ৺কাশীধাম, পঞ্চগঙ্গা ঘাট; ইং ১৮৮৭ খৃঃ; একই জন্মমাসে ও তিথি দিবসে; বাংলা ১২৯৪ সন]

|

চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী

(আবির্ভাব—৺কাশীধাম, বৃহস্পতিবার, রামনবমী তিথি, চৈত্র মাস, বাংলা ১২৩৩ সন, ইংরেজী মার্চ্চ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ)

|

দীন সন্ন্যাসী শিষ্য—

শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাযোগেশ্বর
বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী

ও

তৎশিষ্যা

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী

৪/৬
3/145

প্রথম খণ্ড

LIBRARY 3/145
No. ৪/৬
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সর্ব্বস্বত্ব সুংরক্ষিত।

জীবন্মুক্ত মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর একমাত্র
জীবিতা শিষ্যা চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী
শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর শ্রীমুখারবিন্দ হইতে সংগৃহীত

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত—
সেবক—"পরমানন্দ"

এই পুস্তকের সমস্ত আয় "ভজন আশ্রমের" কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকা·
শ্রীমৎ স্বামী পর...
'ভজন আশ্রম'
১৪২নং আউধগর্বী (হরিশ্চন্দ্র ঘাট ...কট) ১
৮কাশীধাম [বানারস পোঃ ; ইউ,]
১৩৫৬ সন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। প্রকাশকের নিকট—উপরোক্ত কাশীর ঠিকানায়।

২। শ্রীরমদা প্রসন্ন ঘোষ এম্-এ,
১১নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ। কলিকাতা—৩

৩। ডাক্তার বিমল চন্দ্র মিত্র। "মিত্রালয়"
১০নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার (ইষ্ট) ;
ধর্ম্মতলা পোঃ। কলিকাতা—১৩

"তপন প্রেস" কর্ত্তৃক মুদ্রিত
১০১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
(আষাঢ় ১৩৫৬, জুন ১৯৪৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/145-

9/6

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

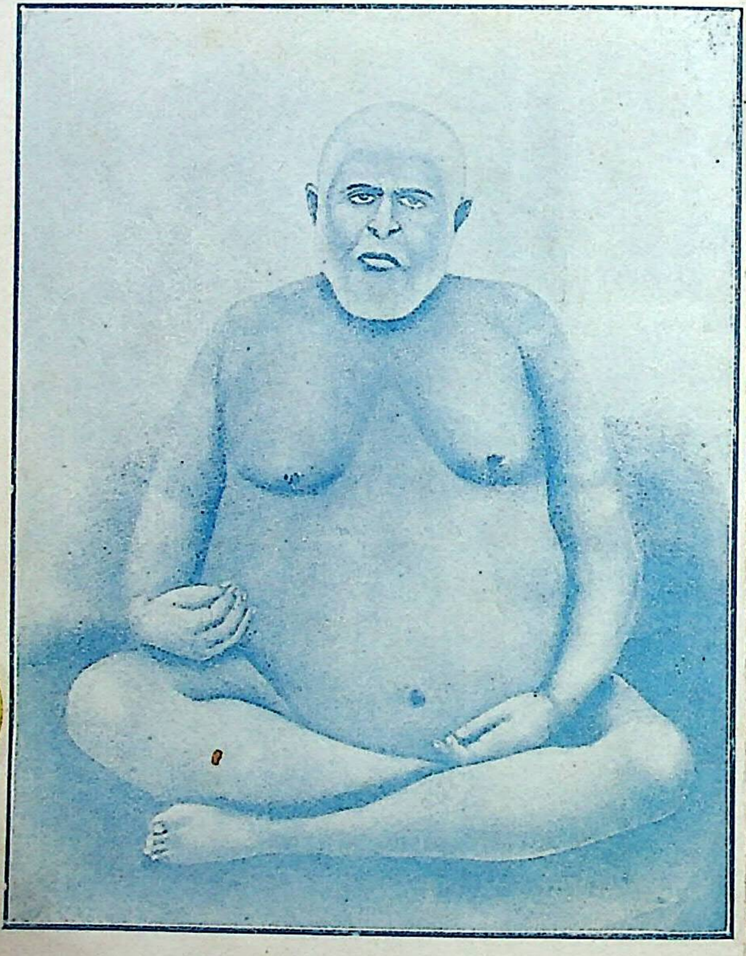

মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী

[আবির্ভাব—বাংলা পৌষমাস, ১০১৪ সন, ইংরেজী ডিসেম্বর ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ।
মহাপ্রয়াণ—বাংলা ১২৯৪ সন, ইংরেজী ডিসেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

৺কাশীধামের বিশ্ববিশ্রুত সাধু জীবন্মুক্ত বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর একমাত্র জীবিতা শিষ্যা ও আমাদের পরমারাধ্যা গুরুদেবী শ্রীশ্রী১০৮ শঙ্করী মাতাজী, স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে, লালিত-পালিত ও শিক্ষিত-দীক্ষিত হইয়া জীবনের প্রায় ৬১ বৎসর তাঁহার সান্নিধ্যে যাপন করিয়াছিলেন। স্বামীজী সপ্তাহে একদিন রাত্রিতে মৌনভঙ্গ করিয়া সাধনপ্রকোষ্ঠে উপদেশ দিতেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজীর নিজ-জীবনের কথা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে সময়ে সময়ে উত্তর দিতেন। সেই সকল তথ্যাদি ও নিজের দীর্ঘকালব্যাপী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে শ্রীশ্রীমাতাজী আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা এই আধুনিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাভাগবত-তত্ত্বর পুণ্যময় সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী আলোচনা করিতেছি।

পাঠকগণ শ্রীশ্রীমাতাজীর সংগৃহীত উপকরণের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন—শ্রীশ্রীগুরুদেবের অসাধারণ যোগবিভূতির পরিচায়ক ও সাধারণ্যে প্রচলিত স্থূল ঘটনাগুলির প্রতি দৃষ্টি-সীমাবদ্ধ না রাখিয়া স্বামীজীর সাধনা ও উচ্চতম আদর্শের সহিত ঐ সকল ঘটনার তাৎপর্য্য শ্রীশ্রীমাতাজী গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য আমাদের সেই ভাব পরিস্ফুট করিয়া লিখিবার অসামর্থ্য হেতু তাঁহার বক্তব্যাদি হয়ত সাজাইয়া যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। আচার্য্যা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনীর অবশিষ্টাংশ এবং স্বামীজীর উপদেশাদি আমরা 'দ্বিতীয় খণ্ডে' শেষ করিবার আশা করি। এই সুকঠিন কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়া পাঠক ও সাধক-সমাজের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হউক ইহাই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের চরণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ভক্তপ্রবর অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, M. A., P. R. S. মহোদয় ও শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা অধ্যাপক শ্রীরমদা প্রসন্ন ঘোষ M. A., সাহিত্য-সরস্বতী এবং অন্যান্য কতিপয় ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থখানি বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হইল, তজ্জন্য গ্রন্থকার তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সকলের নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন। নানাবিধ অপরিহার্য্য কারণে ও অনিচ্ছাসত্ত্বে এই গ্রন্থে নানাবিধ ভুলভ্রান্তি রহিয়া গেল, এবং ইহার মুদ্রণ ও কাগজ আমাদের আশানুরূপ হয় নাই। সুধী পাঠকবৃন্দ সর্ব্বপ্রকার ত্রুটী নিজগুণে মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব। ইতি—

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত সেবক—"দীন পরমানন্দ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
মঙ্গলাচরণম্	(১)	৴০
শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গাষ্টকম্	(২)	৵০
(শ্রীরমদা প্রসন্ন ঘোষ বিরচিত)		
উপক্রমণিকা		৶৹
প্রথম অধ্যায়		
আজন্ম বৈরাগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী		১১
দ্বিতীয় অধ্যায়		
পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ও সন্ন্যাস		১৭
তৃতীয় অধ্যায়		
শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ও যোগবিভূতি		২৫
চতুর্থ অধ্যায়		
যোগবিভূতির কতিপয় দৃষ্টান্ত		৩১
পঞ্চম অধ্যায়		
৺কাশীধামের সচল বিশ্বনাথ		৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায়		
দ্বন্দ্বাতীত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী		৪৯
সপ্তম অধ্যায়		
ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টজীর প্রাঙ্গণে		৫৭
অষ্টম অধ্যায়		
মহাপ্রয়াণ		৬৪
প্রতিবাদ		৭৫
নবম অধ্যায়		
বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ও শাস্ত্রীয় আদর্শ		৮৪
স্থিতপ্রজ্ঞ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী		৮৫
যুক্তযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী		৯৬
ভগবানের আত্মস্বরূপ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী		৯৯
জীবন্মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী		১০৯
দশম অধ্যায়		
৺বিশ্বেশ্বর ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী		১১২
একাদশ অধ্যায়		
শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ও মা গঙ্গা		১১৫
দ্বাদশ অধ্যায়		
মহাযোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যগণ		১২৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়		
শিষ্য ৺উমাচরণ মুখোপাধ্যায়		১৩৮
চতুর্দ্দশ অধ্যায়		
শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী		১৫৫
শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর জন্মবৃত্তান্ত		১৫৭
মাতাজীর শৈশব জীবনে শ্রীশ্রীগুরুলীলা		১৬৩
মাতাজীর বাল্যজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন ও যোগসাধনা		১৬৮
হিমালয় প্রদেশে সাধন বৃত্তান্ত		১৭১
হিমালয় হইতে সিদ্ধিলাভান্তে মাতাজীর ৺কাশীধাম প্রত্যাবর্ত্তন		১৭৮
পাঠকবৃন্দের নিকট প্রকাশকের সবিনয় নিবেদন		১৮৫
পরিশিষ্ট		
(ক) বিলাতের পত্রিকা		১৮৬
" (খ) আমেরিকার পত্রিকা		১৮৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

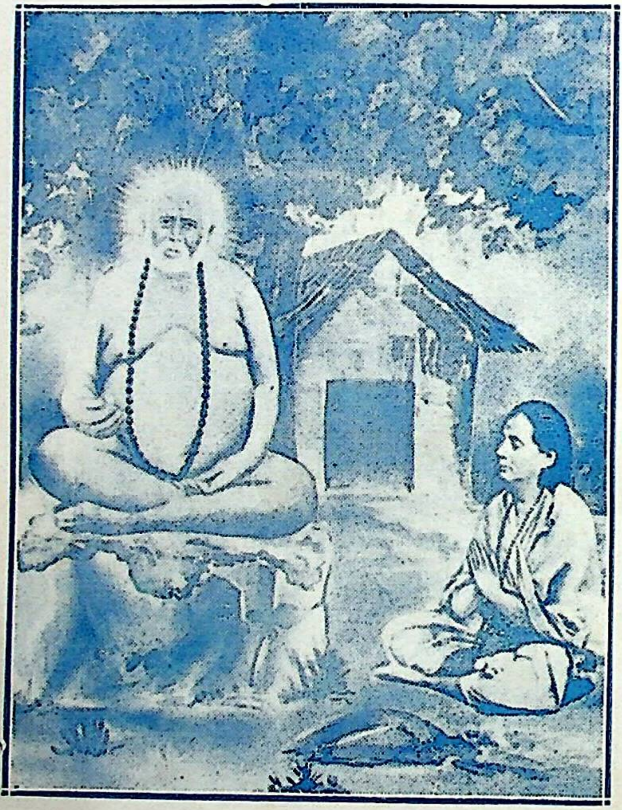

৺বৈদ্যনাথধাম তপোবন, ৺শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীজী (দেহরক্ষান্তে দর্শন)
ও চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী।
(আবির্ভাব বাংলা চৈত্র মাস, ১২৩৩ সন, ইং মার্চ্চ, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গলাচরণম্

ওঁ

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥১
চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন-সমুদ্ভাসিতমূর্ত্তয়ে।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩
চৈতন্যঃ শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদকলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৪
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫
অনেকজন্মসম্প্রাপ্ত-কর্ম্মেন্ধনবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানাগ্নিদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৬
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ প্রাপণং সারসম্পদঃ।
যস্য পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৭
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৯
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গাষ্টকম্

বন্দে দেবং জঙ্গমতীর্থং যতিরাজং
সৌম্যং শান্তং দান্তমশেষাশিবদাবম্।
শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তমনন্তং ভগবন্তং
শ্রীত্রৈলঙ্গং খ্যাত-বিবেকং শিবরামম্ ॥১

ভীমং কান্তং নগ্নমনূঢ়ং চিরসুস্থং
প্রাণারামং শ্যামলকান্তিং সুবিশালম্।
জ্যোতিঃপুঞ্জং যোগবিলাসং গুণবাসং
শ্রীত্রৈলঙ্গং পুণ্যনিকুঞ্জং বিমলাঙ্গম্ ॥২

নানাশাস্ত্রৈর্ব্বেদকদম্বৈরনবদ্যং
স্বস্থং ধীরং ভাবগভীরং বরণীয়ম্।
শুদ্ধং শান্তং জন্মবিবিক্তং গতমায়ং
শ্রীত্রৈলঙ্গং মূর্ত্তবিরাগং শুচিশীলম্ ॥৩

ভাবাভাব-প্রত্যয়হীনং গৃহশূন্য
দ্বন্দ্বাতীতং পূর্ণমনীহং নিরপেক্ষম্।
নিত্যানন্দং প্রেমবিগাহং সমচিত্তং
শ্রীত্রৈলঙ্গং ত্যক্তবিকল্পং শিবকল্পম্ ॥৪

জীবন্মুক্তং ধ্যাননিযুক্তং গুণমুক্তং
মায়াতীতং মানবিহীনং জনমান্যম্।
ব্রহ্মানন্দং সুস্থিতবুদ্ধিং ধৃতমৌনং
শ্রীত্রৈলঙ্গং দীনদয়ার্দ্রং শিবরামম্ ॥৫

সত্যাবিষ্টং জ্ঞানগরিষ্ঠং গতমোহং
স্বেচ্ছামৃত্যুং নির্জ্জিতকামং নতবামম্
গঙ্গানন্দং মঙ্গলকন্দং সুকুমারং
শ্রীত্রৈলঙ্গ কীর্ত্তিকিরীটং কলিভীষ্মম্ ॥৬

বারাণস্যাং লোকহিতার্থং নিবসন্তং
সংখ্যাতীতৈর্ভক্তসমূহৈঃ শতবর্ষম্।
নিত্য ভক্ত্যা পূজিতপাদাম্বুজযুগ্মং
শ্রীত্রৈলঙ্গং তাপসসূর্য্যং নরবর্য্যম্ ॥৭

কো বা জ্ঞাতুং ত্বামতিমানং গতমানং
মায়াসক্তো তাপস শক্তো মুনিমান্যম্
লোকানাং নো লৌকিকমানৈরভিগম্যং
বন্দে দেবং মূর্ত্তমহেশং ভজনীয়ম্ ॥৮

ভক্তিশ্রদ্ধাভাবসমেতৈঃ পঠনীয়ং
স্তোত্রং পুণ্যং জ্ঞাননিধানং জনবৃন্দৈঃ।
ধ্যাত্বা ধ্যাতা পাতকদোষাৎ সুখমুক্তঃ
সদ্যো গচ্ছেদ্দেহবিয়োগে শিবলোকম্ ॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/145

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

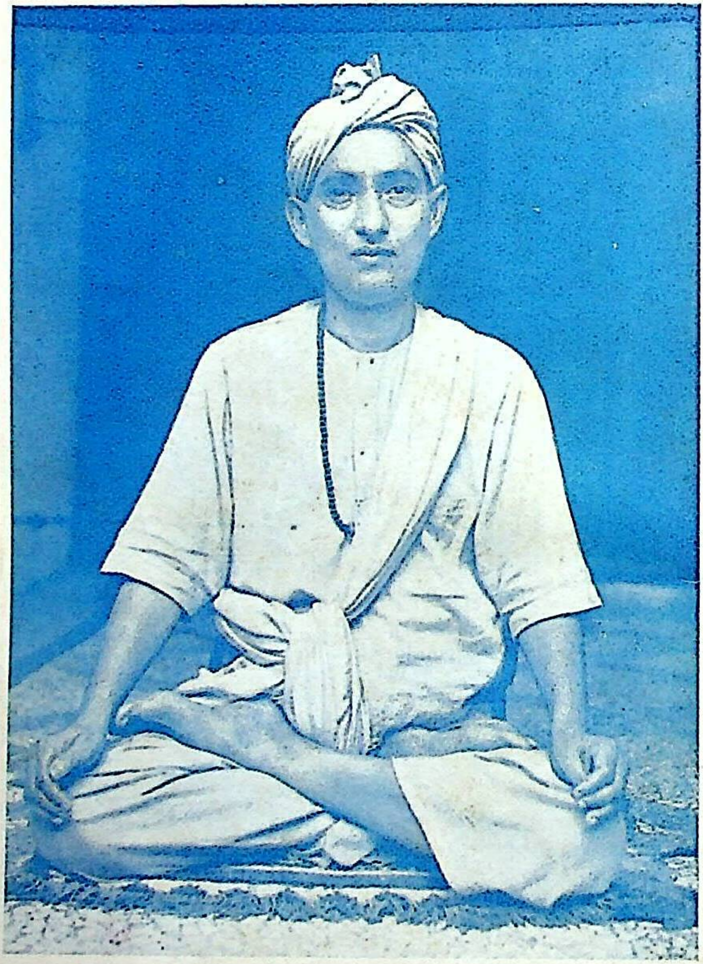

শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী

(জন্ম—২২শে মাঘ, পূর্ণিমা তিথি—বাংলা ১২৯৬ সন; ইংরেজী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

LIBRARY

নমো গণেশায় নমঃ

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

উপক্রমণিকা

আমাদের জন্মভূমি হিন্দুস্থান চিরদিনই ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দেশের আকাশে-বাতাসে চিরকাল ধর্ম্মের পবিত্র মহিমা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, ইহার গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, নদ-নদীতে সাগরে উপসাগরে, পাষাণে- মৃত্তিকায়, ইহার প্রতি ধূলিকণায় ধর্ম্মের বিচিত্র মহিমা নিবিড়ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মই আমাদের জাতি ও সমাজের মেরুদণ্ডরূপে স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে জীবনের প্রতি কার্য্যই ধর্ম্মাচরণ, যেখানে ভগবানের নাম গাহিয়া ভিখারী ভিক্ষা মাগে, শ্রমিক শ্রমলাঘব করে।

ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণের পবিত্র লীলাভূমি এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই যুগোপযোগী অবতার বা অবতারপ্রতিম মহামানবগণ আবির্ভূত হইয়া অধর্ম্মের দলন ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৪র্থ অ ৮শ্লোক

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ—

"যখন যখন ধর্ম্মে কোন কোন গ্লানি আসে বিশ্বোপরি,
অধর্ম্ম শির উচু করে, নিজকে আমি সৃজন করি।
সাধুর পালন, পাপীর দলন, ধর্ম্মস্থাপন করবো বলে,
আমি এসে যুগে যুগেই জন্ম লভি ভূমণ্ডলে॥"

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১শ অঃ ৫৪-৫৫ শ্লোক

অনুবাদ— এইরূপ রিপু উঠি যখন যখন,
করিবে জগতে সর্ব্বজীবের পীড়ন,
তখনি তখনি হব অবতীর্ণ ভবে,
রিপু নাশি আমি আসি শান্তি দিব সবে॥

"জব্ জব্ হোই ধরমকে হানী।
বাঢ়হিঁ অসুর অধম অভিমানী।
করহিঁ অনীতি জাই নহি বরণী।
সীদহিঁ বিপ্র ধেনু সুর ধরণী॥
তব্ তব্ প্রভু ধরি বিবিধ শরীরা।
হরহিঁ কৃপানিধি সজ্জন পীড়া॥

তুলসীদাসকৃত শ্রীশ্রীরামচরিতমানস (বালকাণ্ড)

অনুবাদ—যখন যখন ধর্ম্মের হানি হয়, অসুর, অধম ও অভিমানীর বৃদ্ধি হয়, এমন অন্যায় করে যে তাহা বলা যায় না; ব্রাহ্মণ, গাভী, দেবতা ও পৃথিবী অতিশয় দুঃখ পায়, সেই সেই সময় কৃপালু প্রভু নানা শরীর ধারণ করিয়া সাধুজনের দুঃখ দূর করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে যখনই মিথ্যার মেঘে সত্যের সূর্য্য ঢাকিয়া ফেলে, মানুষ মোহের অন্ধকারে দিশেহারা হইয়া আকুল আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় সত্যপথের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখনই যুগপ্রবর্ত্তক দেবমূর্ত্তি মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া বিভ্রান্ত মানবকে পথ দেখাইয়া যান।

এইরূপে যুগে যুগে কেহ জ্ঞান, কেহ ভক্তি, কেহ প্রেম, কেহ কর্ম্ম, কেহ বৈরাগ্য, কেহ জীবে দয়া, আবার কেহ বা জগতের অনিত্যতা শিক্ষা দিয়া ভারতবাসিগণকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন—ইহাই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনার গৌরবময় ইতিহাস!

এই সকল মহাপুরুষগণ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণের নিমিত্ত যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা সম্যক্‌রূপে জানিয়া অনুসরণ করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণই সাধিত হয়। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার একমাত্র পথ।

যে সকল তত্ত্ব ও উপদেশ মানবের হিতকর বলিয়া এই সকল মহাপুরুষ নির্দ্ধারণ করেন, তাহা তাঁহারা নিজ নিজ জীবনে স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিখাইয়া যান। এইজন্য দুরূহ তত্ত্ব ও নীরস উপদেশসমূহ কণ্ঠস্থ বা আবৃত্তি করা অপেক্ষা ঐ সকল উপদেশ ও উপদেশের ব্যবহারিক প্রয়োগসম্বলিত কার্য্য ও ঘটনার বিবরণ পাঠ করিলে তাহা বহু স্থানে অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। কারণ নিরবয়ব উপদেশ ও তত্ত্ব সাধু মহাত্মগণের জীবনে সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পায় বলিয়া অতি সহজেই বোধগম্য ও অনুকরণীয় হয়। এই কারণে তাঁহাদের জীবনকথা অনেকটা অজ্ঞাতসারেই পাঠককে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যায়। জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়াছেন, "সাধুরা নিরাকারের সাকার মূর্ত্তি। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরলতা এসকল নিরাকার বস্তু। সৌন্দর্য্য যেমন পদার্থের মধ্য দিয়া প্রকাশিত না হইলে মানুষ তাহাকে জানিতে পারে না, ঐ সকলও সেইরূপ ব্যক্তির অন্তরে না ফুটিলে কিছুই স্বরূপ প্রকাশিত করে না।"

যীশু খৃষ্ট বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পুত্রকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিয়াছে"। মহাত্মা কবীর বলেন,—

"অলখ্ পুরুষ্কো আরসী সাধু হি কা দেহ।
লখ্ যো চাহে অলখ্কো উন্‌হিসে লেখ্ নেহ"।

অর্থাৎ 'সাধুদিগের দেহই অলক্ষ্য পুরুষকে (ব্রহ্ম) দেখিবার আর্‌সী। অলক্ষ্যকে যে লক্ষ্য করিতে চাহে সাধুর মধ্যেই তাঁহাকে দেখিয়া লইতে হইবে"।

"সদা সত্য কথা কহিবে" এই উপদেশ বাক্যটি অনায়াসবোধ্য কিন্তু কার্য্যকালে ইহা পালন করা যে কতদূর কঠিন, তাহা প্রত্যেকেই আপন আপন জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

এইরূপ কঠিন কার্য্যকে সহজ করিবার উদ্দেশ্যেই জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া দয়াময় ভগবান্ সত্যমূর্ত্তি মহাপুরুষগণকে জগতে পাঠাইয়া ধর্ম্মের গ্লানি বিনাশ করেন এবং জীবকে সত্য ও সাধুতার পথে অগ্রগামী হইতে সাহায্য করেন। সুতরাং সাধু মহাত্মগণের জীবনকথা অধ্যয়ন ও আলোচনা করা ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এইরূপ জীবনীপাঠে সৎসঙ্গের অভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। সৎসঙ্গ নেহাৎ সুলভ নয়, তাহা বলা বাহুল্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে পঞ্চ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ অন্যতম। "সৎসঙ্গ (১) কৃষ্ণসেবা (২) ভাগবত (৩) নাম (৪) ব্রজে বাস (৫) এই পঞ্চ সাধন প্রধান।" এখানে 'ভাগবত' অর্থ সদ্‌-গ্রন্থ এবং ব্রজে বাস অর্থ তীর্থে বাস বুঝিতে হইবে। অতএব মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবন সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে জীবনের কত উচ্চ-স্তরে আরোহণ করিতে পারে, ঐশী শক্তি না লইয়া জন্মিলেও উহা স্বয়ং অর্জ্জন করিতে পারে। কি করিয়া সাধন বলে মানুষ স্থূলদেহেই ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবন তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত! লক্ষ লক্ষ সমসাময়িক সাধারণ লোক ও সাধক মহাপুরুষগণ এই মহাত্মাকে কাশীর ৺বাবা বিশ্বেশ্বরের সহিত অভিন্ন মনে করিতেন—ইহা সর্ব্বজনবিদিত ও বহু ঘটনায় প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ) বল্‌তেন,—"ত্রৈলঙ্গ স্বামী কি অম্‌নি হয়? কত খাটুনি খেটে তবে হয়েছে! তপস্যা চাই! তপস্যা!! কঠোর তপস্যা! তবে যদি অম্‌নি হওয়া যায়।"

"শুধু ন্যাংটা হলেই কি আর ত্রৈলঙ্গস্বামী হয়রে? ন্যাংটা হলেই আনন্দ লাভ হয় না। ওটা অভ্যাস কল্লেও হতে পারে।"

"ত্রৈলঙ্গ স্বামী যে কত কষ্ট (তপস্যা) করেছেন—তা তোমরা কি বুঝবে? তাঁকে যারা ভক্তিশ্রদ্ধা করে, পূজো করে—তাদের কল্যাণ হবেই। তিনি (ঠাকুর) বল্‌তেন—**"ত্রৈলঙ্গ স্বামী সব্ সে পার!** শরীর সাধারণের মত কিন্তু কর্ম্ম মানুষের মত নয়। **শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। ৺বিশ্বনাথ আর ত্রৈলঙ্গ স্বামী অভেদ।"** (সৎকথা, ২য় ভাগ)

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সকলকে স্ব স্ব জাতিধর্ম্মানুযায়ী আচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কোন নূতন যুগান্তকারী ধর্ম্মমত তিনি প্রচার করিয়া যান নাই। কোন নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া যান নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে তিনি নিজের সুদীর্ঘ আদর্শময় পবিত্র জীবনে তাহাই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান জগতে ভেদবুদ্ধিবিমূঢ় মনুষ্য-সমাজ সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া এই মহাপুরুষের জীবন কথা আলোচনা করিলে দেশের ও দশের কল্যাণ সাধিত হইবে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক-গণ্ডীবদ্ধভাব দূর হইয়া উদার সমত্বভাব লাভ হইবে, এবং শুধু ভারতবাসী কেন, সমগ্র জগদ্বাসীই উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই!

আজন্ম উদাসীন, আত্মপ্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ নিরুৎসুক, লেশমাত্র প্রদর্শন-প্রবৃত্তিহীন, আয়ুষ্কালের শেষ শতাধিক বর্ষ মৌনব্রতধারী এই বিরাট পুরুষের প্রায় তিন শতাব্দী ব্যাপী জীবনের সমুদয় তথ্য সঠিকভাবে ও সম্যকরূপে অবগত হওয়া স্বভাবতঃই অসম্ভব। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী কৃপা করিয়া শিষ্যবর্গকে সময় সময় যাহা বলিতেন তাহা ও নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্য ৺উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একখানি জীবনী ও উপদেশ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও অনেকদিন যাবৎ আর পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য আমরা বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর একখানি প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছি। বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীরই সাধনায় ধরিত্রীতে আনীতা নিজ হাতে গড়া একমাত্র জীবিতা-শিষ্যা ৺কাশীধামের অতি প্রাচীনা গুরুমাতা চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর শ্রীমুখ-কথিত উপকরণই আমাদের প্রধান উপজীব্য ও অবলম্বন। এই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আদর্শ-মহাপুরুষের পরম পবিত্র জীবনী কথা আলোচনা করিলে প্রকাশক ও পাঠক উভয়েরই পুণ্যলাভ হয়। অতএব সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমরা ভক্তিনতশিরে যথাসাধ্য সেই অনন্তকল্যাণ গুণময় মহৎ জীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ওঁ তৎসৎ !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম অধ্যায়

আজন্ম বিরাগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী

প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্ধ্রপ্রদেশ বা ভিজিয়ানাগ্রাম অঞ্চলের অন্তর্গত "হোলিয়া" নামক এক সমৃদ্ধিশালী নগরে **নরসিংহ রাও** নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী **বিদ্যাবতী** দেবী ছিলেন সর্ব্ববিষয়েই স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী, দেবদ্বিজে নিরতিশয় ভক্তিমতী। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় ঐশ্বর্য্য ও সম্মান লাভ করিলে লোকে ভগবানকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু নরসিংহ ও বিদ্যাবতীর প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। প্রচুর ঐহিক সুখ লইয়াও তাঁহারা সেই সর্ব্বসুখদায়কের কথা ভুলিয়া যান নাই। তাঁহাদের হৃদয় করুণার অফুরন্ত ধারায় সর্ব্বদাই নিষিক্ত থাকিত। তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া প্রার্থী কখনও বিমুখ হইত না। এই আদর্শ চরিত্র জমিদার দম্পতির গুণগানে হোলিয়া নগর সতত মুখরিত থাকিত। উভয়েই এইরূপে ভগবানের ভজনে নিরত থাকিয়া শান্তিতে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল নরসিংহের কোন সন্তানসন্ততি হইল না। এত স্বচ্ছলতার মধ্যেও দম্পতির শান্ত সদানন্দ প্রাণে মাঝে মাঝে একটা অভাববোধ জাগিয়া নিরানন্দের সৃষ্টি করিত। গৃহস্থের পক্ষে নিঃসন্তান অবস্থা বস্তুতঃ পীড়াদায়ক। যে গৃহ শিশুকলরবে মুখরিত না হয়, সেখানে মানসিক শান্তি কখনও সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। একটা অকারণ উদাসভাব চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। তাই ধনসম্পত্তির মধ্যেও পতিপত্নীর অন্তরে পূর্ণ শান্তি ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক দিন এইরূপ নিরাশভাবে কাটিবার পর নরসিংহ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। অসাধারণ সহিষ্ণুতা, কোমলতা ও স্বাভাবিক ঔদার্য্যের গুণে বিদ্যাবতী দেবী অচিরেই সপত্নীকেও প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলেন, সুতরাং পরিবারে কোন অশান্তি আসিল না। মা বিদ্যাবতী পূর্ব্বাপরই সন্তান কামনায় কায়মনোবাক্যে মহেশ্বরের আরাধনা করিতে ছিলেন। সতীর ঐকান্তিক সাধনা কখনও নিষ্ফল হইবার নহে। শিবের কৃপায় অচিরেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। বাঙ্গালা ১০১৪ সন বা ইংরাজী ডিসেম্বর ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের পৌষমাসে, শুক্লা একাদশী তিথিতে, রোহিনী নক্ষত্রে, শুভলগ্নে বিদ্যাবতী দেবী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নরসিংহের একমাত্র অভাব দূরীভূত হইয়া তাঁহার গৃহ আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। জাতকের কল্যাণার্থে নরসিংহ দীনদরিদ্রকে মুক্তহস্তে ধন বিতরণ করিলেন!

নরসিংহের দেবালয়ে একটী সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ ছিল। ভক্তিমতী বিদ্যাবতী দেবী অতিশয় একনিষ্ঠভাবে এই গৃহদেবতার পূজার্চ্চনাদি করিতেন। পুত্রসন্তান প্রসবের কিছুদিন পরে অশৌচান্তে প্রথম দিন তিনি শিশুটিকে মন্দিরের বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিয়া শিবলিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন। পূজা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে মা বিদ্যাবতী দেখিলেন হঠাৎ শিবলিঙ্গের ভিতর হইতে একটি অগ্নিশিখার মত বাহির হইয়া সমস্ত মন্দির আলোকিত করিয়া ফেলিল ও নিমেষমধ্যেই বারান্দাস্থিত শিশুর দেহ মধ্যে মিলাইয়া গেল। প্রথমে তিনি ভয়ে পেছনে কতকটা সরিয়া আসিলেন ও সত্বর শিশুর নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে সে অক্ষত ও সুদৃঢ় আছে, তবে তার সর্ব্বাঙ্গে এক দিব্য জ্যোতিঃ যেন উছলিয়া পড়িতেছে! তিনি ভীত হইয়া স্বামীকে ডাকিলেন ও এই ঘটনার বিষয় জানাইলেন। নরসিংহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "এই সন্তান তোমার শিবপূজার ফল। শিবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরে তুমি ইহাকে লাভ করিয়াছ। ইহাই ভগবান তোমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ইহাতে উদ্বেগের কোন কারণ নাই।" এই ঘটনার বিবরণ শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী তাঁহার গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলেন।

মা বিদ্যাবতী শিশুকে শিবজ্ঞানে পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাহার নাম রাখা হইল "শিবরাম"। এই শিবরামই বিশ্ববিখ্যাত ত্রৈলঙ্গ স্বামী বা তৈলঙ্গ স্বামী (তেলেগু দেশের লোক বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে ঐ নামে পরিচিত হন)। দেহধারণ করিলেও তিনি ত্রৈলিঙ্গের (পুং স্ত্রী ও ক্লীব) অতীত জীবন্মুক্ত অবস্থায় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ত্রৈলিঙ্গ স্বামীও বলা হয়।

কিছুকাল পরে নরসিংহের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভেও একটী পুত্র জন্মিল। তাহার নাম রাখা হইল শ্রীধর। উভয় ভ্রাতাই মাতাপিতার স্নেহ-যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। উভয়েই অতীব সুশীল ও বুদ্ধিমান্। শিবরাম শীঘ্রই স্বীয় বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। একবার তিনি যাহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিতেন, তাহা আর কখনও ভুলিতেন না। অসাধারণ ধী ও মেধাশক্তির প্রভাবে তিনি অল্প বয়সেই নানাশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন॥ অসাধারণ প্রতিভা ব্যতীত শিবরামের চরিত্রের বিশেষত্বব্যঞ্জক আর একটী লক্ষণ ছিল বালসুলভ চপলতার অভাব।

বাল্যকালেও সাধারণ বালকের মত তিনি খেলাধূলায় মত্ত হইতেন না। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই এক অসাধারণ গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত। অন্যান্য সমবয়সিগণ যখন ক্রীড়াকৌতুক বা হাস্য পরিহাসে মাতিয়া উঠিত, এই শিশু-সাধু তখন একান্তে দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে দেখিতেন, তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিতেন না, এক বিশিষ্ট চিন্তায় যেন মাঝে মাঝে উদাস ও অন্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনস্ক হইয়া পড়িতেন। মহাপুরুষগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহাদের চরিত্র যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় জনসাধারণের আদর্শ হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যে মহাসাধনার জন্য শিবরাম জগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, শিশুকালে তাঁহার বৈশিষ্ট্য-সকল আত্মীয়স্বজনের প্রত্যক্ষগোচর হইল। ভাবে বিভোর শিবরাম যখন নির্জ্জনে একাকী বসিয়া থাকিতেন, বালকের সৌম্য মূর্ত্তি এক স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিত। তাঁহার সুদীর্ঘ সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত ললাট, দিব্য জ্যোতিঃসম্পন্ন নয়নদ্বয়, উন্নত নাসিকা, বিশাল বক্ষঃ, নবনীত সুকোমল করপদতল, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় এবং মহাপুরুষোচিত অন্যান্য দৈহিক লক্ষণসমূহ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তাঁহার চিত্ত যেন কোন অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যের বিমল আনন্দে মগ্ন হইয়া আছে।

ক্রমশঃ শিবরাম কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অকাল-গাম্ভীর্য্যের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, বরং উহা যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। এই সময়ে মানব মনে সাধারণতঃ ভোগ লালসার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, ইন্দ্রিয়গণ উদ্দাম ও অসংযত হইয়া উঠে, আপাতঃ মনোহর বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই অদ্ভুত যুবকের চিত্ত প্রবৃত্তির পথ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি মার্গই আশ্রয় করিল। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সহায়ে দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গ্রামকে সে সম্পূর্ণ সংযত রাখিয়া নিত্যবস্তু ভগবান লাভের সাধনায় নিরত হইল। তাঁহার গাম্ভীর্য্যময় প্রকৃতি মহাসাগরের মতই প্রশান্ত হইল। পার্থিব ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহা কখনও তরঙ্গায়িত হইত না। পূর্ণ যৌবনে এই অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও অসাধারণ ভগবৎ-প্রেমের বিমলজ্যোতিঃ মণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইত। জীবনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে এই একই প্রশান্ত গম্ভীর ভাব শিবরামের চরিত্রে বিশেষরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষিত হইত। কিন্তু পুত্রের এই বৈরাগ্যপূর্ণ উদাসীনতা দর্শনে নরসিংহ অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন। বিষয়ী লোকে সাধারণতঃ যেরূপ মনে করিয়া থাকেন তিনিও তাহাই করিলেন। পুত্রের আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত তীব্রতা ও গভীরতা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। উদাসীন পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান এই ভয়ে তিনি তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন—ভরসা যদি তাহাতে পুত্রের বৈরাগ্য-প্রবণতা কাটিয়া গিয়া বিষয়ানুরক্তি জন্মে; কিন্তু শিবরামের বৈরাগ্য স্বভাবসিদ্ধ—আশৈশব ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া তাঁহার সতত ধ্যানপরায়ণ প্রকৃতি বৈরাগ্যের এমন সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল যে বিষয়াসক্তি তাহা ভেদ করিতে পারিল না। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন পিতার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া শিবরাম বিনীত ভাবে তাঁহাকে বলিলেন—হে পিতঃ! সংসার ত অনিত্য, ইহা বেশীদিন থাকিবে না; এই অনিত্য সংসারে আমাকে আর জড়াইবেন না। একমাত্র নিত্য বস্তু ভগবান, আমি তাঁহাকেই পাইতে চাই। আপনি অনুমতি করুন, আমি তাঁহারই সন্ধানে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকি।" পিতা অনেক বুঝাইলেন কিন্তু পুত্র কিছুতেই সংসারে প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না। প্রিয় পুত্রের এইরূপ ভগবদ্ভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আদর্শ জননী বিদ্যাবতী দেবী বলিলেন,—"সংসাররক্ষাও বংশ রক্ষা করিবার জন্য ত আমাদের অপর ছেলে শ্রীধরই রহিয়াছে। শিবরামের যখন সংসার করিবার ইচ্ছা নাই, তাহার কার্য্যে বাধা না দেওয়াই ভাল মনে হয়। **সে ভগবানকে লাভ করিতে চায়, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইলে আমাদেরই সৌভাগ্য বলিতে হইবে**! তাহার সাধনা সফল হইলে শুধু আমাদের নয়, দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। মাতাপিতার এর চেয়ে আর অধিক গৌরবের বিষয় এবং আনন্দের কি আছে?" এমন মা না হইলে কি এমন ছেলে হয়? পিতা আর বাধা দিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপুত্র গৌরবে গরবিনী জননীরই জয় হইল। মায়ের এইরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শিবরামের হৃদয়ে অসীম শক্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি মায়ের "উপদেশে" (দীক্ষালাভে) দিবারাত্র ভগবচ্চিন্তায় মহানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় বৈরাগ্য মার্গে ধাবিত হইল। দেখা যায় অধিকাংশ ভক্তই অশেষ বিপদ ও বিষাদ হইতে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য হইতে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, অতি অল্পসংখ্যক লোকই সম্পদের মধ্যে ভগবানে আসক্ত হন। অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়া "শিবরাম" জনক-জননীর পরম স্নেহ ও আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় সংসারের কোটি কোটি জীবের ন্যায় তিনিও বিষয় বাসনায় মুগ্ধ হইয়া ঐহিক সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করিবেন ইহাই সাধারণভাবে আশা করা যাইত। কিন্তু যিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থকে পথের কাঙ্গাল করিয়াছিলেন, শচীমাতার জীবন-সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গকে মায়ের অঞ্চল হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার সাভিলাষদৃষ্টি এই শিবরামের উপরেও পতিত হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দীক্ষা গ্রহণকে বাঙ্গলা দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে উপদেশ গ্রহণ বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ও সন্ন্যাস

জননী বিন্ধ্যাবতী শিবরামের প্রথম গুরু। তাঁহারই উপদিষ্ট প্রণালীতে সাধন ভজন করিয়া শিবরাম ধর্ম্মের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবক দিবানিশি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন। যৌবন-সুলভ উদ্দাম প্রবৃত্তি সমূহ তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্রও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। জীবনের দিনগুলি তাঁহার পরম সুখেই কাটিতে লাগিল।

সংসার মহাপরীক্ষার স্থান—ভগবান নানাভাবে এখানে মানুষকে পরীক্ষা করেন! স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণের শ্যামিকা দূর করিবার জন্য তাহা পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ করে, ভগবানও তাঁহার চিহ্নিত সন্তানগণের নির্ম্মলত্ব প্রতিপাদনের জন্য তাঁহাদিগকে সংসারের প্রচণ্ড অনলে নিক্ষেপ করেন। সেই অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারাই ভক্তের চরিত্রের বিশুদ্ধতা সাধিত হয়। কখনও বা দুঃখের কষ্টি পাথরে ফেলিয়া তিনি মানুষের ভিতরের খাঁটি সোনা যাচাই করিয়া নেন; কখনও বা কুসুমাস্তীর্ণ পথে মানুষকে বিচরণ করিতে দিয়া তাহার মনুষ্যত্বের পরীক্ষা করেন। **সুখ ও দুঃখকে যিনি একই ভগবানের দেওয়া দান বা অভিন্ন বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।** শত দুঃখ বিপদ ও প্রলোভনে অচল অটল থাকিয়া যিনি আপনার চরম ও পরম লক্ষ্য ভুলিয়া পথভ্রষ্ট না হন, একমাত্র তিনিই এই সাধন সমরে জয় লাভ করিয়া ভগবান লাভ করিতে পারেন। **লক্ষ্যশূন্য** এবং **লক্ষ বাসনা** নিয়া সংসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিয়া কেহ ভগবানকে জানিতে পারেন না। **"তুমি জানাও যারে সেইত জানে, তোমার ভকত যে জন সেই ত জানে।"** শিবরামেরও পরীক্ষার দিন আসন্ন হইল। তাঁহার বয়স তখন **চল্লিশ বৎসর**। এই সময়ে তাঁহার জীবনাকাশে বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। পিতা নরসিংহ হঠাৎ বিষম অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা সত্ত্বেও রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। পাঁচ দিন ভুগিয়া তিনি সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। পতিপ্রাণা বিদ্যাবতী সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এক মাত্র ভগবচ্চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। শিবরামও জননীর সহিত থাকিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে ক্রমে ১২ দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে ৫২ বায়ান্ন বৎসর বয়সে সাক্ষাৎ ভগবতী-প্রতিমা বিদ্যাবতী দেবীও স্বর্গারোহণ করিলেন। শিবরাম ও সারা হোলিয়া নগর মাতৃহারা হইল। সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতী জ্ঞানে যাঁহাদিগকে আজীবন পূজা করিয়া আসিয়াছেন, সেই আদর্শ জনকজননীকে হারাইয়া ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি শিবরামেরও হৃদয় কাতর হইল। তাঁহার জীবনসাগরে এতদিন যে সৌভাগ্যের জোয়ার বহিতেছিল এইবার তাহাতে ভাটা আরম্ভ হইল এবং সেই প্রবাহে সংসারের সমস্ত আবিলতা কাটিয়া গেল। **জননীর চিতাগ্নিতে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি সম্পূর্ণতা লাভ করিল্।** এই বয়সেও সংসার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু শিবরামের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই বৈরাগ্যযুক্ত ছিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া সেই বৈরাগ্য এবার চরমে উঠিল। **অসার সংসার তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। ধন সম্পত্তি বিষবৎ মনে হইতে লাগিল।** সকল প্রকার মায়া ও আসক্তি মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল। মায়ের সৎকার করিয়া মাতৃশ্মশানকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কোল মনে করিয়া জননীর পূত চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া সেই পুণ্যক্ষেত্রেই তিনি সাধনার আসন পাতিলেন। সংসারের মায়া যদিও বা কিছু ছিল জননীর চিতার আগুনে তাহা একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া গেল, শিবরামের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইল। বিপদ তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। **বিপদ পাত্র বিশেষে হৃদয়ের উন্নত ভাব নষ্ট করিয়া দেয়; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাই অমৃতময় শান্তিবারিতে পরিণত হইয়া শিবরামের চিত্তশুদ্ধির বিধান করিল।**

শিবরাম ৫২ বায়ান্ন বৎসর বয়সে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিলেন। এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এইরূপ আচরণে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধর বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠের সংসার ত্যাগে বিপুল ধনসম্পত্তি লাভের সুযোগ বিষয়ীর পক্ষে লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেও শ্রীধর শিবরামেরই ভ্রাতা, বিষয়ের কীট তিনি ছিলেন না। উদাসীন ভ্রাতাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে তিনি বহু চেষ্টা করিলেন। শত অনুরোধ ও অনুনয় বাক্য সমস্তই নিষ্ফল হইল! অবশেষে বহু প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে লইয়া **কলির ভরত শ্রীধর** পুনরায় শিবরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় সংসারের আত্মীয় বন্ধুগণ ভগবানে আত্মসমর্পণের বিরোধী হইয়া থাকেন। অতি তুচ্ছ স্বার্থ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে তাহারা উপদেশ দেন না। কিন্তু যিনি চিরন্তন সুহৃদ্, সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ প্রভৃতি কোন অবস্থাতেই যাঁহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবার নহে, তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে অনায়াসেই পরামর্শ দিয়া থাকেন। এইরূপ উপদেশ গ্রহণ করাই সংসারী জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবাসীর বিশেষ সৌভাগ্য এই যে এইরূপ উপদেশে শিবরামের চিত্ত তাঁহার নিজ সঙ্কল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। জীবনের যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া শিবরাম ভোগ-লালসা-পরিপূর্ণ গৃহসংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্মশানবাসী হইয়াছিলেন তাহা হইতে কেহই তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। ভজন সাধন ভিন্ন তাঁহার চিত্ত অন্য কোনদিকে আকৃষ্ট হইল না। সম্পূর্ণ অনন্য-চেতা, অনন্য-কর্ম্মা ও অনন্য-দৃষ্টি হইয়াই তিনি সেই সাধনায় আপনাকে নিমজ্জিত করিলেন।

যিনি একবার অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, বিষয়ের তিক্ত বিষে তাঁহার মন বসিবে কেন? ভগবৎ ভাণ্ডারের মণিকোঠার চাবী যাঁহার করতলে, পার্থিব ধন-সম্পত্তিতে তাঁহার মন ভুলিবে কেন? কত রাজাধিরাজ মুনি ঋষি যাঁহার কৃপাকরুণার ভিখারী, সেই ভগবান যাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছেন, আর কোন্ আকর্ষণ—কোন্ শক্তি তাঁহাকে সংসারে ধরিয়া রাখিবে? শিবরাম সুমিষ্ট বচনে ও সসম্ভ্রমে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। সকলে চলিয়া গেলে শ্রীধরকে বলিলেন "ভাই, পিতামাতার জীবদ্দশায় তাঁহাদের অনুমতি লইয়াই আমি সংসারে উদাসীন হইয়াছি, তুমিও ইহা জান। পিতামাতা চলিয়া গিয়াছেন, ত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি তুমি অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ কর—আমাকে আর সংসারে টানিও না। তুমিও কোন কষ্ট করিও না। **আমি নিরুপায়, আমার দেহ মন এমন একজনের চরণে সমর্পণ করিয়াছি যে তাঁহার নিকট হইতে আর উঠাইয়া নেওয়া সম্ভব নয়।** আমি আর সংসারে ফিরিব না, যে পরম বস্তুর সন্ধানে গৃহের বাহির হইয়াছি, তাহার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে! আমার সে সাধনায় আর বাধা দিও না, ঘরে ফিরিয়া যাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত চেষ্টার পরেও অগ্রজের মত পরিবর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া শ্রীধর হতাশ হইয়া পড়িলেন ও বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই শান্তি মানিল না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে জানিয়া ভ্রাতার প্রতি তাঁহার সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইয়াছে, একথা ভ্রাতৃবৎসল শ্রীধর ভাবিতেও পারিলেন না। উন্মুক্ত শ্মশানক্ষেত্রে বাস করিলে শিবরামের কষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি সেখানে একটী ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ভ্রাতার অবস্থান ও আহারাদির সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শিবরাম মাতার শ্মশানেই বাস করিয়া মাতৃ-উপদিষ্ট পথে সাধনা করিতে লাগিলেন। উন্মুক্ত প্রকৃতি তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া সাধনার সহায়তা করিল। সুদূর-প্রসারিত প্রান্তরের ধূসর শোভায় তিনি শিব-সুন্দরের রজত-গিরিনিভ মূর্ত্তি দর্শন করিতেন; আর স্রোতস্বতীর কুলুকুলু ধ্বনি ও বিহগ-কাকলীতে সেই শিবসুন্দরের বন্দনাগীতি শ্রবণ করিতেন, স্নিগ্ধ সমীরণের মধুর হিল্লোলে সেই তুষারধবলের শীতল স্পর্শ অনুভব করিতেন। এইরূপ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আনন্দে সাধন ভজন করিতে করিতে তাঁহার বিংশতি বৎসর কাটিয়া গেল।

অতঃপর শিবরামের তীর্থভ্রমণ ও সাধু মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ এবং সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা বলবতী হইল। হিন্দু ধর্ম্মের সকল মতেই গুরুগ্রহণ অপরিহার্য্য; যিনি যতই বড় সাধক বা ভক্ত হউন, দীক্ষা না হইলে ধর্ম্মরাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। আশৈশব তপস্বী ভক্তচূড়ামণি ধ্রুবও প্রথমে মহর্ষি নারদের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া পরে ভগবদ্দর্শনের অধিকারী হইয়াছিলেন। কঠোর আত্মসংযম, অটল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণে শিবরাম এক্ষণে দীক্ষালাভের যোগ্য হইয়াছেন। সুতরাং ভগবান স্বয়ংই তাঁহার দীক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভগবদ্ভক্তের বাসনা কখনও অপূর্ণ থাকে না! এজন্যই তাঁহার নাম বাঞ্ছাকল্পতরু।

অচিরেই **স্বামী ভগীরথানন্দ সরস্বতী** নামে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সন্ন্যাসী শিবরামের শ্মশান-কুটীরে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঞ্জাব প্রদেশের পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত **বাস্তুর** গ্রামে তিনি বাস করিতেন। কিছু কাল একত্র অবস্থান করিয়া উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সদ্‌গুরু পূর্ব্বাপর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছেন। সময় ঠিক হইলেই তিনি আসেন। অবশেষে শিবরাম ভগীরথ স্বামীজীর সহিত হোলিয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন। প্রায় ছয় বৎসর কাল নানা দেশ ঘুড়িয়া রাজপুতনার অন্তর্গত পুস্কর তীর্থে আসিলেন। এইখানেই বাংলা ১০৯২ সনে ৭৮ আটাত্তর বৎসর বয়সে শিবরাম ভগীরথানন্দ স্বামীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার নাম হইল **স্বামী গজানন্দ সরস্বতী** বা "গণপতি সরস্বতী।" কিন্তু তাঁহার জন্ম অন্ধ্র দেশে; সে দেশের লোকে তেলেগু ভাষা বলে, এজন্য জনসমাজে পরিশেষে তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামী বা তৈলঙ্গ স্বামী নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। ত্রিলিঙ্গের অতীত ভাব-রাজ্যে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া "ত্রৈলিঙ্গ স্বামী" নামেও অভিহিত হইতেন। **গুরুসেবা সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ** বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। **জ্ঞান সাধনার লক্ষণ** বর্ণনা প্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" অর্থাৎ (১) প্রণিপাত, (২) পরিপ্রশ্ন, (৩) সেবাশুশ্রূষা দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।" **গুরু ও ভগবান অভিন্ন বলিয়া**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিবে।

বেদান্ত মতেও জ্ঞান সাধনার দুইটী প্রধান অঙ্গ :—

(১) তত্ত্ব বিচার ও (২) গুরুসেবা। গুরুসেবায় চিত্তশুদ্ধি হইয়া তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ হয়। আদর্শ শিষ্য শিবরাম তাই দীক্ষা গ্রহণান্তে গুরুর নিকটেই বাস করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশ বৎসর কাটিয়া গেল। ১১০২ সনে ভগীরথ স্বামীজী পুষ্কর তীর্থেই দেহরক্ষা করিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও পুষ্কর পরিত্যাগ করিয়া ৮৮ অষ্টাশি বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিয়া উলঙ্গ থাকিতেন। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ৯০ নব্বই বৎসর বয়সে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর ধামে ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে উপস্থিত হন। তৎপর ৺দ্বারকাধাম ও সুদামাপুরীতে তিন বৎসর কাল কাটাইয়া ৯৪ চুরানব্বই বৎসর বয়সে নেপালে গমন করেন। সেখানে ৬ ছয় বৎসর সাধনায় মগ্ন থাকিয়া পরে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরাখণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত কেদার, বদরী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিব্বত ও মানসসরোবরে প্রায় উনিশ বৎসর কাল তপস্যা করেন। এইরূপে প্রায় ২৫ পঁচিশ বৎসর কাল হিমালয়ে যাপন করিয়াছিলেন। পরে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ১১৯ একশত উনিশ বৎসর বয়সে নর্ম্মদা তীরে মার্কণ্ডেয় আশ্রমে আগমন করেন। এই খানে "খাকীবাবা" নামক প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তৎপর ১২৬ একশত ছাব্বিশ বৎসর বয়সে প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণীতে আসিয়া চারি বৎসর থাকিয়া ১৩০ একশত ত্রিশ বৎসর বয়সে বাঙ্গালা ১১৪৪ সনে (ইংরাজী ১৭৩৭খৃঃ) বাবা ত্রৈলঙ্গস্বামী তীর্থরাজ বারাণসী ধামে আগমন করেন। এইখানে তিনি ১৫০ দেড়শত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত মহাপুরুষ (১) বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও (২) বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহাদের গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী কাশীতে আসিয়া যোগাবলম্বনে দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তখনও শিষ্যদের যোগ শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়ায় তিনি উঁহাদিগকে ত্রৈলঙ্গস্বামীজীর শিক্ষাধীনে সমর্পণ করিয়া যান। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে লোকনাথ ও বেণীমাধব দেশভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহারা পশ্চিম দেশে বহু স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক পুনরায় বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনন্তর স্বামীজী ইঁহাদিগকে এবং (৩) নিজ শিষ্য সিদ্ধ মুসলমান ফকীর আবদুল গফুরকে লইয়া মেরু অঞ্চল পর্য্যন্ত ভ্রমণ মানসে যাত্রা করেন। লোকনাথ ও বেণীমাধব প্রভৃতি শেষসীমা পর্য্যন্ত যাইতে অসমর্থ হওয়ায় স্বামীজী তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলেন। অনন্তর মেরু অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তিনি একাকীই পৃথিবীর পূর্ব্ব সীমায় উদয়াচল দর্শনে গমন করেন। পর্য্যটন শেষ করিয়া তিনি পুনরায় কাশীতে আগমন করেন।

এইরূপে কত পাহাড়পর্ব্বত নদনদী অরণ্যপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কত দেশ-দেশান্তর, তীর্থের পর তীর্থ, নগরের পর নগর পর্য্যটন করিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী পবিত্র বারাণসী ধামে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। **স্বয়ং ৺বিশ্বনাথের সহিত অভিন্ন বলিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন।** যে অগণিত নরনারী বিশ্বনাথ দর্শন মানসে কাশী যাইতেন তাঁহারা বিশ্বনাথ দর্শন হইলেও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বনাথদর্শন ও কাশীবাস সম্পূর্ণ হইল বলিয়া মনে করিতেন না। কত লোক তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মপথে আসিয়াছেন, তাঁহার করুণায় কত লোক কঠিন পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ও যোগবিভূতি

লোককল্যাণের দিক হইতে দেখিতে গেলে যেমন সমাজের নিকট একেবারে অপরিচিত থাকা বাঞ্ছনীয় মনে হয় না, পক্ষান্তরে জনসাধারণের অত্যধিক সমাদরভাজন হওয়াও বিশেষ করিয়া সাধুগণের অসুবিধাজনক। ফুল ফুটিলে মৌমাছিরা দলে দলে আসিয়া মধু লুণ্ঠন করিতে থাকে, শেষে বিনিময়ে আপন আপন পদরেণু রাখিয়া ফুলটিকে মলিন ও কলুষিত করিয়া যায়। তেমনি জনসমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধুগণের সদ্‌গুণ রাশিও লুক্কায়িত থাকে না ; মক্ষিকাবৃত্তি লোক দলে দলে তাঁহাদের নিকট ধাবিত হয় ও দোষরাশি দ্বারা তাঁহাদিগকে বিমলিন করিয়া যায়। কেহ বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া আসে, কেহ বিলাসীর খাদ্য ভোজন করাইতে চাহে, কেহ বা ভগবানের অবতার বা দেবানুগৃহীত মহাপুরুষ বলিয়া অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা আসিয়া সন্তান যাজ্ঞা করে, বিষয়ী লোক স্বীয় বৈষয়িক উন্নতির জন্য প্রার্থনা জানায়। দিন নাই রাত্রি নাই, দলে দলে লোক আসিয়া নানাবিধ কামনা বাসনা পূরণের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করে। এইরূপ অতিরিক্ত লোকসমাগমে সাধুর ইচ্ছানুরূপ কার্য্যশক্তি ব্যাহত হয় ও নিয়মিত সাধনায় বিঘ্ন ঘটে। ত্রৈলঙ্গস্বামীজীর জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সাধনবলে তাঁহার ভিতরে নানাপ্রকার আশ্চর্য্য যোগশক্তি স্বভাবতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িত। তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিত, আর তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অপর কোন নূতন জায়গায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া যাইতেন। কিন্তু যেখানেই হউক, আগুন কখনো চাপা থাকেনা। কোথাও কোন আর্ত্ত বা বিপন্নের দুঃখে অভিভূত হইয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিলেন আর অমনি লোকের ভীড় জমিতে লাগিল, তাঁহার সাধনায় ব্যাঘাত জন্মিল। আবার সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এই অদ্ভুত যোগ-বিভূতির পরিচায়ক অসংখ্য ঘটনা ত্রৈলঙ্গস্বামীজীর জীবনে ঘটিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

তিনি যোগ সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও অন্যান্য ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টসিদ্ধি যথা,—

(১) **অণিমা**—সিদ্ধ যোগী ইচ্ছা করিলে আপনাকে 'অণু' হইতে অণুতে অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্মতে পরিণত করিয়া রোমকূপের ভিতর দিয়াও অন্য দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। ইহাকে 'পরকায়া প্রবেশ' বলা হয়।

(২) **লঘিমা**—সিদ্ধযোগী ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত 'লঘু' বা হাল্কা হইয়া বাতাসের অগ্রে গমন করিতে পারেন।

(৩) **মহিমা**—সিদ্ধযোগী ইচ্ছা করিলে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত দেহেই পর্ব্বতের ন্যায় ভারী বা বিশাল আকৃতি সম্পন্ন হইতে পারেন।

(৪) **প্রাপ্তি**—তিনি যে কোন স্থানের যে কোন বস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা স্মরণ করিবা মাত্রই পাইতে পারেন।

(৫) **প্রকাম্য**—তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ থাকে বা সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্যসিদ্ধি লাভ হয়। মুখ্য বা গৌণভাবে, শীঘ্র বা দেরীতে হইলেও তাহা সফলকাম হইবেই হইবে।

(৬) **বশিত্ব**—সমস্ত পঞ্চভূত ও ভৌতিক পদার্থ তাঁহাব সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭) ঈশিতৃত্ব—সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের উপর তাঁহার অধিকার জন্মে।

(৮) যত্রকামাবসায়িত্ব—তাঁহার ইচ্ছানুসারে সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থের স্বভাব ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

এরূপ অষ্টসিদ্ধির সকল ক্ষমতা লাভ করাই প্রকৃত মুমুক্ষু সাধকের অভীষ্ট নয়। শ্রীভগবানকে লাভ করাই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত করিয়া ভগবদ্‌বিধানকে লঙ্ঘন করা নহে। সাধন পথে আমরা দেখিতে পাই অনেক সময়ে সাধ্যবস্তু পরমার্থ লাভে নানাবিধ বিঘ্ন উৎপাদন হয়; সিদ্ধিলাভ না হইয়া পথভ্রান্তি হইয়া যায়। নিম্নাধিকারী সাধক অষ্টসিদ্ধির দুই একটি লাভ করিলেই অহঙ্কারবশে অবনতির পথে পতিত হয়।

কেনোপনিষদে আছে—"দেবতাগণ যখন অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদিগকেই বিজেতা ভাবিয়া গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়াছিল, তখন আদ্যাশক্তি তাঁহাদের দর্পচূর্ণ করিয়া কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিলেন যে 'ব্রহ্মশক্তি' ব্যতীত অগ্নিদেব একটি সামান্য তৃণও দহন করিতে পারেন না! পবনদেব আপনার সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়াও একটি ক্ষুদ্র তৃণকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন না!!"

বাবা ত্রৈলঙ্গস্বামীজীকে অষ্টসিদ্ধি কখনও বশ করিতে পারে নাই, তিনিই অষ্টসিদ্ধিকে বশ করিয়াছিলেন। যে শক্তি ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকটিত হইত, তিনি সেই শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া পরম ঈশ্বরকেই উপলব্ধি করিতেন। কাজেই তাঁহার চিত্তে শক্তি-লাভজনিত অভিমান কখনও স্থান পাইত না।

কেহ যদি ভগবানকে লাভ করিবার জন্য সত্যকে আশ্রয় করিয়া শক্তি বা ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, তিনিই সেই শক্তি ও ঐশ্বর্য্য নিজের মনে করিয়া অভিমানে অন্ধ হন এবং সেই অন্ধকারে তাঁহার অন্তর্নিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎসত্ত্বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। এরূপ সাধকগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ও আবার জন্মান্তরে সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহারাই ধনীর ঘরে বা যোগীর ঘরে জন্ম লাভ করেন। কিন্তু ত্রৈলঙ্গস্বামীজী পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া আপনার অহংকে ব্রহ্মসত্তার সহিত এমনভাবে মিলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে কি মহাপুরুষগণ, কি সর্ব্বসাধারণ, সকলেই কাশীর **সচল বিশ্বনাথ** বলিয়া মনে করিতেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে সকল অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য কি? যদি বিভূতি প্রদর্শন তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত না হয় তবে তাহা প্রকাশ করিলেন কেন?

বিভূতি-সমূহ সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনে আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সূর্য্যালোক যেমন স্বপ্রকাশ, সিদ্ধ মহাপুরুষগণও সেইরূপ নানাবিধ ঐশ্বর্য্যের আকর। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মশক্তি আপনা আপনি বিকশিত হয়; তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া কোন ঐশীশক্তি প্রকাশ করিতে হয় না। যে কাষ্ঠের রস শুষ্ক হইয়াছে তাহা যেমন অগ্নি সংস্পর্শে আসিলেই তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি যে মানুষের কর্ম্মক্ষয় হইয়া আসিয়াছে একমাত্র সেই লোকই কোন মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার কৃপায় আধি-ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বাঞ্ছিত ধনের অধিকারী হয়। ত্রৈলঙ্গস্বামীজী কিরূপ অনন্ত জ্ঞান ও অনন্তশক্তির আধার ছিলেন তাহা আমাদের মত মোহান্ধ বদ্ধজীবের পক্ষে ধারণাতীত, কয়েকটী অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনা দ্বারা তাঁহার অনন্ত মহিমার পরিমাপ করিতে যাওয়া নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বাহ্যজগতের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি মান অপমান, যশ অপযশ, সুখদুঃখের অতীত "তুরীয়" অবস্থায় থাকিতেন এবং সম্পূর্ণ ফলকামনারহিত হইয়া কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন, তিনি যে বিভূতি দেখাইয়া লোককে চমৎকৃত করিয়া পার্থিব মান-যশের জন্য লালায়িত হইবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব। প্রকৃতির কার্য্য প্রকৃতি করিয়া যাইত, স্বামীজী সম্পূর্ণরূপে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া সর্ব্বদা সাক্ষীস্বরূপ হইয়া থাকিতেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমাই প্রকাশিত হইত। তিনি উপলক্ষ মাত্র ছিলেন। সকল মহাপুরুষের জীবনেই কিছু না কিছু ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দৃষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে আমাদের সীমাবদ্ধ লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা অনেক সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে, স্থূলেন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা যাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে আমরা অসমর্থ হই, তাহাই আমাদের নিকট অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু লৌকিক ও অলৌকিকের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা সর্ব্বদা সুস্পষ্ট থাকেনা। জীবনে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ব্বে অলৌকিক বলিয়া যাহার সম্বন্ধে ধারণা ছিল পরে তাহাই লৌকিকের পর্য্যায়ে আসিয়াছে। প্রকৃত জ্ঞানীগণ যোগবলে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যেই এমন শক্তিলাভ করেন যাহা সাধনহীন সাধারণ লোকের নিকট অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। ষড়রিপুর দাসত্বের ফলে এবং উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক শক্তি সম্যক বিকশিত হয়না বলিয়া আমাদের ক্ষমতা ও সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত কোন ব্যাপার ঘটিলেই আমরা তাহাকে অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ভাবিয়া চমকিত হই। যাঁহারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সম্যক অনুশীলন করিয়া উন্নতিলাভ করেন তাঁহাদের আচরণ ও কার্য্যাবলী প্রাকৃতিক বিধানের বহির্ভূত না হইলেও সাধারণ লোকের চক্ষে তাহা অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সাধনলব্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষমতা সর্ব্বথা লোককল্যাণের নিমিত্তই নিয়োজিত হইত। (১) ভগবানের প্রতি প্রেম ও (২) তাঁহার সৃষ্ট বস্তু মাত্রের প্রতি প্রেম উভয়ই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে ছাড়িয়া অপরটী থাকে না। প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তির মধ্যেই আমরা ভগবৎ প্রেম ও জীবে দয়া উভয় গুণের বিকাশ দেখিতে পাই। কারণ ভগবানকে যিনি ভালবাসেন তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুতে তিনি ভগবানের কর-চিহ্ন দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন। সাধারণ মানব-প্রেমিক প্রিয়তম বা প্রিয়তমার লিখিত একখানা লিপি পাইলে কত আদরে তাহা গ্রহণ করেন আর যিনি বিশ্বস্রষ্টার প্রেমিক তিনি কি তাঁহার সৃষ্ট বস্তুরূপ সপ্রেমলিপি প্রাপ্ত হইয়া উদাসীন থাকিতে পারেন? সুতরাং যখনই কোন আধি-ব্যাধিক্লিষ্ট বা অন্যভাবে বিপন্ন জীব তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে তখনই তিনি তাঁহার দুঃখমোচনে আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। এমন করুণাময় মহাপুরুষের তুলনা অতি দুর্লভ!

একবার মণি মল্লিক নামক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন ভক্ত কাশী হইতে ফিরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে পরমহংসদেব ত্রৈলঙ্গস্বামীজীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মণি মল্লিক বলিলেন—"লোকে বলে ত্রৈলঙ্গস্বামীর শক্তি কমিয়া গিয়াছে। আগে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাজ করিতে পারিতেন, এখন সে শক্তি নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওসব বিষয়ী লোকের নিন্দা।" দেখুন, ভ্রান্ত মানব কিরূপে বিভূতির মাপকাঠিতে সাধুকে যাচাই করিতে চায়। আর প্রকৃত সাধক তাহাতে বিভ্রান্ত হইলেন না। কথায় বলে "জহুরীই জহর চেনে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

যোগবিভূতির কতিপয় দৃষ্টান্ত

(১) নব্বই বৎসর বয়সে বাঙ্গালা ১১০৪ সনে ত্রৈলঙ্গস্বামীজী সেতুবন্ধ রামেশ্বরধামে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে এক বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়। এই মেলায় বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও অসংখ্য যাত্রী সমবেত হন। একদিন মেলায় জনৈক ব্রাহ্মণ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উহাতে মেলায় গোলযোগ উপস্থিত হয়। শবদেহের চতুর্দ্দিকে ভিড় জমিয়া যায়। স্বামীজী তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মৃতব্যক্তির সঙ্গীরা শোকাকুল-চিত্তে তাহার সৎকারের আয়োজন করিতেছে, আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতেছে। তাহাদের পাষাণ-ভেদী আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া তিনি নিজ কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া শবদেহের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইল। স্বামীজীও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হোলিয়া নগরনিবাসী কয়েকজন লোক মেলায় আসিয়াছিলেন, তাহারা স্বামীজীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। স্বামীজী তাহাদিগকে প্রবোধবাক্যে নিরস্ত করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পুনর্জীবন প্রাপ্তির সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার নিকট ভিড় করিতে লাগিল। এজন্য ১১০৬ সনে স্বামীজী সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে ৺দ্বারকাধামের সন্নিকটে সুদামাপুরী নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। সুদামাপুরী নিবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামেশ্বর মেলায় স্বামীজীকে দেখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এখন স্বামীজীকে নিকটে পাইয়া অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবা যত্নে পরিতুষ্ট স্বামীজীর আশীর্ব্বাদে দরিদ্র অপুত্রক ব্রাহ্মণের শীঘ্রই ধন ও পুত্র লাভ হইল। এই কথা প্রকাশ হইলে সুদামাপুরীতেও লোক সমাগম বাড়িয়া তাঁহার সাধন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল।

(২) এইবার ১১০৮ সনে স্বামীজী একেবারে ভারতের উত্তর সীমায় আসিয়া সুদূর নেপাল রাজ্যের এক গভীর নির্জ্জন অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন। কিন্তু লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত জনমানবহীন সর্প-শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের নিভৃত কোণেও তাঁহার মহাশক্তি বেশীদিন গোপন রহিলনা।

একদিন নেপালের মহারাজা (প্রধান সেনাপতি) নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া শিকারে বাহির হইলেন ও সকলেই নিজ নিজ শিকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রধান সেনাপতি একটি বাঘ দেখিয়া তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল, গুলি বাঘটির গায়ে লাগিল না। প্রাণভয়ে ভীত ব্যাঘ্র তখন গভীর বনের দিকে ছুটিয়া চলিল—সেনাপতিও অশ্বারোহণে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে সকলকে পিছনে রাখিয়া একাকী দ্রুতবেগে ছুটিলেন। অবশেষে একস্থানে আসিয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে আর তাঁহার অগ্রসর হইবার মত সাহস রহিল না। নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেখিলেন এক দিব্যমূর্ত্তি ধ্যানময় সন্ন্যাসী যেন সাক্ষাৎ মহাদেবের মত যোগাসনে উপবিষ্ট। ব্যাঘ্রটি চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া তাঁহারই পায়ের নিকট শুইয়া পড়িল। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন। বাঘটী প্রাণভয়ে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া তিনি সস্নেহে উহার গায়ে হাত বুলাইয়া উহাকে শান্ত করিলেন, বাঘটীও চুপ করিয়া তাঁহার নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া রহিল—ঠিক যেন পোষা বিড়ালটা। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে সেনাপতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—সত্যিই কি মহাদেব স্বয়ং এখানে উপস্থিত? মানুষের পক্ষে কি এরূপ অদ্ভূত কার্য্য সম্ভব? এই অদ্ভূত-কর্ম্মা সন্ন্যাসী আর কেহই নহেন—আমাদেরই মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী! সেনাপতির বিমূঢ় অবস্থা বুঝিয়া স্বামীজী তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। নেপাল রাজ্যের বীর-সেনানী দলের সর্ব্বপ্রধান-সেনাপতি ভীতচিত্তে ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন। স্বামীজী সহাস্যে সুমধুর বচনে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা, এখানে ভয়ের কোন কারণ নাই। দেখ, বাঘটি কেমন শান্তভাবে আমার কাছে রহিয়াছে। তুমি এইমাত্র ইহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, কিন্তু এখন সেই বাঘ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তোমার প্রাণবধ করিতে পারে। তবেই বুঝিয়া দেখ কাহারও প্রাণবধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; থাকিলে এই ব্যাঘ্র এতক্ষণ জীবিত থাকিত না। এখানে আসিয়া ব্যাঘ্র হিংসা ত্যাগ করিয়াছে এবং তুমিও হিংসা ত্যাগ করিয়াছ। কাজেই তোমরা উভয়েই এখানে বর্ত্তমানে শান্তভাবে রহিয়াছ। মন থেকে হিংসার ভাব একেবারে দূর কর, কোন জন্তুই আর তোমাকে হিংসা করিবে না। সমস্ত জীবকে ভালবাসিলে সকলেই তোমাকে ভালবাসিবে—এই কথা মনে রাখিও। তুমি এখন নির্ভয়ে স্বস্থানে গমন কর।" স্বামীজীর এই মধুর উপদেশ শুনিয়া কঠোর-হৃদয় সেনাপতির প্রাণ গলিয়া গেল। জীবনে যাহা দেখা দূরে থাকুক এবং যাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তিনি ভক্তিভরে স্বামীজীর শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে বাঘটিও অন্যদিকে চলিয়া গেল। অতঃপর নেপাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ ও পাত্রমিত্রগণ সেনাপতির মুখে এই অদ্ভূত বৃত্তান্তাদি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজাধিরাজ স্বয়ং গণ্যমান্য পারিষদবর্গ ও সেনাপতি সমভিব্যহারে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকটে আসিলেন এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে রাখিয়া ভক্তিনতশিরে প্রণাম করিলেন। স্বামীজী মহারাজাধিরাজকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিলেন, কিন্তু উপহৃত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেন না। স্বার্থত্যাগী স্বামীজীর নিকট ধনরত্ন ও ধুলিমুষ্টির মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মহারাজাধিরাজও ইহা বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন না। স্বামীজীর শ্রীচরণ স্পর্শে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া রাজধানী কাটমুণ্ডুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই দিকে এই ঘটনার কথা লোকমুখে নেপাল রাজ্যের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। জন-মানবহীন নিবিড় অরণ্য অসংখ্য লোকের কোলাহলে ভরিয়া উঠিল। আবার স্বামীজীর সাধনায় বাধা পড়িল। তিনি হিমালয়ের শিখরের পর শিখর অতিক্রম করিয়া ১১১৪ সনে তিব্বত দেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিন বৎসর থাকিয়া ১১১৭ সনে মানস-সরোবরে যাইয়া অবস্থান করেন।

(৩) মানস-সরোবরে এক বিধবার একমাত্র পুত্র সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করে। শৈব্যা যেমন রুহিতাশ্বের মৃতদেহ লইয়া রোদন করিতে করিতে শ্মশানে গিয়াছিলেন, ঐ শোকাতুরা বিধবাও সপ্তম বর্ষীয় বালকের শবদেহ সৎকার করিবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে শ্মশানে আসিলেন। সকলে সৎকারের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনাথা বিধবার মর্ম্মান্তিক কাতর ক্রন্দন বুঝি ভক্ত-বৎসল ভগবানের নিকট পৌঁছিল। হঠাৎ কোথা হইতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বিধবার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্রু-সিক্ত-নেত্রে স্বামীজীর প্রতি তাকাইয়াই তিনি ভাবিলেন "স্বয়ং মহেশ্বর" বুঝি আজ কৃপা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের জীবন ভিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। তিনি অমনি স্বামীজীর পদতলে পড়িয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দয়াময় স্বামীজী বালককে স্পর্শ করিয়া সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন—অমনি অসম্ভব সম্ভব হইল; শবদেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল, বালক বাঁচিয়া উঠিল। হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া বিধবা মনের আনন্দে পুত্রকে কোলে করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে মুখ তুলিয়া দেখিলেন স্বামীজী আর সেখানে নাই। অনাথা রমণীর বক্ষ বাহিয়া দর-বিগলিত-ধারে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল! উপস্থিত সকলে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ বিস্ময়ে স্তম্ভিত! সকলেই স্বামীজীকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু মানস সরোবরে আর কেহ তাঁহার দর্শন পান নাই।

(৪) মানস সরোবরের পর স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ১১৩৩ সনে, বোম্বাই প্রদেশে, নর্ম্মদা-তীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ "মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে।" আরও কতিপয় সাধুর সহিত আনন্দে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী এই প্রাচীন আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নর্ম্মদা কূলে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভগবদ্ ধ্যানে রাত্রি যাপন করিতেন।

"খাকী বাবা" নামে জনৈক মহাপুরুষ এই সময় মার্কণ্ডেয় আশ্রমে বাস করিতেন। তিনি একদিন নর্ম্মদা তীরে যাইয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে নদী আর জলের নদী নহে—দুগ্ধরূপ ধারণ করিয়া অবিরাম গতিতে কল্‌কল্ রবে প্রবাহিত হইতেছে। আর আমাদের ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী আনন্দের সহিত দুই হাতে অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া সেই দুধ পান করিতেছেন। খাকীবাবা সবিস্ময়ে নিজেও সেই দুধপান করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খাকীবাবা যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদীতে হাত দিয়াছেন অমনি দুধ পুনরায় সেই পূর্ব্বের স্বাভাবিক জলে পরিণত হইল। আর ত্রৈলঙ্গস্বামীজীও কূলে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া খাকীবাবার মুখে আর বাক্য সরিল না। তিনি দ্রুতবেগে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া সকলের নিকট এই আশ্চর্য্য ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। তদবধি সকলেই স্বামীজীকে অলৌকিক-যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। স্বামীজীরও পুনরায় স্থানান্তর গমন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। তিনি সাত বৎসর মার্কণ্ডেয় আশ্রমে অবস্থান করিয়া ১১৪০ সনে পুণ্যতীর্থ 'প্রয়াগধামে' (এলাহাবাদে) আসিয়া নির্জ্জনে তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

(৫) একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। প্রয়াগে একদিন ত্রিবেণীর সঙ্গম ঘাটে যেখানে "গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন" হইয়াছে তথায় স্বামীজী যোগাসনে বসিয়া আছেন। ভীষণ দুর্য্যোগ, ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ঘাটের যাত্রীরা সব একে একে প্রস্থান করিল। কিন্তু বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী স্থিরভাবে যথাস্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শ্রীরামতারণ ভট্টাচার্য্য নামে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ স্বামীজীকে চিনিতেন। তিনি স্বামীজীকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার কষ্ট হইবে মনে করিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিবার জন্য স্বামীজীকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একখানি নৌকা অনেক যাত্রীসহ গঙ্গার মধ্য দিয়া আসিতেছিল। স্বামীজী শ্রীরামতারণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলেন,—"বাবা, তুমি আমার জন্য ব্যস্ত হইও না। আমার বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না। আমি এখন এখান হইতে যাইতে পারি না। ঐ যে নৌকাখানি আসিতেছে দেখিতেছ উহা শীঘ্রই জলমগ্ন হইবে, ঐ নৌকার যাত্রীগণকে বাঁচাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে।" কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝড়ের প্রবল বেগে নৌকাখানি গঙ্গাগর্ভে তলাইয়া গেল, আর স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। নির্ব্বাক বিস্ময়ে শ্রীরামতারণ নদীরদিকে তাকাইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল নৌকাখানি ভাসিয়া উঠিল ও ধীরে ধীরে তীরে আসিয়া লাগিল। আরোহীগণের সহিত স্বামীজীও নৌকা হইতে নামিয়া আসিলেন। কিন্তু এই উলঙ্গ সন্ন্যাসী কোন্ সময়ে কি ভাবে তাহাদের নৌকায় আসিয়া উঠিলেন তাহা যাত্রীরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাহারা সকলে স্বামীজীকে প্রণামান্তে স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু হতবুদ্ধি শ্রীরামতারণ তখনও স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ সাষ্টাঙ্গে স্বামীজীর পদতলে পতিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা, এই ঘটনায় তুমি বিস্মিত হইয়াছ, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অনন্ত শক্তির আধার শ্রীভগবান এই মানবদেহ সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে বিরাজমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই ঐশী-শক্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু সে অনিত্য সংসার সুখে মজিয়া প্রকৃত আত্মোন্নতির দিকে লক্ষ্য করে না। মানুষ যদি তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশের চেষ্টা করে তাহা হইলে এ জগতে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি আর এই ঝড় জলে বৃথা কষ্ট পাইও না, গৃহে ফিরিয়া যাও।" এই বলিয়া স্বামীজী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই ঘটনার পরেই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে গমন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়।

৺কাশীধামের সচল বিশ্বনাথ

(৬) ৺কাশীধামে আসিয়া ত্রৈলঙ্গস্বামীজী অসি ঘাটের নিকটবর্ত্তী তুলসী দাসের বাগানে অবস্থান করেন। তথা হইতে মধ্যে মধ্যে তিনি "ললাটকুণ্ডে" গমন করিতেন। একদিন ঐ কুণ্ডের অদূরে ব্রহ্মসিংহ নামক আজমীর নিবাসী জনৈক বধির কুষ্ঠ-রোগীকে নিদ্রিত অবস্থায় চরণদ্বারা স্পর্শ করেন। সুপ্তোত্থিত ব্রহ্মসিংহ বিরাটকায় স্বামীজীকে সম্মুখে দেখিয়া স্বয়ং বিশ্বনাথ জ্ঞানে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। ব্রহ্মসিংহের কর্ম্মভোগ শেষ হইয়া আসিতেছিল, স্বামীজী করুণা-পরবশ হইয়া তাহাকে একটী বিল্বপত্র দিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি ঐ কুণ্ডের পবিত্র জলে স্নান করিয়া যদি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত এই বিল্বপত্র ধারণ কর, তবে তুমি এই নিদারুণ ব্যাধির কবল হইতে নিশ্চয়ই মুক্তি পাইবে।" স্বামীজীর আশীর্ব্বাদ বিফল হইবার নহে। বধির ব্রহ্মসিংহ তৎক্ষণাৎ শ্রবণ শক্তি ফিরিয়া পাইল ও অচিরেই সেই ভীষণ মহাব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুদর্শন দিব্যকান্তি লাভ করিল ও একান্ত অনুগতভাবে স্বামীজীর সেবায় প্রবৃত্ত হইল।

(৭) আবার তুলসীদাসের বাগান জন-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। তাই স্বামীজী সেখান হইতে সরিয়া মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রমে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদিন গঙ্গাস্নানে যাইয়া স্বামীজী দেখিতে পাইলেন এক মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের চতুষ্পার্শ্বে লোকজনের ভীড় জন্মিয়াছে। স্নানার্থী ব্রাহ্মণ রাজযক্ষ্মা রোগগ্রস্ত। বহু চিকিৎসায় ফল না পাইয়া অবশেষে ৺কাশীধামে জীবনের অবশিষ্ট দিনযাপন করিতে আসিয়াছেন। হঠাৎ রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল ও চেতনা লোপ পাইল। কতিপয় স্নানার্থী সহৃদয় লোক প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। এমন সময়ে স্বামীজী সেখানে আসিয়াই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষোপরি হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরেই ব্রাহ্মণের লুপ্ত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি সম্মুখস্থ স্বামীজীকে স্বয়ং বিশ্বনাথ মনে করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন ও সেই কাল-ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে আর্ত্তস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের কাতরতায় স্বামীজীর চিত্ত বিগলিত হইল। একটু গঙ্গামৃত্তিকা মন্ত্রপূত করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া স্বামীজী তাঁহাকে গঙ্গাস্নানান্তে উহা খাইতে বলিলেন ও স্বয়ং গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে স্বামীজীর আদেশ পালন করিয়া অচিরেই রোগমুক্ত হইলেন। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন একজন বাঙ্গালী—নাম সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনন্তর তিনি আজীবন স্বামীজীকে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন।

(৮) অসি ঘাটের নিকটেই এক ব্যক্তির সর্প দংশনে মৃত্যু ঘটে। সর্পাঘাতে মৃত্যুর সৎকার ব্যবস্থা নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া। উক্ত প্রথানুযায়ী মৃতের আত্মীয়গণ শবটি গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময়ে স্বামীজী তথায় আগমন করেন। শোকমগ্ন বালবিধবার করুণ ক্রন্দনে তাঁহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি নীরবে শবের নিকটে আসিয়া দংশন স্থানে গঙ্গা মৃত্তিকার প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন ও গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। শবযাত্রীদের মধ্যে কেহই স্বামীজীকে চিনিত না। অল্পক্ষণ পরেই শবদেহে প্রাণ সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং শীঘ্রই সে চৈতন্য লাভ করিয়া নিজের বন্ধন দশা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। তাঁহার সঙ্গীগণের বিস্ময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও অধিক হইল। মৃতের জীবন প্রাপ্তিতে তাহারা একেবারে অবাক হইয়া গেল; পরে যখন চমক ভাঙ্গিল তখন তাহারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিল যে মৃতের জীবনদাতা আর কেহ নহেন—আমাদের ত্রৈলঙ্গস্বামীজী।

(৯) অনন্তর ত্রৈলঙ্গস্বামীজী হনুমানঘাটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই পথে জনৈকা মহারাষ্ট্রবাসিনী স্ত্রীলোক প্রতিদিন বাবা ৺বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে যাইতেন। একদিন হঠাৎ স্বামীজীকে নগ্নাবস্থায় দেখিয়া তাঁহার বড়ই লজ্জা বোধ হইল এবং স্বামীজীকে নিতান্ত অসভ্য মনে করিয়া গালি দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। স্তুতি-নিন্দা, মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ সকলই যাঁহার নিকট সমজ্ঞান হইয়াছে সামান্য তিরস্কার বচনে কি তাঁহার চিত্তের সাম্য নাশ করিতে পারে? তিনি ভর্ৎসনা কালেও কিছুমাত্র টলিলেন না। এদিকে মহিলাটি যথা সময়ে পূজা সারিয়া নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ত্রিশূল উদ্যত করিয়া তাহাকে বলিতেছেন—"যে কামনায় তুই আমার পূজা করিতেছিস্—আমার দ্বারা তাহা পূরণ হইবে না। যে উলঙ্গ সাধুকে আজ তুই অযথা গালি দিয়াছিস্ তাঁহার কৃপা না হইলে তোর মনস্কামনা সিদ্ধির কোন উপায় নাই।" স্ত্রীলোকটির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভয়ে নিরাশায় তাহার গা কাঁপিতে লাগিল। অনুতাপে তাহার হৃদয় পুড়িতে লাগিল। অবশেষে আশার একটি ক্ষীণরশ্মি তাহার হৃদয় কোণে উদিত হইল। স্বামীজী যখন তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই তখন তাঁহার দয়া হইলেও হইতে পারে। এই ভরসায় বুক বাধিয়া রমণী রাত্রি প্রভাত হইলেই স্বামীজীর নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন ও অজস্র ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিয়া তাঁহার পদতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। আশুতোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজী তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার স্বামীর উদরে একটী প্রকাণ্ড ক্ষত কিছুতেই আরোগ্য হইতেছিল না—তাই স্বামীর আরোগ্য কামনায় তিনি প্রত্যহ ৺বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে যান। কোমলপ্রাণ 'চলন্ত শিব' স্বামীজী একটু ভস্ম প্রদান করিয়া স্ত্রীলোককে বিদায় দিলেন। ঐ ভস্মের গুণে তাহার স্বামী অল্পকাল মধ্যেই রোগমুক্ত হইল। তৎপর স্বামীজী হনুমানঘাট হইতে দশাশ্বমেধঘাটে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(১০) ১১৯৫ সালে কোন দেশীয় নৃপতি সপরিবারে ৺কাশীধামে আগমন করেন। তিনি একদিন সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানার্থ দশাশ্বমেধঘাটে পায়ে হাঁটিয়া উপস্থিত হন। পর্দ্দানশীন রাণীর জন্য রাজার আদেশে বাসভবন হইতে দশাশ্বমেধঘাট পর্য্যন্ত পথের দুই ধারে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছিল, আর প্রহরীগণ অন্য লোকের যাতায়াত বন্ধ করিয়া পাহারা দিতেছিল। যাহাতে কেহ রাজরাণীকে দেখিতে না পায়, তাহার সকল রকম সুব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। সেই রাজার রাণী স্নান করিয়া উঠিয়াই দেখিলেন সম্মুখে এক বিরাটকায় উলঙ্গ পুরুষ দণ্ডায়মান। রাণী লজ্জা পাইয়া পরিচারিকা-গণ সহ সত্বর প্রস্থান করিলেন। রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং পাহারাওয়ালাদের ডাকিয়া সেই উলঙ্গ ব্যক্তিকে ধরাইয়া নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। কখন কি উপায়ে তিনি স্নান-ঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন এ সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াও রাজা কোন উত্তর পাইলেন না। উপস্থিত অনেক লোক বলিলেন—তিনি একজন সাধু। যাহাতে স্বামীজীর কোন শাস্তি না হয় এজন্য সকলেই রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাজা স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালির উত্তাপ বেশী। রাজার কর্ম্মচারীগণ মহাপুরুষকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিল। তিনি অবশ্য তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চিরপ্রসন্ন-বদনে রাজভবন হইতে চলিয়া আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই দিনই রাত্রিতে রাজার সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন "এক বিশাল জটাজুট-মণ্ডিত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত ত্রিশূল-ধারী শ্বেতবর্ণ পুরুষ" ভীষণ ক্রোধে রাজাকে বলিতেছেন,—"পাপিষ্ঠ! তুই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পরিচয় পাইয়াও তোর সম্মুখে তাহাকে অপমানিত হইতে দিলি, সে অপমান আমারই! তুই এই পুণ্যধাম কাশীতে অবস্থানের অযোগ্য। এস্থান হইতে সত্বর প্রস্থান কর্, নইলে তোর রক্ষা নাই।" মহারাজা এই ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। চীৎকার শুনিয়া দাস-দাসীরা সকলে ছুটিয়া আসিল। সকলে মিলিয়া রাজার শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সেবা-যত্নে অনেকক্ষণ পরে রাজার চেতনা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কাহারও কাছে তিনি স্বপ্নের কথা বলিলেন না। রজনী প্রভাত হইলেই তিনি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা স্বামীজীর খোঁজ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া অশ্রুজলে স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। দর্পিত নৃপতির উন্নত শির নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। করুণাময় স্বামীজী হাসিমুখে রাজাকে ক্ষমা করিলেন। অনুতপ্ত রাজা ক্ষমালাভে সম্যকরূপে সান্ত্বনালাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(১১) শ্রীকেদারনাথ বানার্জ্জী বাচস্পতি নামক জনৈক শিষ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বামীজীকে ভোজন করাইতে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ভোজনান্তে পানীয় জল চাহিলে বাচস্পতি মহাশয় জল আনিবার জন্য অন্য ঘরে গেলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে তাঁহার অত্যধিক বিলম্ব হইল। জল লইয়া যখন তিনি আসিলেন তখন দেখিতে পাইলেন স্বামীজী জল পান করিতেছেন। অথচ, জল আনিয়া দিবার মত আর কেহই সেখানে ছিল না। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় লজ্জিত হইলেন। ভবিষ্যতে অতিথিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোজন করাইতে বসিয়া খাদ্য বা পানীয় জলের অভাব না হয় ইহাই এই ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল।

(১২) একবার উজ্জয়িনীর মহারাজা কাশী-নরেশের রাজভবন হইতে নৌকাযোগে মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিতেছিলেন। তিনি দূরে গঙ্গাজলের উপরে একজন লোককে আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনুচরদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে ভাসমান ব্যক্তি একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, নাম ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তাঁহার অবাধ গতি। এরূপ অসাধারণ ক্ষমতাশালী সাধু বর্ত্তমানে আর দেখা যায় না। একথা শুনিয়া স্বামীজীকে নৌকায় তুলিয়া লইতে মহারাজের অতিশয় আকাঙ্ক্ষা হইল। নৌকা নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র অন্তর্য্যামী স্বামীজী রাজার অন্তর্নিহিত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রাজার মনোবাসনা পূরণ করিলেন। মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশের পূর্ব্বেই স্বামীজী যে তাহা জানিতে পারিলেন ইহাতে মহারাজের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মহারাজের হাতে একখানি সুদৃশ্য ও বহুমূল্য তরবারি ছিল—উহা তিনি সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন। স্বামীজী বালকোচিত স্বভাবে উহা দেখিতে চাহিলে মহারাজাও সানন্দে অসিখানা তাঁহার হাতে দিলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ তাহা বেশ করিয়া একবার দেখিয়া লইলেন, পরমুহূর্ত্তেই মহারাজের হাতে ফিরাইয়া না দিয়া গঙ্গার জলেই উহা ফেলিয়া দিলেন। এত আদরের প্রাপ্ত তরবারিখানি এরূপভাবে নষ্ট হইতে দেখিয়া মহারাজের বিষম ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি স্বামীজীকে দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয়ে অনভিজ্ঞ যোগী বলিয়া গালাগাল দিতে লাগিলেন। যিনি স্বামীজীর পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার অবস্থা বড়ই অসুবিধাজনক হইল। তিনি ডুবুরী দ্বারা তরবারি উঠাইয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাস বাক্য দিলে তবুও মহারাজা মনোক্ষোভে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৌকাখানি ঘাটে আসিয়া লাগিল। স্বামীজী নৌকা হইতে নামিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মহারাজা তাঁহাকে বাধা দিলেন। ইচ্ছা যে সাধুকে শাস্তি দিয়া তরবারির ক্ষোভ মিটাইবেন। অন্তর্দ্রষ্টা স্বামীজীর পক্ষে মহারাজার অভিপ্রায় বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একটু হাসিয়া স্বামীজী নৌকা হইতেই জলের মধ্যে হাত দিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্পমাত্র দুইখানি তরবারি তুলিলেন ও মহারাজাকে তাঁহার নিজ তরবারি চিনিয়া লইতে বলিলেন। তরবারি দু'খানি সর্ব্বতোরূপে সর্ব্ববিষয়ে একই রকমের হওয়াতে কিছুতেই পৃথক্ করিয়া চিনিবার উপায় নাই, অনেকবার দেখিয়াও মহারাজা নিজের তরবারি কিছুতেই আর চিনিয়া লইতে পারিলেন না। তখন মহারাজা লজ্জায় ও দুঃখে নিজ মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মৌনভঙ্গ করিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"বাবা, তুমি নিজের জিনিষ বলিয়া যাহা দাবী করিতেছ তাহা নিজেই চিনিতে পারিলে না। আমি দেখিতেছি তুমি একেবারেই অজ্ঞান, মোহ ও দম্ভে পরিপূর্ণ। ইহকাল ও পরকালের যাহা নিত্য-সঙ্গী তাহাইতো নিজের জিনিষ! মৃত্যুর পর এ তরবারি তোমার সাথে যাইবে না। যে জিনিষ বা যে বস্তু তোমার সাথে যাইবে না—যাহাকে এপারেই ফেলিয়া যাইতে হইবে তাহা কি করিয়া তোমার জিনিষ হইল? যাহা তোমার নিজের নয় তাহার জন্য এত ক্রোধ কেন?" ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী এই সব উপদেশ বাণী বলিয়া একখানি অসি মহারাজের হস্তে দিয়া অপর অসিখানি গঙ্গাগর্ভে নির্ভীকচিত্তে নিক্ষেপ করিলেন। ব্যাপার দেখিয়া মহারাজা নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইবার শুভদিনে মহাপুরুষের কৃপায় মহারাজের প্রকৃত চৈতন্য উদয় হইল এবং তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে স্বামীজী সত্য সত্যই একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ। এমন সাধু মহাত্মাকে একখানি তুচ্ছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরবারির জন্য তিরস্কার করিয়াছেন—ইহাতে মহারাজের পরিতাপের সীমা রহিল না। অতঃপর তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শ্রীচরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজার অনুনয় বিনয় ও অনুতাপে করুণাময় স্বামীজীর হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল, তিনি মহারাজাকে আশীর্বাদ করিয়া হাসিমুখে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

(১৩) কলিকাতা হইতে একজন প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের উকীল একবার ৺কাশীধামে বেড়াইতে আসিলেন। হিন্দু হইয়াও তিনি সাধারণ খৃষ্টানদের মত প্রতিমা পূজাকে পুতুলখেলা বলিয়া উপহাস করিতেন। শুধু তামাসা দেখিবার মানসে তিনি বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায়ও কোন ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করিলেন না; দেবদেবীকে পূজা দেওয়াতো দূরের কথা। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ও মহাপুরুষদের মতে দেব-দেবী দর্শন, রাজ দর্শন এবং সাধু দর্শনাদি হিতকর, অসমর্থ দরিদ্রের পক্ষে পত্র ও পুষ্প এবং ফল (হরিতকী বা সুপারী হইলেও চলে) ইত্যাদি দেওয়া বিধেয়। অনেকেই এসব বিষয়ে আবার জানেনও না।

৺কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী নামে একজন সাধু দুই তিন শত বৎসর যাবৎ বাঁচিয়া আছেন এবং নানারূপ আশ্চর্য্য লীলা করিতেছেন জানিয়া উকীল মহোদয় ভাবিলেন—সবই তো দেখা হ'লো। এবার সাধুর তামাসাটি দেখা যাক্। এইরূপ ধারণা লইয়া তিনি স্বামীজীর নিকট গমন করিলেন। লোকের ভয়ানক ভীড় দেখিয়া নীরবে এককোণে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁহার ঘাড়ে ধরিয়া একেবারে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর পায়ের উপর আনিয়া ফেলিল, আর তিনি যেন শুনিতে পাইলেন কে বলিতেছে,—"পাপিষ্ঠ, দুছত্র ইংরেজী পড়িয়া তোমার এতই অহঙ্কার হইয়াছে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS

হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ? যদি কল্যাণ চাও, তবে এই মহাত্মার পায়ে পড়িয়া কৃপা প্রার্থনা কর।" কে যে কোথা হইতে এই সব কথা বলিয়া গেল উকীল বাবু তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না; কিন্তু প্রণামান্তে তাঁহার প্রাণ আনন্দে মাতিয়া উঠিল; তিনি ধর্ম্মের মহিমা সাধু কৃপায় বুঝিতে পারিলেন! করুণাময় স্বামীজীর পাদস্পর্শে করুণা ধারায় সিক্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা দূর হইয়া গেল। তদবধি হিন্দুধর্ম্ম ও দেবদেবীর প্রতি তাঁহার অচল-অটল বিশ্বাস জন্মিল। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর করুণাস্বরূপ দিব্য-আলোক তাঁহার অজ্ঞান ও মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে আলোকপথে পরিচালিত করিয়া তাঁহার মানবজন্ম সার্থক করিয়া দিল।

(১৪) আর একবার কলিকাতার দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবা মাত্রই তিনি উঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহাতে একজন স্বামীজীর আদেশ মানিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীটি কিছুতেই স্থান ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। স্বামীজী তখন আশ্রমের শিষ্য গো-সেবককে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তথাপি সেই ভদ্রলোকটী যাইতে অসম্মত হইলেন। গো-সেবক তাঁহাকে বলিল, "বাবুজী, আপনার দর্শন ত হইয়াছে, আর এখানে নিরর্থক ভীড় জমান, স্বামীজী পছন্দ করেন না!" তদুত্তরে তিনি গো-সেবককে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "তুমি চলে যাও, আমি এখন কিছুতেই যাইব না।" গো-সেবকও তখন স্বামীজীর আদেশ পালনের জন্য বল-প্রয়োগে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ইসারায় দাঁড়াইতে বলিয়া শিষ্য ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টকে কাগজ কলম লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। স্বামীজীর বেদী সংলগ্ন দেওয়ালে লিখিত দেব-নাগরী অক্ষরেলিখিত শ্লোকগুলির মধ্য হইতে এক একটি অক্ষর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজী দেখাইয়া দিতে লাগিলেন ও শিষ্য মঙ্গল ভট্ট তাহা লিখিতে লাগিলেন। লেখা শেষ হইলে তাহা বাবুকে পড়িয়া শুনান হইল,—"বাবা, তুমি তোমার ১৮৲ আঠার টাকা দামের জুতাজোড়া বাহিরে রাখিয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছ। নূতন জুতাজোড়া চোরে নিয়া গেলে ক্ষতি হইবে, শুধু পায়ে বাসায় যাইতে কষ্ট হইবে; এই ভাবনায় তোমার মন আচ্ছন্ন। অতএব তুমি আমাকে দর্শন না করিয়া মনশ্চক্ষে জুতা-দর্শন করিতেছ এবং তাহার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছ। এরূপ দুশ্চিন্তা লইয়া এখানে থাকিবার অধিকার নাই। তোমার জুতা লইয়া চলিয়া যাও। উহা এখন পর্য্যন্ত চুরি যায় নাই।" জিজ্ঞাসিত হইয়া বাবুজী জুতার মূল্য আঠার টাকা বলিয়া স্বীকার করিলেন ও দুর্ভাবনার কথাও বলিলেন। তখন তাঁহার তর্জ্জন গর্জ্জন ক্রোধের লক্ষণ আর নাই, সব ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়াই আছেন! তখনই আবার স্বামীজীর ইঙ্গিতে আর বাক্য ব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

(১৫) শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীজয়গোপাল কর্ম্মকার নামক একব্যক্তি পরিণত বয়সে কাশীবাস করেন। সাধু সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার খুব ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। তিনি কর্ত্তব্য বোধে প্রত্যহ ফলমূল ও কিছু খাটী দুগ্ধ লইয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। কিছু দিন যাতায়াতের পর কর্ম্মকার মহাশয় স্বামীজীর নিকট হইতে কৃপা প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক মনে করেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট যাইয়া ঐ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কর্ম্মকার মহাশয়কে বাড়ীর জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, "বাবা, এখনই তোমার বাড়ীর সংবাদ আমি আনিয়া দিতেছি।" ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তখন ধ্যানস্থ হইয়া যাহা জানিতে পারিলেন তখনই তাহা প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না করিয়া জয়গোপালকে সন্ধ্যার সময় আসিতে বলিলেন। সন্ধ্যার সময় পুনরায় আসিলে স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন,—"বাবা, আজ ভোর ছয়টার সময় তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি অদ্য রাত্রিতে স্বপ্নে তাহার দর্শন পাইবে।" পুত্রের এই নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই জয়গোপাল মহাশয়ের বিশ্বাস হইল। তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া আকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে জীবনের অনিত্যতা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। পরদিন বাড়ী হইতে জরুরী তার পাইয়া ঐ খবর সঠিক জানিতে পারেন। এখন বুঝিয়া দেখুন, আত্মা সর্ব্বব্যাপী, তাই আত্মধ্যানস্থ ঋষিগণ বিনা টেলিগ্রাফে বা বাহ্যিক যন্ত্রাদির অবলম্বন ব্যতিরেকেও ইচ্ছামাত্র জগতের যাবতীয় স্থানের পূর্ব্বাপর ঘটনাদি নিজ স্থানে বসিয়াই জানিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট ইহলৌকিক বার্ত্তাদি কিম্বা পারলৌকিক ঘটনাদি সবই প্রত্যক্ষীভূত এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিভূত সহজসাধ্য ব্যাপার !! এই ভৌতিক-জগত-বিধ্বংসী বিজ্ঞানের পরিণতি মহাপ্রলয়! ইহার পরেই পুনরায় আধ্যাত্মিক-পারত্রিক-জগতকল্যাণ স্বতঃই সাধিত হইবে !!! আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি যে পুরাকালেও ভৌতিক-বিজ্ঞান যেমন চরমোৎকর্ষ লাভের পর অহিত-সাধন করিয়া ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল তেমনি বর্ত্তমান যুগের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাই বলি জগতও চক্রাকারে চক্রবৎ দুই গতিতে—(১) অধোগতি ও (২) ঊর্দ্ধগতিতে—অনিবার্য্যরূপে পরিধাবিত হইতেছে এবং হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বন্দ্বাতীত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী।

প্রাথমিক সাধনজীবন অতিক্রম করিয়া ত্রৈলঙ্গস্বামীজী জীবন্মুক্ত তুরীয় অবস্থায় কালযাপন করিতেন। ইহাই ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত অবস্থা। তাঁহার নিস্ত্রৈগুণ্য চিত্তে বিকারের লেশমাত্র ছায়াপাত হইত না। শুধু যে মানসিক বিষয়েই তিনি একেবারে দ্বন্দ্বরহিত ছিলেন তাহাই নয়; পঞ্চভৌতিক দেহকে ও তিনি প্রাকৃতিক দ্বন্দের প্রভাব মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং আত্মবশে রাখিয়াছিলেন। শীত-গ্রীষ্মে, জল-স্থলে তাঁহার ভেদজ্ঞান ছিল না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন কেহ বাহিরে থাকিতে পারে না, আগুনের হল্‌কা 'লু' বহিতেছে, তখন তিনি কৃচ্ছ্র সাধন বলে অভ্যস্থ হইয়া অনায়াসে উত্তপ্ত বালুকা অথবা পাষাণ বা পাথরের উপর আরামে অবলীলা-ক্রমে শয়ন করিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে এই ভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন,—"রোদে বালি এম্‌নি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য, তার উপরেই মহাসুখে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী শুয়ে আছেন।" আবার দারুণ শীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কন্‌কনে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়া থাকিতেন বা নীরবে জলে বসিয়াও আসন করিয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। অনেক সময়ে মীনবৎ স্রোতের বিপরীত দিকেও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে ভাসিয়া যাইতে দেখা যাইত! একটি মাত্র কম্বল বিছাইয়া কখনও কখনও শয়ন করিতেন, গাত্রে সময়ে সময়ে একখানা কম্বল দেখা যাইত। কিন্তু তিনি নিজে তাহা সংগ্রহ করিতেন না। অধিকাংশ সময়েই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর গাত্রাবরণ কিছুই থাকিত না।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী প্রায়ই সমাধিস্থ অবস্থায় কালযাপন করিতেন। বাহ্য জগতের সম্পর্কে থাকিলেও তাঁহার অন্তর্মুখীন অবস্থার কোন বিপর্যয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটিত না। কি সুখে, কি দুঃখে তাঁহার বাহ্যিক ভাবেরও কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না। কোন কারণেই স্বামীজীর চোখেমুখে, কথায় বা কার্যে কোন প্রকার ভাবান্তর প্রকাশ পাইত না। তাঁহাকে দর্শন করিলেই স্বতঃ মনে হইত তিনি যেন কোন চির-শান্তিময় ধ্যানলোকে নিরাবিল আনন্দে বিচরণ করিতেছেন। শুধু জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া ব্যবহারিক জগতে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিতেছেন। এই পার্থিব জগতের সহিত যেন স্বামীজীর কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত সচ্চিদানন্দ সাগরে সতত সন্তরণ করিতেছে। প্রাণ বায়ু শুধু যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যাইতেছে।

আহার সম্বন্ধে ত্রৈলঙ্গস্বামীজী সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কখনও আহার্য বস্তু সংগ্রহের চেষ্টা তিনি করিতেন না। তাঁহার 'অজগর বৃত্তি' বা 'আকাশ বৃত্তি' ছিল। নিজহস্তে স্বামীজী আজীবন আহার গ্রহণ করেন নাই। তিনি অন্ন, রুটি, দুগ্ধ বা ফল মূলাদি যে যাহা আনিয়া মুখে তুলিয়া দিত তাহাই ভক্ষণ করিতেন। ভক্ষ্য বস্তুর পরিমাণও ঠিক ছিল না। একসের খাদ্য দিলে তাহাই খাইতেন, আবার কেহ একমণ খাদ্য খাওয়াইতে থাকিলে যোগপ্রভাবে তাহাও নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেন।

একদা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে স্বহস্তে আধমণ ক্ষীর খাইয়ে দিয়েছিলেন। আবার দিনের পর দিন উপবাসেই কাটাইয়া দিতেন। আহারে বা অনাহারে স্বামীজীর শরীরের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইত না।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিচার ছিল না বলিয়া তাঁহাকে ভণ্ড মনে করিয়া একবার কতকগুলি ভণ্ড দুষ্ট প্রকৃতির লোক স্বামীজীকে বহুল পরিমাণে চূর্ণগোলা-জল দুধ বলিয়া বাল্‌টীতে করিয়া নিয়া গিয়া খাওয়াইয়া দেয়। স্বামীজী তাহাদের অভিপ্রায় জানিয়াও ঐ চূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। স্বামীজীর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে বিন্দুমাত্র বিকারের ভাবও দৃষ্ট হইল না। তখন দৈব ইচ্ছায় দুর্ব্বৃত্তগণ ভীত হইয়া স্বামীজীর চরণতলে পতিত হইল ও বারংবার নিজেদের স্বকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। নির্ব্বিকার স্বামীজী তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাদের সম্মুখেই প্রস্রাব ত্যাগ পূর্ব্বক চূণ ও জল পৃথক ভাবে বাহির করিয়া দিলেন। ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়া অপরাধিগণ স্তম্ভিত হইল ও ভয়ে ভয়ে স্থান ত্যাগ করিল। কিছুদিন পরে জানা যায় উহারা ভগবানের সূক্ষ্মবিচারে কঠোর রোগে ভুগিয়া মারা যায়। সাধুর প্রতি অত্যাচার ভগবান সহ্য করেন না; আগুনে জানিয়া হাত দিলে পোড়ায়, আবার না জানিয়া হাত দিলেও পোড়ায় কাহাকেও ছাড়ে না। তীর্থযাত্রী ছাড়া বহু দানশীল ধনাঢ্য ভক্তজন বারাণসীধামে ভারতের বহু স্থান হইতে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে মূল্যবান বসন ভূষণে সাজাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন ও সুখী হইতেন। কিন্তু তাহারা চলিয়া গেলেই অর্থ গৃধ্নু দুর্ব্বৃত্তগণ স্বামীজীর দেহ হইতে ঐ সকল দ্রব্য খুলিয়া লইয়া যাইত। স্বামীজী তাহাতে কোন বাধা দিতেন না। 'সোনায় ও মাটীতে সমজ্ঞান'—ইহারই একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমরা এখানে ঠিকরূপে দেখিতে পাই।

একদিন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত দাক্ষিণাত্যের ভিজয়ানাগ্রাম রাজার বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। দারোয়ানেরা পায়ে পড়াতে একটু দাঁড়াইলেন। এই অবসরে খবর পাইয়া রাজা আসিয়া অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। গোস্বামী মহাশয়ের দিকে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু তিনি গেলেন না। স্বামীজীর হাতে, কোমরে, বাহুতে এবং মাথায় সোনার গহনা ও উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হইল। পরে স্বামীজী রাজ বাটীর বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাস্তায় আসিবা মাত্র গুণ্ডারা সমস্ত দ্রব্যই খুলিয়া লইয়া গেল। দারোয়ানেরা গুণ্ডাদিগকে ধরিয়া অনতিদূরে থানায় পুলিশে খবর দেওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া রাজা আসিয়া দেখিলেন নির্ব্বিকার স্বামীজী নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন—মুখে স্মিত হাস্য ; রাজা অতি সদ্‌বুদ্ধি সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন ; তিনি বলিলেন, "এক্ষণে ঐ সকল জিনিষ স্বামীজীর দেয়বস্তুতে আমার নিজস্ব কোনরূপ অধিকার আর নাই, উনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি করিতে পারেন। "ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন, উঁহারা আমার কি করিল ? "আমি যেই সেই।" বলা বাহুল্য অপরাধিগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল ! ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীও প্রস্থান করিলেন। ইহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন !! তদবধি স্বামীজীর প্রতি সকলেরই গাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস অটুট রহিল !!!

বৃটিশ রাজত্বের মধ্যে কোন বয়স্ক ব্যক্তি লোকালয়ে রাজপথে-ঘাটে উলঙ্গ হইয়া চলিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয় এইরূপ আইন বিধান প্রচলিত আছে। কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী বহুকাল হইতেই উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করিতেন। আমরা জানি যে কুম্ভমেলায় প্রতি বারো বছরে যে চারি স্থানে হাজার বছর কিম্বা আরও বেশী দীর্ঘকাল হইতেই উহা হইতেছে—যথা (১) হরিদ্বার (২) প্রয়াগ ধাম এলাহাবাদ (৩) নাসিক এবং (৪) উজ্জয়িনী সহরে কুম্ভমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ, পাহাড় পর্ব্বত, গুহা গহ্বরাদি হইতে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী উদাসী বৈরাগী প্রভৃতি এবং 'নাগা-সাধুগণ' অর্থাৎ নেংটা ভস্মমাখা সন্ন্যাসী দল মিছিল করিয়া স্নান করিতে আসেন—সেই কুম্ভমেলা দর্শনে যাবতীয় দেশ বিদেশের লোক নর-নারী সমাগত হইয়া থাকেন—তাহাতে নেংটা সাধু-মহাত্মাদের বিচরণের কোনরূপ বাধা নিষেধ নাই।

৺কাশীধামে বহু বিদেশাগত সাহেব মেম্ ইংরেজগণ বৃটিশ রাজত্বের সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবধি আসিতেন। মেমদের বা ইংরেজ মহিলাদের নিকট নেংটা পুরুষ দর্শন একটি বড়ই লজ্জাকর ব্যাপার। ইহা তাঁহারা অনভ্যস্ততাগতিকে কখনও বরদাস্ত করিতে পারেন না। তথাকার কোন কড়া মেজাজী ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে পুলিশ প্রহরীগণ অনেকবার ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে সতর্ক করিয়া দেয়, কিন্তু নির্ব্বিকার স্বামীজী তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। একদিন স্বামীজী উলঙ্গ অবস্থায় গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে একজন পুলিশ আসিয়া স্বামীজীকে থানায় যাইতে বলে। কিন্তু স্বামীজী তখন সমাধিস্থ হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছিলেন, সুতরাং পুলিশ প্রহরীর আদেশ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইয়া প্রহরী আপনাকে অপমানিত বোধ করে ও রুলদণ্ড দিয়া স্বামীজীকে প্রহার করে। ইহাতে উপস্থিত ভক্ত-জনগণ বাধা দিলে প্রহরী রাগিয়া থানায় সংবাদ দেয়। থানা হইতে লোকজন আসিয়া সমাধিস্থ স্বামীজীকে ঝোলায় করিয়া থানায় লইয়া গেল। পরদিন বিচারার্থ স্বামীজীকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত করা হয়। সাহেব স্বামীজীকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিলেন তিনি যেন আর কখনও উলঙ্গ না থাকেন। কিন্তু স্বামীজী কোন কথারই উত্তর করিলেন না। ইহাতে সাহেব ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া স্বামীজীকে হাতকড়া দিয়া বাঁধিতে পুলিশকে আদেশ দিলেন। কিন্তু একি ব্যাপার? স্বামীজীকে সেখানে আর দেখা গেল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তারপর খুঁজিবার ধূম পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতস্ততঃ বহু খুঁজিয়াও তাঁহার কোথায়ও কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। সকলে অবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন! ক্ষণেক পরেই দেখা গেল স্বামীজী আবার সকলের সম্মুখে সেই পূর্ব্বকার স্থানেই দাঁড়াইয়া আছেন। তখন বিচারক মহোদয় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ত্রৈলঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর শিষ্যগণ গুরুদেবের উদ্ধারের জন্য সুযোগ্য উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বুঝাইলেন যে "স্বামীজী সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্ত মহাপুরুষ, তাঁহার চন্দন বিষ্ঠা সমজ্ঞান এবং তাঁহার বস্ত্র পরিধানেরও কোন আবশ্যকতা নাই।" জনৈক বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটও এবিষয় সমর্থন করেন। এই কথা শুনিয়া সাহেব স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"স্বামীজী, আপনি কি আমার খানা খাইতে পারেন?"

স্বামীজী বলিলেন, "পারি, যদি আপনি আমার খানা খাইতে পারেন।"

সাহেব ভাবিলেন, সাধু-সন্ন্যাসীগণ ত দুধ, রুটি, ফল মূলাদিই খাইয়া থাকেন, সুতরাং সাহেব স্বামীজীর খানা খাইতে রাজী হইলেন। বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান সম্পন্ন স্বামীজী তৎক্ষণাৎ আপন হস্তে মলত্যাগ করিয়া সাহেবকে খাইতে বলিলেন, তাহাতে সাহেব বলেন, "যে এ অখাদ্যরূপ বিষ্ঠা আমি খাইতে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুন!" সেই মূহুর্ত্তে স্বামীজী সর্ব্বসম্মুখে উহা নিজ মুখে ঢালিয়া দিলেন এবং সেই স্থান তখন চন্দন সুবাসে ভরপুর হইয়া গেল! স্বামীজীর এই অমানুষিক কার্য্য দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে উলঙ্গ অবস্থায় সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বদলী হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

পরে আর একজন নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন। তাঁহার মেজাজটি একটুক বেশী কড়া। হঠাৎ একদিন পথে সস্ত্রীক উলঙ্গ অবস্থায় স্বামীজীকে দেখিয়া তাঁহার বড়ই রাগ হইল। তখনই স্বামীজীকে ধরাইয়া নিয়া একেবারে হাজত ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পরদিন সাহেবের নিকট সংবাদ পঁহুছিল যে কয়েদী বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে অথচ দরজা পূর্ব্ববৎ তালা বন্ধ রহিয়াছে। কথাটা সাহেবের তেমন কিছুই বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল না। তিনি নিজেই আসিয়া দেখিলেন স্বামীজী নিশ্চিন্তমনে ঘরের বাহিরে আসিয়া বারান্দায় বেড়াইতেছেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কিরূপে বাহিরে আসিলে?"

স্বামীজী উত্তর করিলেন —"ভোর হইলে আমার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা হইল, তাই বাহিরে আসিলাম।"

সাহেব এইবার চাবি আনিয়া তালা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চাবি দিয়া হাজত ঘরের তালা খুলিয়া দেখিলেন যে ঘরের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে জল রহিয়াছে। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতজল কোথা হইতে আসিল?" স্বামীজী জবাব দিলেন, "রাত্রিতে আমার প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা হইল, দেখিলাম দরজা বন্ধ, তাই বাধ্য হইয়া ঘরেই প্রস্রাব করিয়াছি।" এইবার স্বামীজীকে ঘরের ভিতরে রাখিয়া দুইটী তালা দিয়া নিজ হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া এজলাসে আসিয়া বসিলেন! তখন গ্রীষ্মকাল বলিয়া প্রাতঃকালে কাছারীর কার্য্য হইত। একটু পরেই সাহেব দেখিলেন, একপাশে স্বামীজী তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্য করিতেছেন। কি যে সে মধুর চাহনি, কি যে সে প্রাণ ভুলান হাসি! তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে সাহেবের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। স্বামীজী সাহেবকে বলিলেন,—

"তালাবন্ধ করিয়া কেহ কাহারও জীবন আটক্ রাখিতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে মরিবার সময় ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখিলে কেহই মরিত না।"

সাহেব স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বেশ বুঝিলাম, কিন্তু এই বিরাট দেহ নিয়া তুমি কি প্রকারে বাহিরে আসিলে?"

স্বামীজী উত্তর করিলেন, "দেহ ত জড় পদার্থ উহার কোনও ক্ষমতা নাই; সে আত্মার চৈতন্য-শক্তিতেই কাজ করে, যেমন চুম্বকের শক্তিতে লোহা চলে। যোগবলের কাছে সেইরূপ কোনও কার্য্য অসাধ্য নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা, তোমার এই সব ক্ষমতা নাই, মিছামিছি আমাকে নির্য্যাতন কর কেন ?" স্বামীজীর এই সব বাণী শুনিয়া সাহেবের তখন চৈতন্য বা হুঁষ হইল। তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে তদবধি শুধু যথেচ্ছা ভাবে বেড়াইতে দিলেন তাহাই নয়, যাহাতে কেহ আর ভবিষ্যতে স্বামীজীকে কোন প্রকার বিরক্ত ও উদ্ব্যস্ত না করিতে পারে সেজন্য বিশেষ ভাবে আদেশ লিখিয়া দিলেন। দেখুন জড়শক্তির উপর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাধান্য যাহা চির-সত্য তাহাই জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী উপস্থিত সকলের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের মধ্যে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন !! আমরাও আপ্লুতকণ্ঠে শ্রীভগবানের জয় গান করি ! জয় ভগবানের জয় ! জয় সত্যের জয় !! জয় ধর্ম্মের জয় !! জয় ভক্তের জয় !!! আবার বলি— ভগবানই একমাত্র সত্য !!! ওঁ তৎসৎ !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টজীর প্রাঙ্গণে

বাংলা ১২০৭ সালে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে আসন উঠাইয়া উত্তরদিকে আসিয়া পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উপর বিন্দুমাধব জোড়াধ্বজার নিকট আসন স্থাপন করেন। এই ঘাটে বছর সাতেক থাকিবার পর নিকটবর্ত্তী একটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবার বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহাদের আবাসে লইয়া যান এবং তাঁহার অবস্থান ও সাধন ভজনের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। গৃহস্বামী মঙ্গল ভট্টজী ও তাঁহার বর্ষীয়সী জননী অম্বাদেবী, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় মহাদেব ভট্ট ও কৃষ্ণভট্ট স্বামীজীর সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দেহরক্ষা বা শেষ সমাধি পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৮০ আশী বৎসরকাল একাধিক্রমে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী উক্ত শিষ্য শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টজীর প্রাঙ্গণেই কৃপা করিয়া অবস্থান করেন। এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অম্লানচিত্তে, অক্লান্তদেহে এবং অবিচলিত নিষ্ঠা সহকারে এরূপ গুরুসেবার মহৎ দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ !! ধন্য গুরুভক্তি ও গুরুসেবা !!! সেবার মূর্ত্ত-বিগ্রহ ছিলেন ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্ট—ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ! হিন্দীতে বলে, 'সেওয়ামে মেওয়া মিলে' অর্থাৎ একমাত্র গুরুসেবার দ্বারাও ভগবানকে পাওয়া যায়।

শ্রীমৎ মঙ্গল ভট্টজীর নিজ পৈত্রিক ভবনে আসিবার পূর্ব্বেই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তির কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় লোকসমাগম ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ইহাতে স্বামীজীর পারমার্থিক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায় তিনি সাধারণ লোকের সহিত কথা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বার্ত্তা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বামীজী মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন; তবে রাত্রিতে মৌনভঙ্গ করিয়া শিষ্যদের জন্য সপ্তাহে একদিন করিয়া উপদেশ দিতেন, এবং শুধু ধর্ম্মবিষয়ে কোন কোন পরমহংস কিছু জিজ্ঞাসা করিলে দুই এক কথায় লিখে উত্তর দিতেন বটে, কিন্তু স্বামীজী ইঙ্গিতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শিষ্য মঙ্গল ভট্টজী স্বামীজীর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন বলিয়া এবং 'উত্তম সেবক' ছিলেন বলিয়াই স্বামীজীর ইঙ্গিতগুলি সহজেই বেশ ভাল বুঝিতে পারিতেন।

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তখন একটি উচ্চ বেদীতে শয়ন করিতেন। স্বামীজীর চারিদিকের দেওয়ালে সংস্কৃত ভাষায় অনেক শ্লোক লেখা ছিল। কেহ কোন ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী ইঙ্গিতে মঙ্গল ভট্টজীকে কাছে ডাকিয়া সেই শ্লোক গুলির মধ্যে এক একটি অক্ষর আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেন, আর মঙ্গল ভট্টজী তাহা একটুকরা কাগজে লিখিয়া লইতেন। লেখা শেষ হইলে মঙ্গল ভট্টজী তাহা পড়িয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনিও নিসংশয় হইয়া শান্তচিত্তে আনন্দানুভব করতঃ অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিতেন।

প্রচার ও প্রচারক এই শ্রেণীর শব্দগুলি আজকাল যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহা পাশ্চাত্য ভাবমূলক। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবেই সাধুসঙ্গ ও সতুপদেশ অনেকেরই জীবনেই ব্যর্থ হইয়া থাকে, হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহার কারণ আমরা অনুমান করি যে, হয়ত উপদেষ্টা ব্যক্তি অনধিকারী—যেমন ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভাষায় বলা যায় 'চাপরাসহীন'; অর্থাৎ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত চাপরাশী যেমন নির্দ্দিষ্ট চাপরাস পরিয়া কাজ করিলে সকলেই তাহার কথা বা আদেশ প্রতিপালন করে, কেহ সন্দেহ করিতে পারে না বা অমান্যও করে না; চাপরাস না থাকিলে তাহাকে কেহ মান্যও করে না, তাহার কথা বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশও কেহ রক্ষা করে না। আমরা এখানে বলিতে চাই যে যাঁহারা প্রকৃত সত্যস্বরূপ ভগবানকে দর্শন ও উপলব্ধি না করিয়া কেবল মাত্র মুখস্থ শাস্ত্র বুলি মাত্র আওড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের উপদেশ মর্ম্মস্পর্শী না হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়! অথবা শ্রোতাই অনধিকারী অর্থাৎ উপদেশ শ্রবণে ও গ্রহণে তাহার আন্তরিক ব্যকুলতার অভাব, তাহাতে সদুপদেশও ব্যর্থ হইয়া যায়। চতুর ব্যক্তিগণ যেমন স্বল্পপুঁজি ফিরিওয়ালাদের নিকট হইতে সহজে কোন বস্তু ক্রয় করেন না, তাহারা ভেল্‌কী দেখাইয়া অধিক মূল্য আদায় করিবে বলিয়া ভয় করেন, আমাদের দেশের ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণও সেইরূপ স্বল্প পরিচিত উপদেষ্টাগণের নিকট হইতে সহজ প্রাপ্ত সত্য সকল সমধিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়!

যেখানে মহাজনেরা বিরাট দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, একদরে খাঁটী জিনিষ সেখানে মিলিবে বলিয়া লোকেরা বিশ্বাস করেন! সিদ্ধ সাধক মহাজন যাঁহারা পবিত্র তপঃক্ষেত্রে পরমধন স্বরূপ খাঁটী সত্যধন-ভগবানকে লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, ভারতবর্ষীয় মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সহজে সেখানে যান ও নিজ নিজ মনের বিশ্বাস ও ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে সেখান হইতে সেই পূর্ণসত্য লাভ করেন!! এবম্বিধ সিদ্ধ ঋষিগণ বা মহাত্মা মহাপুরুষগণ সাধারণতঃ লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মুক্তি বিতরণ করিয়া বেড়ান নাই। লোকে মুক্তির সমাচার চিরদিন এই সকল ধর্ম্মাত্মাদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া সাধন কার্য্যাদি পালন করতঃ জীবন ধারণ সার্থকান্তে চিরমুক্তি লাভ করেন। সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ কাহারও জীবনে কখনও নিস্ফল বা ব্যর্থ যায় না! জন্ম জন্মান্তরীণ বিবিধ সুকৃতি ও দুষ্কৃতি এবং মিশ্রিত কর্ম্মানুযায়ী ফলেই মনের মলিনতা জীবের পুঞ্জীভূত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে ; সেই মনকে ধৌত বা পরিষ্কার করিতে একমাত্র ভগবৎ নাম, সৎসঙ্গ ও সাধুসেবা এবং গুরুসেবাই সমর্থ। যে কেহ সদ্‌গুরু লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে সেবা করিবেন, তিন জন্মেই তাঁহার জন্ম-মরণ-রূপ সংসার-চক্র হইতে বা 'আবাগমন' হইতে 'মুক্তিলাভ নিশ্চয়ই হইবে। ঋষিগণও বলিয়াছেন ভগবান কল্পতরু! তাঁহার নিকট যে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে!! চতুর্ব্বর্গ ফল পর্য্যন্ত লাভ করিবে—(১) ধর্ম্ম, (২) অর্থ, (৩) কাম, এবং পরিশেষে (৪) মোক্ষ !!!

স্বামীজী নিজে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন যে "পদ্মফুল ফুটিলে উহার স্বভাবসিদ্ধ সৌরভ আপনিই চারিদিকে ছড়াইয়া যায়।" "Example is better than precept"—"অর্থাৎ আদর্শই শ্রেষ্ঠ"। তিনি আরও বলেন যে, "প্রকৃত সাধু সন্ত-মহাত্মাদের জীবনী অবলম্বনে এবং অনুসরণে আরও শত সহস্র মহৎ জীবনী নিশ্চয়ই তৈয়ার হয় !! একটি জলন্ত প্রদীপ হইতে শত সহস্র প্রদীপ জ্বালা হয়! একটি বট বৃক্ষের বীজ হইতেই শত সহস্র বটগাছ হইয়া থাকে। মূল বট বীজের মধ্যেই বটবৃক্ষ রহিয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণের চোখের গোচরীভূত নহে।" আমরাও জানি যেমন অনুবীক্ষণ যন্ত্র (মাইক্রস্‌কোপের) সাহায্যে ডাক্তারগণ একবিন্দু রক্তের মধ্যে শত সহস্র রক্ত ও শ্বেত কণিকা এবং তন্মধ্যে জীবাণু সমূহ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন—তেম্‌নি সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ তপঃপ্রভাবে ও সাধন বলে নিজ আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতাত্মা-দর্শন করেন।

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেও সেই স্বীয় অপরিসীম আধ্যাত্মিকশক্তি ও পূর্ণ-আদর্শ জীবন এবং আচরণ দ্বারা অসংখ্য লোকের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা বলিতে চাই এমন সুমহান আদর্শ জীবনই বহুল বা বহু বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচার কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে এক আদর্শ জীবন হইতেই বহু আদর্শ জীবন গঠিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে !!!

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মানস পুত্র রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন,—"একটি লোক ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট গিয়াছিল। তাঁকে দেখে ভাব্‌লে, ইনি কথা বলেন না, এঁর কাছে গিয়ে আর কি ফল? এই ভেবে সেদিন ফিরে গেল। অন্য আর একদিন এসে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ ব'সে রইল। সেদিন দেখ্‌লে, স্বামীজী অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌চেন। কতক্ষণ পরে আবার খুব হাসি! তাঁর এই ভাব দেখে সেই লোকটি তখন বলেছিল,—"আজ যা শিখ্‌লুম সহস্র পুস্তক পাঠেও তা হ'ত না। ভগবানের জন্য যখন এরূপ ব্যাকুলতা আস্‌বে, তখনই তাঁর দর্শন পাব, এম্‌নি আনন্দলাভ করব।"

(ধর্ম্মপ্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

ইহা একটি প্রকৃত সাধু সঙ্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

অন্তর্য্যামী বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মৌনভঙ্গ না করিয়াও আগন্তুকদের জটিল তত্ত্বসমূহের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতে পারিতেন। সমভাবাপন্ন অবস্থায় পরস্পরের ভাব আদান প্রদান হইয়াই থাকে - ইহা অযৌক্তিক নহে। সিদ্ধাবস্থায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগীগণ পরস্পর পরস্পরের ভাব দূরদূরান্তরে অবস্থিত হইয়াও জানিতে পারেন !!

আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"গুরুস্তু মৌনবান ভবেৎ, শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ।"

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।”

আমাদের এই মৌনী মহাপুরুষের কৃপায় কত বিষয়ীর বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে, কত শুষ্ক-হৃদয় তার্কিক ব্যক্তি পবিত্র অশ্রুতে বা প্রেমাশ্রুধারাতে অভিষিক্ত হইয়াছে; কত তাপক্লান্ত-ত্রিবিধ-তাপক্লিষ্ট সংসার যাত্রার পথিক, কত শুষ্ককণ্ঠ নরনারী অনন্ত প্রেমময় ভগবৎ করুণা-ধারায় প্লাবিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সময়ে সময়ে সাধু বা পণ্ডিতগণও শাস্ত্রীয় কঠিন দুর্ব্বোধ্য বিষয় সমূহ মীমাংসা করিতে আসিতেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর স্বহস্ত লিখিত ও স্বরচিত প্রায় ৩০ ত্রিশখানা গ্রন্থ ছিল। প্রয়োজন হইলে সেগুলি তিনি আনাইয়া তাহা হইতে আবশ্যকীয় অংশ বাহির করিয়া ঐ সমস্ত বিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া দিতেন। সন্ধ্যা বেলায় কোন কোন দিন দুই চারি জন পরমহংস এই ভাবে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়া লইতেন। কোন বিষয়ে কথা কহিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজন হইলে তিনি রাত্রিকালে মৌনভঙ্গ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতেন।

মহাত্মা ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রাথমিক দীক্ষা ও দেহশুদ্ধি উপলক্ষে তিনি মৌনভঙ্গ করিয়া দুই একটি কথা বলিয়াছিলেন।

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী নিজে কখনও কোন স্থায়ী বাসস্থান বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। আমরা দেখিতে পাই স্বামীজী শেষ জীবনে মঙ্গল ভট্টজীর আঙ্গিনায় বেদীর উপরে উন্মুক্ত আকাশের তলে থাকিতেন। স্বামীজীর জীবিত অবস্থায় তাঁহার একটি নিজ বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, স্বামীজীর তিরোধানের পরে মঙ্গল ভট্টজীর গৃহ প্রাঙ্গণে উত্তর ভিটিতে কালোপাথরের—জাজ্জ্বল্যমানমূর্ত্তি প্রতিষ্টিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আঙ্গিনায় একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গমূর্ত্তিসহ মা কালী বিগ্রহ সেখানে বেদীর পশ্চিম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

...এবং ঐ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ বারান্দায় 'বেণী মাধব বিগ্রহ' ত্রৈলঙ্গ ...কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন ...কালীমূর্ত্তির জিহ্বা বাহির করা নাই এবং ইঁহার পদতলে মহাদেব ও ...তজ্জন্যই ইঁহার অপর নাম হলো-"মঙ্গলা-গৌরী মা" !! কথিত আছে ...গঙ্গাগর্ভ হইতেই ঐ দুই প্রসিদ্ধ কালীমূর্ত্তি ও প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ...হইয়া উদ্ধার করেন এবং নিজে স্বহস্তে তাহা মঙ্গল ভট্টজীর ...ণে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন! এই শিবলিঙ্গ বর্ত্তমানে "ত্রৈলঙ্গেশ্বর-...” বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৺কাশীধাম যাত্রীদের ইহাও একটি প্রকৃত তীর্থ ...নীয় স্থান। ৺কাশীধামে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবন্ত সাদৃশ প্রস্তর-...র ঠিক তলদেশে ভূগর্ভে একটি ছোট্ট সাধন প্রকোষ্ঠ এখনও আছে। ...নেই স্বামীজী স্বীয় শিষ্যগণের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেন। স্বামীজীর একমাত্র জীবিতা শিষ্যা চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী এই সাধন প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিতা হইয়া তথায় আরও পরবর্ত্তী ১২ বার বছর পর্য্যন্ত সাধন মগ্না ছিলেন। এই সকল কারণে মঙ্গল ভট্টজীর ভবনকেই লোকে "ত্রৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রম বা মঠ" বলিয়া জানে এবং তথাবৎ ঐ গৃহস্থ শিষ্যদের দ্বারা গুরুদেবের নাম ও মঠ সাইন বোর্ডে বহির্দ্দেশে লিখিত হইয়া টাঙ্গান রহিয়াছে।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী কোন মঠ বা আশ্রম নিজে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। কোনও প্রকার মায়া স্বামীজীকে কখনও বশ করিতে পারে নাই। অন্তরে বাহিরে তিনি কোন উপাধি রাখিতেন না। উৎপীড়নে অক্ষুণ্ণ, প্রশংসায় অবিচলিত, সর্ব্ববিধ পার্থিব ভাব ও বস্তুর অতীত থাকিয়া স্বামীজী যে ভাবে সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর !!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়।

—মহাপ্রয়াণ—

সচরাচর আমরা দেখিতে পাই মহাসমুদ্রে দিবানিশি তরঙ্গ উঠিতেছে, আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া যাইতেছে! এই লীলাখেলা অনন্তরূপে অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে!! মানুষ ও কালসমুদ্রে এক একটী ঢেউ স্বরূপ, এক একবার দেখা দেয়, আবার নিজের কাজ ফুরাইলেই কালসমুদ্রে মিশিয়া যায়!!! ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী যে কার্য্য সাধন করিতে জগতে আসিয়াছিলেন, মুসলমানদের-রাজত্বের সময় জন্মগ্রহণ করিয়া বৃটিশ রাজত্ব থাকিতে থাকিতেই তাহা বুঝি শেষ হইতে চলিল!

বাংলা ১২৯০ সনে, ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তাঁহার কোন কোন শিষ্যদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তখন হইতে ৫ পাঁচ বছর পরে তিনি মহাপ্রস্থান করিবেন। দেখিতে দেখিতে সেই বৎসরগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ১২৯৪ সনের, অগ্রহায়ণ মাসে, স্বামীজী তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণকে জানাইয়া দিলেন যে একমাস অন্তেই তাঁহার আগামী জন্মতিথি দিবসেই তিনি 'দেহরক্ষা' করিবেন। অটুট স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, নীরোগ, নিটোল দেহ, ২৮০ দুই শত আশী বৎসরেও জরা-ব্যাধি তাঁহার দেহ মনে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কারণ তিনি অষ্টপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়াই পঞ্চভৌতিক দেহকে নিজের হাতের মধ্যে রাখিতে সমর্থবান হইয়াছিলেন!! স্বেচ্ছামৃত্যু কলির ভীষ্মদেব আর ইহধামে থাকিবেন না। এই চিত্তবিদারক সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যগণ যে যেখানে ছিলেন সত্বর ৺কাশীধামে গুরুস্থানে ছুটিয়া আসিলেন। এদিকে দলে দলে সাধু, সন্ন্যাসী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধ পরমহংস ও গৃহী ভক্তগণ প্রভৃতি অন্যান্য সকলে আসিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ৺কাশীধামে একটা বিরাট হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কাশীর 'চলন্ত বিশ্বনাথের' শেষ দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় অগণিত নর-নারী ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে আসিতে লাগিলেন। প্রত্যহ বিপুল জনতা স্বামীজীকে দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

এদিকে ক্রমে ক্রমে সেই এক মাসও ফুরাইয়া আসিল। আর এখন দশ দিন মাত্র বাকী! কালিকানন্দ স্বামী, সদানন্দ স্বামী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, ভোলানন্দ স্বামী, ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টজী, অম্বাদেবী, অম্বালিকা দেবী, গুরুমাতা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী, শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিষ্যগণ সকলেই এই সময়ে উপস্থিত আছেন। স্বামীজী প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহাদের সকলকে সস্নেহে নিকটে ডাকিয়া বিবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। যাঁহার যাহা জিজ্ঞাস্য অকপটে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহারা সকলে তাঁহাদের নিজ নিজ সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া নিতে একে একে আরম্ভ করিলেন। সাক্ষাৎ জ্ঞানের অবতার স্বামীজীও সকলের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন। অন্যান্য বহু সাধু সন্ন্যাসী পরমহংসগণও স্বামীজীর নিকট ধর্ম্মবিষয়ক জটিল তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্ত তখনও জানিয়া লইলেন এবং সশ্রদ্ধ ভক্তিনত ভাবে অভিবাদনান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আর এক দিন মাত্র বাকী। বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী শিষ্যবর্গকে তাঁহার শেষকালীন দেহ রক্ষার সম্বন্ধে সৎকার করার বিষয়ে আদেশ দিলেন যে, "আমি উপবেশন করিতে পারি, এই মাপের একটি প্রস্তরের সিন্দুক প্রস্তুত করাইয়া আনিবে, দেহ রক্ষা করিবার সময় আমার দেহ ঐ সিন্দুকের ভিতরে বসাইয়া রাখিয়া, বাহিরে তালা বন্ধ করিয়া পঞ্চগঙ্গা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘাটের নিকটবর্ত্তী 'আদি-সন্ন্যাসীগুরু-দত্তাত্রেয়' মন্দিরের সম্মুখে গঙ্গাগর্ভে জল-সমাধি দিবে; অন্য সৎকারের আবশ্যক নাই। দুইখানা নৌকা ভাড়া করিয়া পাশাপাশি রাখিয়া তাহাতে সিন্দুকটি তুলিয়া দক্ষিণে অসিঘাট পর্য্যন্ত নিয়া পরে ঘুরাইয়া উত্তরে বরুণা নদী পর্য্যন্ত নৌকা নিয়া আবার ঘুরাইয়া আনিয়া আমার দেহ রক্ষিত সিন্দুকটি পূর্ব্বকথিত স্থানের মাঝ-গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে হইবে।" তৎপর সকলকে আবার স্বামীজী সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আগামী কল্য আর আমি বিশেষ বাক্য ব্যয় করিব না। যাহার যাহা ইচ্ছা আজ রাত্রিতেই তোমরা জানিয়া লইও।"

আমরা কথা প্রসঙ্গে এখানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিতেছি যে বারানসী ও হরিদ্বারে সাধু সন্ন্যাসীদিগের পুরাকাল হইতে দেহরক্ষান্তে 'জল সমাধি' (WATERY GRAVE) দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। অপরপক্ষে কাশীতে সাধুদের 'স্থল সমাধি'রও প্রচলন আছে:— প্রসিদ্ধ কেনারাম-বাবা প্রভৃতি বহু সাধুদের এরূপ সমাধি মন্দির চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। আমরা জানি ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সরযূ জলে অযোধ্যাতে জল-সমাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী পরদিন বেশী কথাবার্ত্তা বলিবেন না জানিয়া রাত্রিতে সকলেই যাঁহার যাহা জ্ঞাতব্য জানিয়া লইলেন। স্বামীজী তাঁহার পালিতা সন্ন্যাসীনী শিষ্যা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীকেও তাঁহার শেষ সমাধি নেওয়ার পূর্ব্বে "ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ পর্য্যটন ও তীর্থাদি ভ্রমণ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার অনেক কর্ম্ম রহিয়াছে; কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি নাই। স্বামীজীও তাঁহার সহিত সূক্ষ্মদেহে সতত থাকিবেন বলিলেন।" শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী তদ্‌বাক্যাদি শ্রবণে অশ্রুবর্ষণ করতঃ শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণদ্বয় সিক্ত করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিলেন। তদবধি শ্রীশ্রীমাতাজী পরিব্রাজিকা অবস্থায় ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা এই খণ্ডে শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর জীবনী ও উপদেশ এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তাদি পরে বর্ণনা করিব। তাঁহার শিষ্যগণ ও ভক্তগণ সম্প্রতি গত ১০ই চৈত্র, ১৩৪৬ সন; ইং মার্চ্চ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৺কাশীধামে ১৪২ নং আউধগর্ব্বী অঞ্চলে (হরিশ্চন্দ্র ঘাট রোডের নিকট) একটি ভজন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর অন্যতম বাঙ্গালী শিষ্য শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমার গতি কি হইবে"? স্বামীজী বলিলেন, "বাবা উমাচরণ, তুমি কাজকর্ম্ম যেরূপ করিতেছ সেইরূপই করিয়া যাও, কদাচ 'খুঁটী ছাড়িও না।" অর্থাৎ খুঁটী স্বরূপ ভগবানকে ছাড়িও না ,তাঁকে ধরে থাকলে সব পাওয়া যায়।

অতঃপর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আদেশানুসারে একটি পাথরের সিন্দুক তৈয়ার করাইয়া আনিয়া শিষ্যগণ তন্মধ্যে গদী, বালিশ ও চাদর এবং ফুল, মালা, চন্দনাদি দ্বারা সাজাইয়া তাঁহার সমাধি নিবার ঐরূপ আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। নৌকাও নিযুক্ত করিয়া রাখা হইল। পরদিন বেলা যখন প্রায় আট ঘটিকা তখন স্বামীজী বেদী নিম্নস্থ ক্ষুদ্র সাধন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া যোগাসনে উপবেশন করিলেন ও শিষ্যগণকে বলিলেন,— "বাবা, তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া দাও। আমি দরজায় আঘাত করিলে পরে তাহা খুলিয়া দিও। দরজায় শব্দ না হইলে কেহ তাহা খুলিও না। আর আমাকে তোমরা কেহ ডাকিও না।" তৎপরে দরজা বন্ধ করিয়া শিষ্যগণ সকলে উৎকর্ণ হইয়া নীরবে বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় তিনটার সময় দরজায় শব্দ হইল, স্বামীজীর পূর্ব্বাদেশ অনুযায়ী দরজা খোলা হইল। স্বামীজী বাহিরের বারান্দায় আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ইঙ্গিতে পঞ্চগঙ্গার ঘাটে সিন্দুকটি নিয়া যাইতে বলিলেন। উহা তথায় আনীত হইল এবং তৎপরে ঐ সিন্দূকের ভিতরে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী প্রবেশ করিয়া স্থির অচলভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণও শ্রীশ্রীগুরুদেবের পূর্ব্বাদেশ মত সিন্দুকটি তালা দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্ষণমূহূর্ত্তেই সিন্দুকের ভিতর হইতে চারিদিক দিয়া কি যেন এক অপরূপ স্বর্গীয় দিব্য জ্যোতিচ্ছটা বিকশিত হইতে সকলের দৃষ্টি গোচরীভূত হইল।

বাংলা ১২৯৪ সনের পৌষ মাস, শীতকালে, শুক্লা একাদশী তিথি দিবস, রোহিনী নক্ষত্রে, ইংরেজী ডিসেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, ২৮০ দুই শত আশী বৎসর বয়সে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী 'আগ্নেয়ী যোগধারণা' পূর্ব্বক সশরীরে নিত্য অমরধামে গমন করিয়া সূর্য্যাবসানের প্রাক্কালে দেহরক্ষা করিলেন এবং সূর্য্যদেবও দিনের কার্য্য সারিয়া পশ্চিমা-লোকে মিলাইয়া গেলেন !—ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল ! কাশীর চলন্ত বিশ্বনাথ ৺কাশীধাম আঁধার করিয়া কালসমুদ্রে অদৃশ্য হইয়া গেলেন !!

আহা ! কাশীর সজীব বিশ্বনাথ কাশী ছাড়িয়া যাইতেছেন এ সংবাদ পূর্ব্বেই লোকমুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই গঙ্গাতীরে লোকসমুদ্রের ভীড়ে তিলমাত্র আর কাহারও দাঁড়াইবার স্থান নাই। কাশীর সমস্ত ৮৪ চৌরাশী ঘাট লোকে লোকারণ্য !! ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য প্রাণের আকুল আবেগে অগণিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছুটিয়া আসিয়াছিলেন !!! যেরূপ ভীড় ৺কাশীধাম অবিমুক্তপুরীতে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষে অনন্তকাল এমনকি এই কলিযুগের এখনও সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ, বারুনীযোগ, চূড়ামণিযোগ, অর্দ্ধোদয়যোগ ইত্যাদি হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী বিবিধ সুবিখ্যাত স্নানাদি-যোগের উপলক্ষে স্বতন্ত্র মনে বিনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধ্য বাধকতায় যাত্রীদের তীর্থাবগাহণ প্রথা সর্ব্বত্র ভারতে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই ইহা সহজে উপলব্ধি করিবেন। বুঝিয়া দেখুন, ভগবৎ সাদৃশ ঋষী-মুনিদের প্রচারিত 'সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম বৈশিষ্টের-বীজ' কিরূপ অন্তর্নিহিত ভাবে রহিয়াছে ও কার্য্যাদি করিতেছে! তাঁহাদেরই অপার-অসীম-অনন্ত করুণা প্রবাহেই কত শত সহস্র সাধু, সন্ত, মহাত্মা, মহাপুরুষগণ কল্পতরু বা কল্পবৃক্ষ স্বরূপ উদিত হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন তাহা ভাবিলেও তাঁহাদের অন্তর্ধান বা তিরোভাব জনিত বিষাদের মধ্যে ও চির আনন্দ ও চিরশান্তির আলোক সদাই প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে!!! প্রতিমা পূজাদি সমাপনান্তে গঙ্গায় বা নদ নদীতে নিরঞ্জন দেওয়া বিধেয় তাহাও এরূপই শিক্ষাজনক!! এরূপ অমূল্য সজীব শিক্ষা-দীক্ষা, পূজা পাঠ, গৃহস্থের জন্য দশবিধ সংস্কার কর্ম্মাদি প্রভৃতির সমস্ত দেশ উপযোগী নিয়ম পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য আর কোন মহাপ্রদেশে (CONTINENTএ) আছে কিনা আমরা জানি না।

ভারতবর্ষ বলিতে আমরা কি বুঝি? মহাপুরুষগণের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে যেরূপ সূক্ষ্মমর্ম্ম ব্যাখ্যাদি শুনিয়া আনন্দ ও চিরমুগ্ধ হইয়াছি তাহাই এখানে সর্ব্বসাধারণের সন্তোষার্থে নিবেদন করিতেছি:—

ভারতবর্ষ = ভা + রত + বর্ষ;

'ভা' = রশ্মি বা আলোক বা সূর্য্যালোক বা EFFULGENT LIGHT OF THE SUN = সূক্ষ্মার্থ জ্ঞান = ভগবানকে জানা, পাওয়া বা চিনা, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মরূপে' = "সর্ব্বং বাসুদেবোময়ং জগত রূপে চক্ষুষ্মান হওয়া" কেবল মুখে নয়; মন মুখ এক করে দিব্যনেত্রে বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ ক'রে দর্শন এবং এরূপ প্রকৃত উৎকৃষ্টতম জ্ঞানে যাঁহারা 'রত' অর্থাৎ সদা ধ্যানমগ্নাবস্থায় ভগবানে স্থিত—তাঁদের যে বাসস্থান বা লীলাভূমি বা ধর্মক্ষেত্র তাহাই "ভারতবর্ষ"। তাই আবার বলি স্থির চিত্তে খুব গূঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখুন—হিন্দুধর্ম্ম কতদূর চক্ষুষ্মান ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি সম্পন্ন তাই মহাজনগণ জন্ম-জন্মান্তর বাদী; অর্থাৎ একই জীব বিবিধ কর্ম্মানুযায়ী জন্মগ্রহণান্তে বিবিধ যোণী ভ্রমণ করে! জন্ম-জন্মান্তরের দৃষ্টাদিও ঋষীমুণীদের এবং তাঁহাদের পদেস্থিত দ্রষ্টা পুরুষগণের নিকট প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার! যে যেরূপ চিত্তে ত্রিগুণের মধ্যে থাকিয়া দৃষ্টিলাভ করিবে সে সেরূপই দেখিবে ও বলিবে—ইহাও ধ্রুবসত্য! তবেই বুঝিবেন যে ইহা ত্রিবিধ-গুণাতীত পূর্ণ সত্যেরই এক এক অংশ মাত্র রূপে সত্য!! পূর্ণসত্যরূপে ভগবান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বজ্ঞ ভারতবর্ষেই একমাত্র পূর্ণরূপে চরম সার্থকতা কথায় ও কাজে চিরপ্রকটিত হইয়া রহিয়াছে!!! ব্রহ্মচর্য্য দুইপ্রকার: অখণ্ড ও খণ্ড ব্রহ্মচর্য্য। আমরা ব্রহ্মচর্য্য হীন হইয়া নিজ নিজ মনের দুর্ব্বলতায় তাহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ ও পতিত হইয়া পড়িয়াছি! আসুন আবার ঘরে ঘরে ব্রহ্মাগ্নি বা ভগবৎ অগ্নিস্বরূপ আলোক বর্ত্তিকা প্রজ্জলিত করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য নাশ করিয়া সেই পূর্ণানন্দ পরম শান্তি লাভ করি এবং জগতবাসীকেও উন্নত করিতে সক্ষম হই!! তবেই আবার উত্থান গতিতে উঠিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ উচ্চ আসন নিশ্চয়ই লাভ করিব!! মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!!! ভগবান সকল হৃদয়ে ধর্ম্মের চতুষ্খুটী (১) সত্য, (২) বিশ্বাস, (৩) ভক্তি, (৪) প্রেম অবলম্বন করিবার শক্তি দান করুন! ইহা দয়াময়রূপে তিনি নিজ গুণে সকলকে ধর্ম্ম দিয়াই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বটে, এখন নিজ নিজ মনকে প্রত্যেকেই জাগ্রত করিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া নিম্ন গতিরোধ করতঃ 'মন-হুঁষ' করিয়া নরনারী সকলেই যেন প্রকৃত মনুষ্য পদরাচ্য হইতে পারি তবেই ত ভগবানের ও মহাপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ লাভে উপযুক্ত হইব!! পুনঃ পুনঃ জরা-ব্যাধি, শোক-দুঃখরূপ জন্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুকবল হইতে চিরতরে অব্যাহতি পাইয়া চিন্ময়ধামে ভগবৎপদে আশ্রয় লাভের যোগ্য হইব ! ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শেষ সমাধি দেখিবার জন্ত ৺কাশীধামের ঘাটে অগণিত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ছুটিয়া আসিয়াছেন।

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যগণ ও কতিপয় সাধু-সন্ন্যাসী-পরমহংস এবং বিশিষ্ট ভক্তগণ স্বামীজীর পবিত্র দেহ ফুল, চন্দন ও সুগন্ধি মালা ইত্যাদি দিয়া সাজাইয়া সিন্দুকের ভিতরে প্রবিষ্ট শেষ সমাধিস্থ চির-যোগমগ্ন অমরধাম যাত্রী সহ নৌকা স্বামীজীর শেষ আদেশ অনুযায়ী পঞ্চগঙ্গা ঘাট হইতে প্রথমে অসিঘাট অভিমুখে ছাড়া হইল। মা গঙ্গার উভয় তীর লোকে লোকারণ্য হইয়া রহিয়াছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গঙ্গাবক্ষে ও অসংখ্য তরণী আরোহণ করিয়া লোকে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর পঞ্চভৌতিক দেহের বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছেন। চারিদিক হইতে জীবন্মুক্ত স্বামীজীর মহাপ্রয়াণে আকুল ক্রন্দন ও হাহাকার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল !! জগতের পরমপিতাকে ইহ জগতে আর স্থূলচক্ষে দেখিতে পারিবেন না— ইহাতে এবম্বিধ শোকধ্বনি স্বাভাবিক ! অসিঘাট হইতে পুনরায় উত্তর অভিমুখে প্রসিদ্ধ বরুণা নদী পর্য্যন্ত গিয়া নৌকা ঘুরাইয়া আনিয়া পঞ্চগঙ্গা ঘাটের সন্নিকটস্থ 'দত্তাত্রেয় মন্দিরের' সম্মুখবর্ত্তী মাঝ গঙ্গাগর্ভে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকা আনীত হইল।

অসাধারণ যোগবিভূতি-সম্পন্ন বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী এইবার আর এক অতি রহস্যময় খেলা খেলিলেন ! গঙ্গাজলে সিন্দুকটি নিক্ষেপ বা নিরঞ্জন করিবার জন্য শিষ্যাদিগণ উহা উত্তোলন করিতে গিয়া অনুভব করিলেন যেন তাহার ওজন অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছে— সিন্দুকটি শূণ্যবৎ বলিয়া বোধ হইল ! তাহাতে তখন কেহ কেহ স্বামীজীকে শেষ দেখা দেখিয়া লইবার জন্যও ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু সময় আলোচনার পর সিন্দুক খোলাই স্থির হইল। সিন্দুক খোলা হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর স্থুলদেহটি নাই—শুধু ফুল, ফুলের মালা ইত্যাদি রহিয়াছে; তাহাই পুনরায় শোক বিহ্বল চিত্তে গুরুদেবের শেষ আদেশ পালনান্তে তালা বন্ধ করিয়া 'জল-সমাধি' দেওয়া হইল !!! জগতপিতাকে হারাইয়া পরে সকলেই শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন !

(১) শাস্ত্রে বর্ণিত আছে স্বেচ্ছামৃত্যু যোগীগণ—
সাধারণতঃ 'আগ্নেয়ীযোগ-ধারণা' দ্বারা নিজ দেহকে ভস্মীভূত করিয়া লোকান্তরে গমন করেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে,—

"লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত—১১-৩১-৬)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ (দ্বাপর যুগে) ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত স্বীয় শ্রীবিগ্রহ আগ্নেয়ীযোগ ধারণা দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই স্বধামে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

(২) ভক্তপ্রবর ধ্রুব সশরীরে নিত্যধামে গমন করিয়াছিলেন এ কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে।

(৩) রাজা যুধিষ্ঠিরও হিমালয় প্রদেশের 'সৎপথ' হইতে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন বা অপ্রকট হইয়াছিলেন !! বদরীকাশ্রম বা বদ্রীনারায়ণ ধাম হইতে আরও উর্দ্ধে 'সৎপথ' অবস্থিত জানিবেন।

(৪) মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব ও সশরীরে ৺জগন্নাথ ধাম হইতে অপ্রকট হইয়াছিলেন—এ কথাও সর্ব্বজন বিদিত ! মহাপ্রভু এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ অপ্রকটের পূর্ব্বেও বহুবার বহুজনপূর্ণ স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন এবং পক্ষান্তরে একই সময়ে সাতটী বিভিন্ন কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে সশরীরে প্রকট হওয়ায় বিস্ময়ের কোন কারণ নাই !!

৺পুরীধামে শ্রীভগবান জগন্নাথ দেবের মধ্যে বা টোটা গোপীনাথের ভঙ্গ উরুর মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের শরীর মিলিয়া গিয়াছিল বলিয়াও প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে !!

(৫) ভারত বিখ্যাত রাজদুহিতা ও রাজরাণী সংসার ত্যাগী ভক্ত-চূড়ামণি চিরস্মরণীয়া **মীরাবাঈ** শেষ জীবনে ৺বৃন্দাবন ধামে যান ও তথায় শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে তাঁহার ইষ্টদেব 'গিরিধারীজীর বা শ্রীকৃষ্ণের' মধ্যে তাঁহার শরীর অপ্রকট হইয়া যায় বা তাঁহার মধ্যে লয় হইয়া স্থূলদেহ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, আর কেহ মীরাবাঈকে দেখিতে পাইল না !!

(৬) ও (৭) মহাত্মা **কবীর** ও চিতোরবীর বিখ্যাত **বাপ্পা রাও** মহোদয়ের দেহান্ত সম্বন্ধেও অনুরূপ ঘটনার কথা প্রচলিত আছে।

(৮) এতদ্ব্যতীত যোগীগণের দেহ অলক্ষিত ভাবে অদৃশ্য হইবার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ভারতে অদ্যাবধি পাওয়া যায়।

বরুণা ও অসী 'গঙ্গায়' মিলিত হইয়া বারাণসী নাম ধারণ করিয়াছেন। সেই বারাণসীর মহাযোগেশ্বর সিদ্ধ মহাত্মা বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর পক্ষে সশরীরে অপ্রকট হওয়া কিছুই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে! জরা ও ব্যাধি যাঁহার পঞ্চ-ভৌতিক দেহের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, যিনি দুই শত আশী বৎসর কাল দৈহিক ও মানসিক পূর্ণশক্তির অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করিতেন, জলের নীচে গঙ্গার গর্ত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করিতে পারিতেন, ইংরাজের কারাগার যাঁহাকে একাধিকবার তালা চাবি বন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াও আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই; কত মৃত, সর্প দংষ্ট্র বা মুমূর্ষুর জীবন দান করিয়া যিনি সকলের সম্মুখেই কতবার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন—সেই অদ্ভুত-যোগবিভূতি-সম্পন্ন কাশীর চলন্ত বিশ্বনাথ বলিয়া লোকচক্ষে প্রতিভাত মহাশক্তিধর মহাপুরুষের পক্ষে সশরীরে অপ্রকট হওয়ায় অবিশ্বাসের কোন কারণ হইতে পারে না !!!

ওঁ তৎসৎ !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবাদ

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে নানাবিধ ভুল ও মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ :—

আমরা বড়ই দুঃখের সহিত মর্ম্মাহত হইয়া জানাইতেছি যে কোন কোন গ্রন্থে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সম্বন্ধে যে সকল মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—আমরা এস্থলে কর্ত্তব্যবোধে তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি সুধী পাঠকগণ ইহা সম্যক রূপে অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন।

(i) "শরীর (ত্রৈলঙ্গ স্বামীর) স্থূল হয়ে পড়্‌ল ; বাত হলো। তার উপরে তাঁকে জীবন্ত শিব মনে করে সকলে তাঁর মাথায় দুধ গঙ্গাজল ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন। রাত চারটা হ'তে বেলা বারটা পর্য্যন্ত পৌষ মাঘের শীতেও এই জল ঢালার বিরাম ছিল না। দেহের-ধর্ম্ম শেষ কালে ঘা হ'য়ে দেহটি পচে পচে গেল। এক ভাবে নির্ব্বিকার অবস্থায় থেকে দেহটি ছেড়ে দিলেন। গঙ্গায় তাঁকে জল-সমাধি দেওয়া হয়।"

(৺কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কৃত
শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ
২য় খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

আপনারা অনেকেই অবগত আছেন যে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাসমাধির (বাংলা ১২৯৩ সন, ৩১শে শ্রাবণ, ইং ১৫ই আগষ্ট ১৮৮৬ খৃঃ) প্রায় এক বৎসর পরে ইংরাজী ডিসেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, বাংলা পৌষ মাস, ১২৯৪ সনে ৺কাশীধামে দেহ রক্ষা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনকার প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন! তাঁহারা ও জনসাধারণ সকলেই বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের বিষয় অবগত আছেন! কিরূপে ইচ্ছা মৃত্যু মহাযোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তিরোভাবের নির্দ্দিষ্ট মাস তিথি-নক্ষত্রাদি সময় এক মাস পূর্ব্বেই সকল শিষ্যগণকে জানাইয়া দিয়াছিলেন এবং ঠিক একই নির্দ্ধারিত দিবসে নিজ জন্মতিথিতে কিরূপে নিরোগ শরীরে ও নিটোল স্বাস্থ্য সহকারে অলৌকিক যোগাবলম্বনে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কিরূপে মহাসমারোহের সহিত কাশীবাসীগণ তাঁহার জল-সমাধি দিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বেই এই গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি।

এখন দেখুন প্রত্যক্ষদর্শী পরমারাধ্যা গুরুমাতা আচার্য্যা ১০৮ শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকটেই ৺কাশীধামে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় ৬১ একষট্টি বৎসর ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে স্বামীজীর শরীরে কখনও কোন রোগের অস্তিত্ব শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী দেখেন নাই। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর অপর গৃহস্থ শিষ্য ৺উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তৎকৃত 'জীবন্মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী'তে লিখিয়াছেন যে তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া আজীবন একইভাবে সুস্থ শরীরে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ ২৮০ দুইশত আশী বৎসর পরমায়ুর মধ্যে তিনি কখনও পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। দেড়শত বৎসর কাল কাশীধামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নিত্য স্বামীজীকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে রোগ শয্যায় কেহ কখনও দেখিতে পান নাই। তিনি সদা বিশালকায়রূপে বিরাজিত ছিলেন।

এখানে বুঝিয়া দেখুন জীবনের শেষ ভাগ ৮০ আশী বৎসর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী স্বীয় মারাঠী শিষ্য আকুমার ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টজীরই গৃহ প্রাঙ্গণে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং গুরুসেবা করিবার কৃপালাভ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন্য হইয়াছিলেন। স্বামীজী তথায় যে বেদীর উপর উপবেশন করিতেন তাহার নিকটে যাওয়া দূরে থাকুক, দর্শনের পর অনুমতি ব্যতীত সেখানে দাঁড়াইবার সাধ্য অন্য কাহারও ছিল না। শ্রীমৎ মঙ্গল ভট্টজী স্বয়ং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় মহাদেব ভট্ট ও রাম ভট্ট; অম্বাদেবী, অম্বালিকা দেবী এবং শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী প্রভৃতি স্বামীজীর শিষ্য ও শিষ্যাগণ সর্ব্বদা স্বামীজীর নিকটে থাকিয়াই তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিতেন! তাঁহাদের দ্বারা পূর্ব্ব হইতে অনুমতি না লইয়া কেহই সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মস্তকে কলসী কলসী দুধ জল ঢালিয়া দেওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ইহা বলাই বাহুল্য মনে করি।

৺কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর আপত্তিকর উক্তিগুলি গুরুদেবের (অর্থাৎ শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর) মুখে বসান হইয়াছে। গোস্বামী প্রভু স্বয়ং নিজমুখে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সম্বন্ধে এরূপ উক্তি করিয়াছেন ইহা আমরা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি তিনি করিয়াও থাকেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহার মিথ্যা ধারণায় হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয় লেখক বা তাঁহার প্রতিনিধি স্থানীয় কেহ এজন্য দায়ী!

আমরা এখানে আরও বলিতে চাই যে যাঁহারা ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর মনোরম "আশাবতীর উপাখ্যান" নামক স্বরচিত গ্রন্থে, অথবা অমৃত লাল সেনগুপ্ত রচিত সুবৃহৎ "গোস্বামীজীর জীবনী" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর প্রতি গোস্বামী প্রভুর কিরূপ অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল! তাঁহার প্রাথমিক দীক্ষাও যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকটই হইয়াছিল তাহা গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে; গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই জানেন যে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গোস্বামী প্রভু একদিন বিশেষ অপ্রীতিকর অবস্থায় পতিত হইলে জনৈক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বালক সন্ন্যাসী' আসিয়া তাঁহাকে সে অবস্থা হইতে রক্ষা করেন এবং সাধু জন-সমাজেও উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত বালক সাধুর অন্তর্দ্ধানের পরে গোস্বামী প্রভু উপস্থিত শিষ্যবৃন্দ ও অন্যান্য ভক্ত বৃন্দগণের নিকট তাঁহার নিজ সুদূর প্রসারী দিব্যদৃষ্টি দ্বারা বালক সাধুর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "তিনি আর কেহ নহেন, **স্বয়ং ত্রৈলঙ্গ স্বামী বালক রূপে আসিয়া বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া গেলেন।"** (৺অমৃত লাল সেন গুপ্ত প্রণীত ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন চরিত)।

এখন আপনারা নিরপেক্ষ ভাবে সুবিচার করিয়া স্পষ্টরূপে নিরূপণ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে এরূপ মহাপুরুষ গোস্বামী প্রভুজীর পক্ষে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সম্বন্ধে কোনরূপ অশ্রদ্ধাসূচক বেফাঁস অবাস্তব মিথ্যা উক্তি করা কতদূর সম্ভবপর তাহা সুধী পাঠকগণের বিবেচ্য। যিনি বক্তা (বিজয় কৃষ্ণ প্রভু) তিনি সাধু, বক্তব্যের বিষয় ও একজন সাধু, যে সে সাধু নহেন, **সাধু শিরোমণি স্বয়ং জগত বিখ্যাত ত্রৈলঙ্গ স্বামী** আর যিনি শ্রোতা ও লেখক তিনিও একজন সাধু ব্রহ্মচারী, এই অবস্থায় উপরি উল্লিখিত মারাত্মক উক্তি শুধু মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক নয়, ইহা চরম বিস্ময়ের ও দুঃখের বিষয় !!!

(ii) শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় রচিত "মহাত্মা ত্রৈলঙ্গস্বামীজীর জীবন চরিত" গ্রন্থাংশে কতিপয় ভুল ভ্রান্তি যাহা আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে তাহাও নিবেদন করিতেছি :—

(১) উঃ কৃত জীবনী—৮৬ পৃষ্ঠা—৭ ও ৮ম লাইন :—"দেখিলাম পূর্ব্বের মত (৮৫ পৃঃ ২ লাইন) সবই ঠিক আছে, কেবল জিহ্বা বাহিরে নাই, এবং পদতলে মহাদেব নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে 'কেবল' কথাটি লেখা ভুল হইয়াছে, ইহা বাদ দিয়া পাঠ করিলেই সব ঠিক হয়। ৮৫ পৃঃ ২ লাইন স্বামীজীর আদিষ্ট কালী মূর্ত্তি এখনও বেদীর পশ্চিমে বর্ত্তমান আছে—ইহাকেই 'মা মঙ্গলা গৌরী মূর্ত্তি' বলা হয়; পূর্ব্বাপর হইতেই ইহার জিহ্বা বাহিরে নাই এবং পদতলে মহাদেব ও নাই। যাঁহারা কাশীতে তথায় গিয়াছেন ও যাইবেন তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শন করিয়া এই বিষয়ের সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

(২) উঃ কৃত জীবনী —১০১ পৃষ্ঠা ৩য় লাইন :—···

···········"আমি পাঁচটী শিষ্য করিয়াছি" ··········· বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মুখ দিয়া এই উক্তিটী লেখাও ভুল—ইহা ঠিক নয়! স্বামীজী আজকালকার দিনের অনুপাতে যদিও খুবই কম শিষ্য করিয়াছিলেন তবুও গুরুমাতা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর জানা মতে ন্যূণপক্ষেও বিশ জন শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা আমাদের লিখিত জীবনীতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যগণ সম্বন্ধীয় বিবরণে দেখিতে পাইবেন।

ইহাই অনুমান করা যায় যে ৺উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজে হয়ত মোট পাঁচজন শিষ্যকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁদের সহিত আলাপাদি ছিল, তাহা ছাড়া আর অন্য কোন শিষ্যদের দেখার সুযোগ সুবিধাদি তাঁহার জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই, তাহার জন্যই ঐ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া উক্তি করিয়াছেন। তাই বলি ইহাও ভুল, সঠিক নহে, সকলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। উঃ ৮২ পৃষ্ঠায় প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে দেখুন :— ···········"তাঁহার (স্বামীজীর) নিকট দীক্ষিত হইব ভাবিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিলাম। আগামীকল্য দীক্ষা দিবেন বলিয়াছেন"·································

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার লিখিত পুস্তকের ১১১ পৃষ্ঠায় নিজেই শিষ্য ৭জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইলেই দেখুন নিজে যে শিষ্য ছিলেন তাহা একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়, ঐ উক্তি কি করিয়া সত্য হইতে পারে? অধিক বলা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

(৩) উঃ কৃত জীবনীতে মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটী ভুল ও ত্রুটী রহিয়াছে তাহাই নিবেদন করিতেছি। ঐ ১১২ পৃঃ ২ লাইন "আমি শয়ন করিতে পারি" ইহা হইতে পারে না, ইহা ভুল। আমি উপবেশন করিতে পারি হইবে। কারণ বুঝিয়া দেখুন মৃত্যু শয্যায় শয়ন অবস্থা কেবলমাত্র মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণের জন্য কবর ও কফিন দিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা আছে তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের বসান অবস্থায় স্থল সমাধি বা জল সমাধি দেওয়া হয়, শয়ন অবস্থায় হয় না! ঐ ১১৩ পৃষ্ঠায় ৯ম লাইন :—"বেদীর পার্শ্বে" লেখাটি ভুল ;—উহা বেদীর নিম্নে হইবে। ঐ ২০, ২১ লাইন :—"তাঁহাকে সিন্দুকের ভিতর ভাল বিছানায় শয়ন করাইয়া" লেখা ভুল হইয়াছে, উহা "তাঁহাকে সিন্দুকের ভিতর ভাল আসনে বসাইয়া" হইবে। ঐ ১১৪ পৃষ্ঠায় মহা-প্রয়াণের শেষ সঠিক সংবাদটি যে শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেন দেন নাই তাহা তিনিই জানেন! আমরা পরিব্রাজকাবস্থায় নানাদেশ পর্য্যটন কালীন বিশ্বস্তসূত্রে তাঁহার জনৈক বাল্যবন্ধু হইতে অবগত আছি যে তিনি কতকটুক জীবনী নিজে লিখিয়া উহা অপরের হাতে সম্পূর্ণ করিয়া লিখিতে দিয়াছিলেন তার জন্যই কতিপয় ভুল ভ্রান্তি হইয়াছে।

এই যুগের লোক ঘোরতর অবিশ্বাসী বলিয়াও বোধ হয় তাহা ভয়ে তিনি দিতে পারেন নাই। অথবা উঃ কৃত জীঃ ৯২ পৃষ্ঠায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আদেশ বাণী নিজ সম্বন্ধে লেখা আছেঃ—"এই সকল ঘটনা যাহা দেখিলে এবং সেই সকল কথাবার্ত্তা যাহা শুনিলে তাহা কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিশ্বাসী লোকের নিকট বলিও না।” এরূপ গুরুবাক্যও তিনি শেষ ভাগে প্রতিপালিত করিয়াছেন বলিয়াও মনে করিতে পারি। অথবা ১১৪ পৃষ্ঠায় নিজ কৃত জীবনীতে স্বামীজীর দেহ ত্যাগের উক্তিতে স্বয়ং লিখিয়াছেনঃ—“হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, এত দিনের পর আমি বল বুদ্ধি যাহা কিছু সমস্ত হারাইলাম।”

এই কথাটি অতি সত্য! দেখুন স্বামীজীর জীবনের শেষ সাত বৎসরের শিষ্য তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া শোকবিহ্বল চিত্তে শেষ মহাপ্রয়াণের সমস্ত দৃশ্যাদি পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্যও তখন করিতে পারেন নাই—ইহাও তৎকালিন তাঁহার অবস্থার সম্যক পরিচায়ক মাত্র!!

তাই বলি, বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সাধনায় ধরায়—আনিতা ও স্বহস্তে লালিতা-পালিতা-শিক্ষিতা-দীক্ষিতা এবং গুরুবলে ও গুরুকৃপায় যোগসাধন এবং অনুভব সিদ্ধা চিরসন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর সুদূর প্রসারী দিব্য দৃষ্টি সম্পন্নার প্রতিবাক্যই অকাট্য প্রমাণ; বিশেষ আর কিছু লেখা বাহুল্য মাত্র মনে করি!!

(iii) দীন লেখক প্রসঙ্গ ক্রমে আরও একটি গ্রন্থের ভ্রান্ত তথ্যের প্রতি সুধী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন। তাহা এই যে শ্রীগণেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত “জীবনী সংগ্রহ” নামক পুস্তকে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লেখা হইয়াছে—“ইহার বিবাহ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল মাতার অনুরোধে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন।”

ইহা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা, সত্য ঘটনার বিকৃত বিবরণ মাত্র! প্রকৃত রূপে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সঙ্গে ইহার ঘরোয়া ব্যাপার সম্বন্ধে কোন পরিচয়াদি ছিল না বেশ বুঝিতে পারিতেছি; শুধু শোনা কথার উপরে বা লোক মুখে বিবিধ প্রচারের উপরেই নির্ভর করিয়া গ্রন্থে উক্ত উক্তিটি সমাবেশ করিয়া লিখিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী চিরকুমার ছিলেন, তিনি কখনও দার পরিগ্রহ করেন নাই। যেমন আবাহমান কাল হইতে ভগবদ রাজ্যে নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বনকারী সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার এবং নারদ ঋষিগণ ছিলেন; অপরাপর ঋষিগণ প্রভৃতি—প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী চলিয়া আসিতেছেন। তবে প্রথমাংশই খুব সুদুর্লভ ও সংখ্যায় অতি অল্প! ৺কাশীধামের আর একজন বিখ্যাত সাধু মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীরই সমসাময়িক শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ স্বামী মহারাজ ছিলেন! তিনিই পূর্ব্বাশ্রমে বিবাহিত ছিলেন এবং সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর কিছু কাল পরেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম তখন ছিল 'মতিলাল মিশির' (এই মিশির ব্রাহ্মণ বহুপূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া 'মিশ্র' উপাধি ধারণ করেন)। শ্রীমৎ ভাস্করানন্দজী যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত কানপুর নিবাসী ছিলেন।

এই উক্ত জীবনী সংগ্রহ পুস্তকেই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সম্বন্ধে আরও একটি ভুল রহিয়াছে— "২৮ আটাইশ বৎসর বয়সে ইহার মাতৃ বিয়োগ হয়।"

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর বয়স যখন ৫২ বায়ান্ন বৎসর তখন তাঁহার জননী বিদ্যাবতী দেবী পরলোক গমন করেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিজ হস্তের লিখিত কাগজ পত্রাদি একটি বাঁশের চোঙ্গায় রাখিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীকে তিনি স্বয়ং নিজ জীবনীর ঘটনাদিও বলিয়াছিলেন।

(iv) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বসাক মহাশয় সম্পাদিত "শত জীবনী" গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিত আছে যে "ইনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতার অনুরোধে বিবাহ করেন ও মাতার জীবদ্দশায় অর্থাৎ ৪৮ আট চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহাশ্রমে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা বলি ইহাও ভুলকথারই নকল মাত্র। তাই বলি এই উক্তিটী সর্ব্বৈব মিথ্যা। এই সকল সংবাদ গ্রন্থকার শুনা কথারই উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন। ৺উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী পুস্তকেও স্বামীজীর বিবাহের কথা লেখা নাই তিনি আজীবন চিরকুমার ছিলেন বলিয়াই লিখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আজীবন ছিলেন, তাঁহার শ্রীমুখারবৃন্দ হইতে অবগত আছি, কাজেই তাঁহাকে ঘরের লোক বলা চলে এবং তাই তিনিই তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা জানেন, অন্য লোকের সেরূপ জানিবার সুযোগ হইতেই পারে না! ঘরের লোকের খবর যাহা সত্য হইবে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা ততদূর সত্য কখনও হইতে পারে না, হবে না এবং ভুল—প্রমাদ তজ্জন্য থাকিবেই থাকিবে; ইহা বলা বাহুল্য মাত্র মনে করি।

দীন লেখকের বিনীত নিবেদন এই জীবনী গ্রন্থে যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তি ইত্যাদি কিছু দৃষ্ট হয় সে দোষ আমার নিজের বলিয়া সুধী পাঠকবৃন্দ ধরিয়া নিবেন ও মার্জ্জনা করিবেন এবং সংশোধন করিয়া দিয়া জানাইলে কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ হইব!

ওঁ তৎসৎ !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ও শাস্ত্রীয় আদর্শ ঃ—

৺কাশীধামের বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের ঠিক-মনে হয় শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান সনাতন ধর্ম্মের যে মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা যেন জাজ্বল্য জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই "জীবন্মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী" রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এখানে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ বিষাদ যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া পরমস্থির-মহামতিভাব-অর্জ্জন-ইচ্ছুক ক্ষত্রবীর রজোগুণাধিক্য মহামনা কুরুক্ষেত্র-ধর্ম্ম যুদ্ধেচ্ছু শ্রদ্ধালু বীর সাধক অর্জ্জুনকে তাহার পূর্ব্ব জিজ্ঞাস্য ৪ চারিটী মহৎ মূল্যবান প্রশ্নের উত্তরেই সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ(ভগবান) দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে,— ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুক্ত যোগীর লক্ষণ বর্ণনে, দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রিয়তম ভক্তের পরিচয়ে এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ত্রিগুণাতীতের লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে— জীবন্মুক্তের যে সকল আভ্যন্তরীন ও বাহ্যাবস্থায় পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার তৎ তৎ সমুদয়ই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায় ; মনে হয় যেন তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই ঐ সব শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে! পরে উহা বিষদ ভাবে আলোচনার জন্য উল্লেখ করিতেছি।

স্থিতপ্রজ্ঞে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী

অর্জ্জুন উবাচ

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥"

(গীতা ২।৫৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলা অনুবাদ ঃ— অর্জ্জুন বলিলেন—এখানে পূর্ব্বকথিত কৃষ্ণার্জ্জুন প্রসঙ্গ ক্রমে অর্জ্জুন (৪ চারিটি প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

সমাধিস্থস্য (ব্রহ্মসমাধিতে অবস্থিত) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতবুদ্ধি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের (১) কা ভাষা অর্থাৎ কি ভাষা বা কি লক্ষণ? (সাধারণ জীবগণ ভাষা দ্বারাই আপনাপন ভাবের আদান প্রদান করেন; কিন্তু যখন মুমুক্ষু অবস্থায় আসিয়া ভগবৎ কৃপায় সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভান্তে সাধনক্রিয়া অনুসরণে সমস্ত ত্রিগুণস্থ বিভিন্ন ভাবাবস্থা গুরুকৃপায় সাধন বলে অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত ও দ্বন্দাতীত এবং ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হন; ধ্যানধারনায় বুদ্ধিকে ভগবানে সর্ব্বদা সংযুক্ত করিয়া একমাত্র ভূমানন্দে বা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হন তাহাকে স্থিত প্রজ্ঞ বা সমাধি বলে এবং তাহার লক্ষণ বিষয়ে অর্জ্জুন (যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য কায়মনবাক্যে অর্জ্জন করিতে উদ্যত সেই যে অর্জ্জুন যিনি পূর্ব্বে ২।৭ শ্লোকে গুরুত্বে বরণ করেন ও তদনন্তর নানাবিধ প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন)।

(২) 'কিংপ্রভাষেত' অর্থাৎ কি ভাষায় বা কিরূপ ভাবে স্থিতপ্রজ্ঞ কথা বলেন? অথবা কিরূপে আপন হৃদয় ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন ?

(৩) 'কিম্ আসীত' অর্থাৎ কিরূপে তিনি আসন করিয়া অবস্থান করেন ? অথবা কিরূপে বহিরিন্দ্রিয়গ্রামের নিগ্রহ করেন ? এবং

(৪) 'ব্রজেত কিম্' অর্থাৎ কিরূপেই বা গমন করেন বা বিচরণ করেন ? একবার স্থির চিত্তে লক্ষ্য করিয়া দেখা দরকার এরূপ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের সমস্ত ব্যাপারাদি ঠিক আবার তদ্‌বদ্ অবস্থায় উপনীত ব্যক্তি ছাড়া অন্যে কিরূপে সম্যক্ ভাবে অনুভব করিতে সামর্থ্যবান হইবেন ? তাই এরাজ্যের কথা বুঝাইবার জন্য বলা হয়—"অনুভবে বোঝে মাত্র মহাজন"—অর্থাৎ মহাজন হইলেই মহাজনকে চিনিতে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে সমর্থ হয়, অন্যথা নয়। যেমন জহরী না হইলে 'জহর' (বহু মূল্য ধাতুদ্রব্য) চিনিতে পারে না, সাধারণ পাথর বলিয়া জ্ঞান করে ও বোঝে মাত্র এবং হীরা চুণী মুক্তা জহরাদি 'রাজার গলায়' পরিশোভিত হয়, ইহাও তেমন ধ্রুব সত্য।

দীন লেখকের আকুল বিনীত নিবেদন যে এরূপ "মহাজনেরই আদর্শ" সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে অনুকরণ করা মনুষ্য জন্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য। যার যত উচ্চ আদর্শ তার জীবনও তত উচ্চতা লাভ করিবে বা মহান্ হইবে। যেমন ভাব তেমন লাভ হইবে।

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥" (গী ২।৫৫)

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। কোন বাহিরের লক্ষণ দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁহার সমস্ত লক্ষণই আন্তরিক। স্থিত প্রজ্ঞের প্রথম লক্ষণ এই যে তিনি সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ করেন। কারণ, যতক্ষণ মন (ভগবৎ বিহীন) কামনা বাসনা দ্বারা পরিচালিত হয়, ততক্ষণ উহা আত্মাতে স্থির হইতে পারে না। বিষয় আসক্ত কামনাই মনের চঞ্চলতার হেতু। বিবেক বৈরাগ্য সহকারে কামনা ত্যাগ ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয় না !!

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কামনার পূরণেই ত মানবের সুখ; কামনা বিনষ্ট হইলে ত সুখের সমুদয় উৎস শুষ্ক হইয়া যায় আর জীবন নিতান্ত নিরস ও নিরানন্দ হইয়া পড়ে। এই জন্য পরের পংক্তিতে বলা হইয়াছে যে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দের উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে; নিজের আত্মাতেই তিনি তৃপ্ত, বাহিরের কোন সুখ তিনি কামনা করেন না !! কামনার পূরণে যে সুখ তাহা দুঃখেরই নামান্তর, কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা অনিত্য। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে আনন্দ অনুভব করেন তাহা বিষয় হইতে উৎপন্ন নহে বলিয়া তাহার তুলনায় পার্থিব কামনা পূরণের সুখ অতীব অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং সাধক যখন বাহিরের কোন বস্তুতে সুখ না খুঁজিয়া আত্মানন্দেই তৃপ্ত থাকেন তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে।

স্থিতপ্রজ্ঞের এই সংজ্ঞা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনে কতটা প্রযোজ্য, তাহা দেখা যাক্। অটুট স্বাস্থ্য, নবীন যৌবন, প্রভূত ধন সম্পত্তি, লক্ষণ প্রতিম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও আদর্শ মাতা পিতার ঐকান্তিক স্নেহ ও রূপ-যৌবন সম্পন্না ভার্য্যা আনয়নের নিমিত্ত অতি মাত্রায় আগ্রহ ভোগের সমস্ত উপাদান ইচ্ছামাত্রেই করতলগত হইতে পারে, এই অবস্থায় নবীন যুবক শিবরাম কি করিলেন? বিবাহ বিষয়ে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, সম্পত্তি ভোগের জন্য ভ্রাতা ও প্রতিবেশী বর্গের কাতর অনুনয়, কিছুই তাঁহাকে বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে ও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। **সংসারের সর্ব্ববিধ মায়া ও প্রলোভন তাঁহার সুদৃঢ় বৈরাগ্য বর্ম্মে ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।** বাহিরের সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের সুখে মগ্ন শিবরাম 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট' স্থিতপ্রজ্ঞ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী হইলেন!

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ।
বীত রাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥" (গীতা ২।৫৬)

শ্রীভগবান স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ আরও বিস্তারিত করিয়া বলিতেছেন। দুঃখ উপস্থিত হইলে অথবা দুঃখের আশঙ্কায় সকাম ব্যক্তির মনে একটা উদ্বেগ স্বতঃই উপস্থিত হয়, কেমন করিয়া আগত দুঃখকে দূর করিবে আর অনাগত দুঃখকে প্রতিরোধ করিবে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ কোন উদ্বেগ হয় না; দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা ধীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া তদ্দরুণ কোন ব্যথা বা উদ্বেগ তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না।

এখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দুঃখ বা তজ্জনিত উদ্বেগ তাঁহার ত্রিসীমানায় ও ঘেঁসিতে পারে নাই। দুষ্ট লোকে জলন্ত টীকা জ্বালাইয়া সমাধিস্থ স্বামীজীর মাথার উপরে রাখিয়া গিয়াছে. অপর ভক্ত লোকে দেখিয়া তাহা ফেলিয়া দিয়াছে ও দগ্ধস্থানে মাখন লাগাইয়া দিয়াছে; নিজে কোনটাতে ভ্রূক্ষেপ ও করেন নাই!

উলঙ্গ দেখিয়া কোন রাণী অপমাণিত বোধ করিয়াছেন, রাজার লোকজন আসিয়া স্বামীজীকে ধরিয়া লইয়া গেল; সর্ব্বাঙ্গ প্রহারে জর্জ্জরিত হইল; কিন্তু দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মুখ দিয়া একটি কাতরোক্তি ও প্রকাশ পাইল না। 'বীতরাগভয়ক্রোধঃ' ইহার দৃষ্টান্ত ও তাঁহার জীবনে যে কত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুঃখে যেমন স্থিতপ্রজ্ঞের মন বিচলিত হয় না, সুখে ও তাহার কোন স্পৃহা থাকে না। যদি সুখকর কোন বিষয় উপস্থিত হয় তাহা ভোগ করিবার অথবা অপ্রত্যাশিত বস্তুলাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার কোন আশঙ্কা জন্মে না। সুখে দুঃখে তিনি সমভাবাপন্ন থাকেন! ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে কত ধনী—ভক্ত, কত রাজা—মহারাজা বহু মূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও সে সকল উপভোগ করেন নাই। প্রার্থী আসিবা মাত্র তাহা বিলাইয়া দিয়াছেন। শীত কালে কত ধনী কতবার এক শত, দুই শত বা ততোধিক টাকা—মূল্যের শাল গায়ে জড়াইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে স্বামীজীর চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার! প্রার্থী পাওয়া মাত্রই বহু মূল্য শীত বস্ত্র দেওয়া হইয়া গেল. আর তিনি দারুণ শীতে নগ্ন গাত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন!

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বীতরাগ হন, কোন বস্তুর প্রতিই তাঁহার রাগ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণ থাকে না। প্রীতিকর বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবতঃই একটা আকর্ষণ জন্মে কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের তাহা হয় না। প্রীতিকর বস্তুর আকর্ষণে মানুষ দুঃখে পতিত হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। সাধারণ জীবমাত্রেরই অনুকূল দ্রব্য লাভে অনুরাগ হয়—প্রীতিলাভ হয়, আবার মনের প্রতিকূল হইলেই রাগান্বিত হয়, এমন কি হিংসা বহ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অনুকূল বা প্রতিকূল উভয়কূলের অতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া স্থিতধী লাভ করিয়া মুনি পদবাচ্য বলিয়া কথিত হন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সম্পূর্ণ নির্লোভ ছিলেন। যে বস্তু যতই প্রীতিজনক বা প্রীতিকর হউক তাহাতে তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র স্পৃহার উদয় হইত না। স্থিতপ্রজ্ঞের ভয় ও নাই। কারণ অনিষ্টের আশঙ্কাতেই মানুষের মনে ভয়ের উদয় হয়। সর্প দেখিলেই দংশন করিয়া প্রাণ হরণ করিবে বলিয়া মানব মনে ভয় হয় এবং ব্যাঘ্র দেখিলেই প্রাণ সংহার করিবে বলিয়া তদ্বৎ ভয় হয়। মন হইতে সম্পূর্ণরূপে হিংসাবৃত্তি লয় হইলেই নির্ভয় হওয়া যায়। যাঁহার ইষ্ট বা অনিষ্টে সমভাব তাঁহার ভয় হইবে কোথা হইতে? নিত্যবস্তু ভগবানে মন লগ্ন থাকিলে রাগ ভয় ক্রোধ ইষ্টানিষ্টই বা কোথায় থাকিবে? আবার যাহারা ভোগ্যবস্তু লাভের জন্য লালায়িত তাহাদের মনে সর্ব্বদা ভয় থাকে, কারণ ইহা নিত্যবস্তু নয়, ইহা অনিত্য, চিরকাল থাকিবে না। ঈপ্সিত বস্তু বুঝি লাভ হইল না, লাভ হইলেও যাহা পাওয়া গেল তাহাও বুঝি হারাইয়া যায়, এইরূপ বিবিধ আশঙ্কা সর্ব্বদাই মনে জাগরূক থাকে।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ঐহিক ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছু ছিল না, সুখকর বা প্রীতিকর বিষয়ে কোন অনুরাগ বা আকর্ষণ ছিল না। সুখে ও দুঃখে তিনি সমভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাঁহার ভয়েরও কোন কারণ ছিল না। গঙ্গাবক্ষে প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে আরোহীসহ নৌকা নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ভীক ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী অন্যান্য উদাসীন দর্শকদের মত শোক জ্ঞাপন সূচক কোন শব্দ না করিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন ও উত্তাল তরঙ্গের সহিত একাকী প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া নৌকারোহিগণের প্রাণ রক্ষা করিলেন। যাঁহার নিকট জীবন-মৃত্যু অনুগত ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন, তাঁহার ভয় আসিবে কোথা হইতে?

স্থিতপ্রজ্ঞের ক্রোধও থাকে না। কামনা প্রতিহত হইলেই যে জ্বালাময়ী চিত্তবৃত্তি উপস্থিত হয় তাহাই ক্রোধ। মনের মত কাম—ক্রোধাদি রিপু সব নিরাকার। মনের ভাব মুখে প্রকাশিত হয় এবং তাহাতেই মনের পরিচয় পাওয়া যায়! ইংরেজিতেও বলে FACE IS THE INDEX OF MIND, TOUNGE IS THE INDEX OF STOMACH; রোগী—ভোগী-যোগী আঁখসে নিশান ঔর আঁখসে পয়ছান্ অর্থাৎ এক মাত্র চক্ষু-চাহনী দর্শনেই দ্রষ্টাপুরুষ বা সূক্ষ্মদর্শীগণ সকলকে প্রকৃতরূপে চিনিতে পারেন !! ক্রোধের উদয় হইলেই মুখে রক্তাভ বিকৃতিভাব উদয় হয়, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ক্রোধবিহীন সর্ব্বরিপু-জয়ী ব্যক্তির মুখ অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ এবং প্রসন্নযুক্ত হয়।

আমরা জানি কোন ব্যক্তি বিশেষ হইতে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য না পাইলে বা তাহার নিকট কামনাপূরণে ব্যাঘাতাদি জন্মিলেই মনে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া তাহারই প্রতি ধাবিত হয় এমন কি ক্রোধের তীব্রতম অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার প্রাণনাশ করিতেও কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করে না।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সমস্ত ইহলৌকিক কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্রোধ কোথা হইতে আর হইবে? আহা! কত অজ্ঞান দুষ্ট-প্রকৃতির লোক কতবার কতভাবে তাঁহার দিব্য পবিত্র দেহ প্রতি নিজ নিজ ত্রিগুণাত্মক স্বভাব গুণের তমোগুণ প্রাবল্য প্রভাবে কতই না নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু তিনিও আবার ত্রিগুণাতীত অবস্থায় স্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধ-শুদ্ধ-সত্ত্বগুণের প্রভাবে কখনও কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই এবং কাহারও কোন অনিষ্ট করেন নাই। অসীম ক্ষমা দ্বারাই কখনও কোন প্রকার দুর্ব্যবহারে বিচলিত হন নাই, শত উপদ্রবেও কাহারও প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন নাই। সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন।

N. B.—তবে আমাদের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথায় বলিতে চাহি যে আধুনিক জগতে সাধু বা ভক্তদের প্রতি যে অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, উপেক্ষাদি ভাব জনসাধারণ কর্তৃক প্রকটিত হইয়া থাকে তাহা ভগবান সহ্য করেন না, তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মজনিত শাস্তি ফলভোগ করেন! যেমন আগুনে জেনে হাত দিলেও পোড়াইবে, না জেনে হাত দিলেও তাহাকে ছাড়িবে না, পোড়াইবেই পোড়াইবে। দয়াময় ভগবান আবার সর্ব্বজীবের সর্ব্ববিধ অপরাধও ক্ষমা করেন তবে তিনি কখনও কাহারও দর্প ক্ষমা করেন না! তিনি দর্পহারী! তিনি প্রকৃতিজাত ত্রিবিধ ত্রিগুণ সমন্বিত বিভিন্ন কর্ম্মফলচক্রের নির্ম্মাতা কিন্তু নির্লিপ্ত!

"যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥" (গীতা ২।৫৭)

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ বা মমতায় আবদ্ধ থাকেন না, অর্থাৎ তিনি নিজের সুখে যেমন নিস্পৃহ থাকেন অপরের সুখেও তেমন নিরুৎসুক এবং নিজ দুঃখে যেমন তাঁহার কোন উদ্বেগ নাই, অপরের দুঃখেও তাঁহার কোন উদ্বেগ থাকে না।

আপত্তি হইতে পারে যে স্নেহ মমতাই পার্থিব জগতে সংসার বন্ধনের হেতু ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তি। মানুষ স্ত্রীপুত্রাদি স্বজনগণকে ভালবাসিয়াইত সাংসারিক সুখ অনুভব করেন। যদি এই সুখ জীবন হইতে চলিয়া যায় তবে জীবনের আর আকর্ষণ রহিল কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ তাহা হইলে জড় মাটী পাথরের মত সুখদুঃখহীন ও স্নেহ মমতা-বিহীন হইয়া যায় না কি ?

তবে কি শ্রীভগবান মানুষকে জড়ের মত অনুভূতিহীন হইতে উপদেশ দিয়াছেন ? না তা নয়। আমরা সাধারণতঃ যে স্নেহে বিচলিত হই তাহাতে অশুদ্ধ মনের আবিলতা ও সঙ্কীর্ণতা বিদ্যমান। উহা অন্ধ মোহাত্মক নিম্নগামী বৃত্তি। স্বজনের গণ্ডীর মধ্যেই উহা আবদ্ধ থাকায় যাহারা স্বজন নহেন তাহাদের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে না ; বরং কোন কোন স্থলে স্বজনের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি অপরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। গীতা এই সঙ্কীর্ণতাকে ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধগামী বৃত্তিরূপ শান্ত-সম-বিশ্বপ্রেম অনুশীলন করতঃ উহা লাভ করিতে বলিয়াছেন। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমরা বিরাট বা মহানের সন্ধান পাই না। এই জন্যই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয়জন প্রতি, এমন কি আপন দেহ, প্রাণ প্রতিও সংস্কীর্ণ মমতা দ্বারা আবদ্ধ নহেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী আত্মসত্তাকে বিরাট ব্রহ্মসত্তায় মগ্ন রাখিয়া এই স্নেহাত্মক চিত্তবৃত্তির বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিতেন। প্রিয়তম শিষ্যকেও তিনি দীর্ঘকাল নিজের নিকটে থাকিতে দিতেন না।

প্রয়োজনীয় উপদেশ পাইলেই তাঁহাদিগকে অন্যত্র অবস্থান করিতে হইত। যদি কোন বিষয়ে কাহারও কিছু আবশ্যক হইত তাহা হইলে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট আসিয়া তাহার সমাধান করিয়া লইয়া পুনরায় স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইতে হইত। যাঁহার কোন দেহবোধই ছিল না তিনি আর কি করিয়া অন্যের প্রতি মায়া মমতায় আবদ্ধ হইবেন ? এইরূপ সঙ্কীর্ণ স্নেহ মমতা দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না বলিয়াই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী 'প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক' হইতে পারিয়াছিলেন !! তাঁহার কৃপায় কত দুঃখিনী জননী সন্তানের জীবন, কত সতী পতির জীবন ফিরিয়া পাইয়াছেন, কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধম পাপী নব জীবন লাভ করিয়াছেন, কত অজ্ঞানান্ধ জীব জ্ঞাননেত্র লাভ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের আরও একটি লক্ষণ বলা হইয়াছে যে তাঁহার নিকট শুভ-অশুভ উভয়ই সমান। যাহা বাসনার অনুকূল তাহাই শুভ, আর যাহা বাসনার প্রতিকূল তাহাই অশুভ বলিয়া সাধারণ লোকে মনে করে। কাজেই শুভ পাইলেই মানুষের মন সন্তুষ্ট হয়, আর অশুভ কিছু হইলেই মানুষের মন অম্নি অসন্তুষ্ট বা বিক্ষুব্ধ হয়।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ ভাবে শুভাশুভের বিচার করেন না। তিনি মন হইতে কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন এবং মনকে ভগবানে যুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং তাহার কাছে কামনা বাসনার আনুকূল্য প্রতিকূল্য মাপকাঠী দ্বারা শুভাশুভের বিচার হইতে পারে না। কাজেই সাধারণ লোকে যাহা শুভ বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত হইলেও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে হৃষ্ট হন না, আর যাহা অশুভ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা আসিলেও তিনি বিরক্ত হন না বা দ্বেষাদি প্রকাশ করেন না। উভয়ই তাঁহার নিকট সমতুল্য।

স্থিতপ্রজ্ঞ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীও এইরূপ শুভাশুভ সমস্ত ব্যাপারেই সমভাবাপন্ন ছিলেন। গঙ্গাবক্ষে উজ্জয়িনী রাজের সমাদর স্বামীজী যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সখের তরবারি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তৎকর্ত্তৃক অপমানও স্বামীজী অনুরূপ উদাসীনতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতবার কত অসৎ প্রকৃতির লোক স্বামীজীকে অপমান এমন কি দৈহিক নির্য্যাতন পর্য্যন্ত করিয়াছে কিন্তু স্বামীজী কখনও কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। কিছুতেই তাহার চিত্তের সমতা মুহূর্ত্তের জন্যও নষ্ট হয় নাই। পক্ষান্তরে কত ধনী, কত রাজা, মহারাজার গর্ব্বিত শির স্বামীজীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু তাহাতেও স্বামীজীর চিত্তের স্থৈর্য্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"
(গীতা—২।৫৮)

কচ্ছপ যেরূপ হস্তপদাদি অঙ্গ সকল নিজের ভিতরে টানিয়া লয় সেইরূপ সাধক যখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিকে তাহাদের ভোগ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মস্থ করিয়া রাখেন তখনই তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতপক্ষে মনেরই বিভিন্ন যন্ত্র বিশেষ, ইহারাই মনের বিশেষ বিশেষ শক্তি। এই সকল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই মন বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। সুতরাং ইন্দ্রিয় সমুহের স্বাভাবিক গতি বহির্ম্মুখী। ইন্দ্রিয়াসক্ত মনকে গুটাইয়া বা উল্টাইয়া অন্তর্ম্মুখী করিয়া আত্মস্থ করিলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। দেখুন! সাধারণতঃ চক্ষু সর্ব্বদা খুঁজিয়া বেড়ায় কোথায় সুন্দর দৃশ্য আছে, কর্ণ খুঁজিয়া বেড়ায় কোথায় সুমিষ্ট শব্দ শুনা যায়। আর যেমনি সুন্দর দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, অমনি চক্ষু তৎক্ষণাৎ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কোন সুমিষ্ট শব্দ শুনিলে কর্ণ তাহাতে আকৃষ্ট হয়! এইরূপে বাহ্যবস্তু সকল সর্ব্বদাই সর্ব্ব ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করিতেছে, আবার ইন্দ্রিয়গণও উহাদের পেছনে মুগ্ধবৎ ছুটিয়া চলিতেছে। ইন্দ্রিয়গুলির এই বহির্ম্মুখীন গতিকে নিরুদ্ধ করিয়া, বাহিরের আকর্ষণকে সংযত করতঃ উহাদিগকে ভিতরের দিকে টানিয়া অন্তর্ম্মুখীন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সংযমের এই পন্থা অবলম্বন করিতে গীতা বিশেষ জোর দিয়াছেন।

কচ্ছপ তাহার হস্তপদাদি গুটাইয়া ভিতরে রাখে সত্য কিন্তু তাহাদিগকে বিনাশ করে না। তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিনষ্ট বা অকর্ম্মণ্য করেন না। তাহাদিগকে সংযত করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া সকলকে ভগবৎ কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন। অন্যান্য লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় তাঁহারও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া চলিতে থাকে তবে প্রকৃত চক্ষুষ্মাণ বা দ্রষ্টাপুরুষ ছাড়া ইহার পার্থক্যানুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না। তিনিও অন্যান্য লোকের ন্যায় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি লুপ্ত হইয়া যায় না। কিন্তু ভোগ্য বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে প্রবল আকর্ষণ এবং উহা প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়ের যে উত্তেজনা প্রকাশ পায় তাহা স্থিতপ্রজ্ঞের কখনও হয় না। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম উদ্দাম হইয়া যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে না। ইহারা সর্ব্বদা মনের অধীন এবং মনের ভিতরেই বিলীন হইয়া থাকে।

স্থিতপ্রজ্ঞ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার বিজিতেন্দ্রিয় জীবন্মুক্ত মহাত্মা অতি অল্পই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই অন্তর্ম্মুখীন অবস্থায় থাকিত। অধিকাংশ সময়ই তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় যাপন করিতেন। ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেও কূর্ম্মের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরের দিকে টানিয়া লইতেন। অথচ ২৮০ (দুই শত আশী) বৎসর জীবিত থাকিলেও স্বামীজীর কোন ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনপেক্ষ 'স্বাধীন' ছিলেন। ভারতবর্ষ চিরকালই এই স্বাধীনতা ও স্বরাজ্যের অধিকারী !!! আত্মরাজ্যে বসতিই হল 'স্বরাজ' আত্মাকে মানিয়া জানিয়া উপলব্ধি করিয়া জীবন ধারণ করা বিশেষতঃ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া ভগবানকে লাভ করিলেই শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব ও মহান কর্ত্তব্য সাধিত হইয়া থাকে। এই শ্রেষ্ঠ মহৎ জীবন লাভের আদর্শ অনুসরণেই পূর্ণ স্বাধীনতা—নচেৎ স্বেচ্ছাচারিতায় পর্য্যবসিত হইবেই হইবে। ইহাতে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ আর থাকিতে পারিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মহান্ সত্যকে মানিয়া চলিলেই উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ! নচেৎ ইহার অবমাননায় উপেক্ষা করিয়া চলিলেই পতন ও দুর্গতির চরম অবস্থা লাভ অনিবার্য্য !! দেখুন, যে জরা জীবমাত্রকেই আক্রমণ করে এত সুদীর্ঘ বৎসরেও এই কলিযুগে স্বামীজীর কেশ ব্যতীত দেহের অন্যত্র কোথাও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আশৈশব অখণ্ড ব্রহ্মচারীর ইন্দ্রিয় সংযমই এই বৈশিষ্ট্যের মূলীভূত কারণ !!

প্রতিঘরে প্রতিদেশে এরূপ আদর্শ জীবনী পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য !!!

যুক্তযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী

"জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥"

(গীতা—৬।৭)

যে ব্যক্তি নিজের মলিন আত্মাকে (ইন্দ্রিয়াসক্ত মনকে) জয় করিয়া পরম শান্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহার পরমাত্মা প্রকৃতির অধীনতা হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকে। এরূপ অবস্থাতেই শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ বা মান-অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্ববোধ আর থাকে না—থাকিতে পারে না। সাংসারিক যাবতীয় চেতনার ও কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার কোন বিক্ষোভ দৃষ্ট হয় না। তিনিই যুক্তযোগী।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বাবস্থা তিনি সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমন কি শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ববোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহের উপরেও কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। দারুণ গ্রীষ্মে বালু বা পাথর অগ্নিতুল্য গরম হইয়া রহিয়াছে, 'লু' অর্থাৎ আগুনে বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছে, অথচ স্বামীজী ইহার মধ্যে নগ্নগাত্রে মহাসুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে কাশীর ভীষণ শীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গার বরফ প্রায় শীতল কন্‌কনে জলে অবস্থান করিতেন!

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী এমনি সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিলেন। তিনি কখনও চাহিয়া আহার করিতেন না—নিজের হাতেও খাইতেন না, খাওয়াইয়া দিলে খাইতেন! দিনের পর দিন অনশনে কাটাইয়াছেন, কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতা কাছেও ঘেঁসিতে পারে নাই। আবার ভোজনের সময় যে পরিমাণ যিনি খাদ্য মুখে দিয়া দিত তাহাই তিনি খাইয়া ফেলিতেন। একবার পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আধমণ ক্ষীর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। অনেক সময়ে এক মণ পর্য্যন্তও তিনি ভক্ষণ করিয়াছেন শ্রীশ্রীগুরুমাতা শঙ্করী মাতাজীর শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছি—তিনি স্বয়ং নিজ হস্তে তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেন পরে বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। এরূপ অস্বাভাবিক আহারেও তাঁহার দেহের উপর কোনরূপ ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নাই। দ্বন্দ্বাতীতের ঊর্দ্ধে তুরীয় অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্যাগী—উলঙ্গ মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মত এমন জীবন্ত দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর কোথায়ও পাওয়া যায় কি?

"জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥"

(গীতা—৬৷৮)

সেই যোগীকেই যুক্তযোগী বলা যায় যিনি জ্ঞান (শাস্ত্রোপদিষ্ট পরোক্ষ জ্ঞান) ও বিজ্ঞান (আত্ম-অনুভূতি লব্ধ বা অপরোক্ষ জ্ঞান) দ্বারা পরিতৃপ্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি নির্ব্বিকার ও বিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয়, যিনি হেয়—উপাদেয়—বুদ্ধিশূন্য, স্বর্ণ-প্রস্তর-মৃত্তিকাদি যাঁহার নিকট সমতুল্য। সাধারণ লোকে স্বর্ণকে বহু মূল্যবান জিনিষ বলিয়াই মনে করে, আর প্রস্তর বা মৃত্তিকাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহা কেহ কুড়াইয়া নিয়া যায় না। স্বর্ণ দ্বারাই লোকে ইহ সংসারে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু দেখুন সর্ব্বত্যাগী যোগীর চিত্তে ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া তাঁহার নিকট সুবর্ণ ও প্রস্তর এবং মৃত্তিকা সকল বস্তুরই সমান মূল্য বলিয়া বোধহয়, ইহাদের কোনটিতেই তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থাকে না। তাঁহারা যে পরমধন প্রাপ্তে 'পরমধনী' হন তাহাতেই রাজ্যাদিপদ অতি তুচ্ছ ও হেয় বোধ হয়! তাই বলি সর্ব্বসাধারণ লোক ব্যতীতও রাজা-মহারাজা-মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই এই পরমধনের প্রাপ্তি বিহনে যুক্তযোগী মহাপুরুষগণের চরণে অভাবগ্রস্থ মনে মস্তক অবনত করেন !! তাই বলা হয় রাজা শুধু নিজ রাজ্যে মানিত ও পূজিত হন, কিন্তু এবম্বিধ মহাপুরুষগণ সর্ব্বত্র আদৃত ও সর্ব্বদেশে সর্ব্বপূজিত হন !!!

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মত মহাজ্ঞানী মহানিষ্কাম ব্রতধারী-সুদক্ষ-কর্ম্মী-মহা ভগবৎ ভক্ত জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। কত সাধুর, কত দার্শনিকের কত দুরূহ সমস্যা ও কঠোর তত্ত্ব সমূহের সর্ব্বতোভাবে স্বামীজী মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী অধিকাংশ সময়েই অপরোক্ষানুভূতির জগতে সমাধিস্থ অবস্থায় কালযাপন করিতেন। এমন নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বা জগতে কয়জন হয় ?

সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন-ভাবের পরিচায়ক ঘটনা স্বামীজীর জীবনে যে কত ঘটিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কতবার কত ধনী ভক্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণাভরণে সাজাইয়া দিয়াছেন, ক্ষণিক পরেই তাহা লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি কোনটাতেই ভ্রুক্ষেপ করেন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে॥"

(গীতা—৬।৯)

যে যুক্তযোগী সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থদ্বেষ্য, বন্ধু এবং সাধু ও অসাধু সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন—তিনি সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন ব্যক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! সাধারণ লোকের বন্ধু ও সুহৃৎ নিতান্ত প্রিয়, পক্ষান্তরে শত্রু ও দ্বেষ্য লোক অপ্রিয় হইয়া থাকে। উপকারী ব্যক্তিকে সকলেই আদর করে, পক্ষান্তরে অপকারী ব্যক্তিকে ঘৃণা করিয়া থাকে! কিন্তু যোগী মিত্রকেও আদর করেন না, শত্রুকেও ঘৃণা করেন না; তিনি উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন!! যোগীর নিকট পাপী ও পুণ্যাত্মার ভেদ নাই!!!

"এজগতে কেহ কারও শত্রু মিত্র নয়,
ব্যবহারেই শত্রু মিত্র পরিচয় হয়।"

যোগী ও মহাপুরুষগণ পাপীকে ঘৃণা করেন না! সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মানুষের সহিত ব্যবহারেও সম্পূর্ণরূপেই সাম্য ভাবাপন্ন ছিলেন। ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে পাওয়া যায়!

ভগবানের আত্মস্বরূপ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনা সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভঃ॥"

(গীতা—৭।১৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহ সংসারে সুকৃতিশালী চারিশ্রেণীর লোক মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে ভজনা করে ;—(১) আর্ত্ত, (২) জিজ্ঞাসু, ও (৩) অর্থার্থী এবং (৪) জ্ঞানী।

অর্থাৎ—(১) কেহ সংসারের রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র প্রভৃতি দ্বারা প্রপীড়িত বা **আর্ত্ত** হইয়া,

(২) **জিজ্ঞাসু**— কেহ বা আত্মজ্ঞান ও ভগবৎতত্ত্বাদি জানিতে উৎসুক হইয়া,

(৩) **অর্থার্থী**—কেহ ঐহিক বা পারত্রিক কল্যাণ কামনায়, অপরে বা কোন প্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে অর্থলাভেচ্ছু হইয়া, এবং

(৪) **জ্ঞানী**—আবার কেহ আত্মবিৎ হইয়া বা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ **"বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"**—যাহা কিছু জগন্ময় আছে তৎসমুদয়ই সর্ব্বব্যাপী ভগবান বাসুদেব ইহা জানিয়া, কোন প্রকার অন্যান্য উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া কেবল মাত্র আমাকে (ভগবানকে) পাইবার জন্যই আমাকে ভজনা করে ! "সব দেবতাকেই পূজন করি আপন ইষ্টদেবকে ভজন করি।" তবেই একনিষ্ঠা হইয়া ইষ্ট ও ভগবান প্রাপ্তি হইবে। **ভগবান লাভ হইলে গুরু-ইষ্ট-ভগবান তিন একই হইয়া যাবেন ভিন্ন জ্ঞান তিরোহিত হইয়া অভিন্নাত্মক বোধ হইবে।** ভগবান আর দূরে নহেন, স্বর্গে নহেন, নিজ নিভৃত অন্তরতম অন্তঃস্থলে বিদ্যমান দেখা যায়, তাঁহাকে তিনি সকলের হৃদয় মধ্যে আছেন এবং সর্ব্ব সৃষ্টপদার্থেই বিদ্যমান আছেন ও তিনি সর্ব্বব্যাপী ইহা সিদ্ধ-সাধক তখন সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন।

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

(গীতা ৭।১৭)

এই উপরোক্ত চারি শ্রেণীর সুকৃতিশালী ভক্ত মধ্যে জ্ঞানীভক্তই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সর্ব্বদা আমার সহিত যুক্ত থাকেন এবং তিনি একমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাতেই ভক্তিমান। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়!

"জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্" (গীতা ৭।১৮)

এমন্বিধ জ্ঞানী আমারই আত্মস্বরূপ; ইহাই আমার অভিমত!

ভগবানের এই প্রিয়তম ভক্তের যে সকল লক্ষণ শ্রীভগবান গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সমস্তগুলিই আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ যুক্তযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ভিতরে দেখিতে পাই!

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমসুখদুঃখ ক্ষমী॥

(গীতা ১২।১৩)

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং—সর্ব্বভূতে দ্বেষ শূন্য, বা "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" এইরূপ জ্ঞাননিবিষ্টযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বা বাসুদেব দর্শন করিতেন! সুতরাং কাহারও প্রতি হিংসা ও দ্বেষের ভাব তাঁহার হৃদয়ে কখনও উদয় হইত না। এই কারণেই তিনি অপকারী ব্যক্তিকেও বিদ্বেষের চক্ষে কখনও দেখিতেন না।

মৈত্র :—বিশ্বপ্রেমিক ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সকলেরই শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ ছিলেন।

করুণ :—সর্ব্বতোমুখী সাগরের ন্যায় সর্ব্বভূতের প্রতি করুণা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর হৃদয়ে সতত প্রবাহিত ছিল। তিনি কখনও স্বীয় অলৌকিক যোগবিভূতি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন নাই, জীবের প্রতি করুণাপাতে স্বামীজীর ঐ সকল বিভূতি স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া তাহাদের দুঃখমোচন করিত।

নির্ম্মম :—যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহার নিকট সমস্তই ভগবানের বলিয়াই মনে হয়। কাঁচা আমি বা আমার আমার মমত্ববুদ্ধি ভাব তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে কখনও স্থান পায় না। আমার ও তোমার ভাব মমতা জনিতই হইয়া থাকে এবং তাহা অজ্ঞান সম্ভূত।

পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর হৃদয় এই জন্য 'সর্ব্বত্রানাভিস্নেহ' বা মায়ান্ধ-মমত্ব-বোধ শূন্য ছিল।

নিরহঙ্কার:—'আমি কর্ত্তা' এইরূপ ভাব প্রকৃত ভক্তের বা প্রকৃত জ্ঞানীর কখনও থাকে না। শাস্ত্রে ত্রিবিধ অহঙ্কারের উল্লেখ আছে :—

"অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি সংবিত্যা পরমা সা হ্যহংকৃতিঃ ॥ ১
সর্ব্বস্মাদ্ ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রদপ্যহং তনুঃ।
ইতি যা সংবিদো ব্রহ্মণ্ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা ॥ ২
পাণিপাদাদি মাত্রোঽয়মিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অহংকারস্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ ॥ ৩

শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ অহঙ্কারের ভাবার্থ যথা :—

(১) **এই সমগ্র বিশ্বই আমি, আমিই সর্ব্বভুতান্তর্য্যামী পরমাত্মা, আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই**—এবম্বিধ অহংজ্ঞান প্রথম উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠতম অহঙ্কার।

(২) আমি সকল পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত এবং কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, এরূপ ভাব যে জ্ঞানীগণ অনুভব করেন—তাহাই দ্বিতীয় স্তরের বা শ্রেষ্ঠতর অহঙ্কার।

(৩) হস্তপদাদিযুক্ত দেহই আমি— এরূপ দেহাভিমানী সাধারণ লৌকিক ও তুচ্ছ অহঙ্কার তৃতীয় স্তরের বা নিম্নস্তরের বলিয়া কথিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন দেখুন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী লৌকিক অহঙ্কার হইতে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার নিরহঙ্কারিতা স্বতন্ত্ররকমের ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠতম অহং, সর্ব্বাত্মক ভাবরূপ পরম অহং, 'সোঽহং ভাব' নিয়া বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে করুণা এই অহংকৃতির বিকাশরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

সমসুখদুঃখ :—ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী যে শীত-উষ্ণ, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ছিলেন তাহা বিস্তারিত ভাবে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি আবার অন্যের সুখদুঃখে সমসুখদুঃখ সম্পন্ন ছিলেন।

ক্ষমী : ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ক্ষমাশীলতার দৃষ্টান্তও পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অযথা উৎপীড়িত হইয়াও তিনি কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই বা কাহাকেও কখনও অভিশাপ দেন নাই। তাঁহার ক্রোধ ও দ্বেষলেশহীন চিত্ত চিরকাল অপকারীকে ক্ষমাই করিয়া গিয়াছে।

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
(গীতা ১২।১৪)

যিনি সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী যে ভক্ত তিনিই আমার প্রিয়॥ সন্তুষ্ট সততং—ঐহিক কামনা বাসনাদির অপূরণেই জীবের অসন্তোষের সৃষ্টি! ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর চিত্তে পরমার্থিক ছাড়া অন্য কোনরূপ কামনার আধিপত্য একেবারেই ছিল না, সুতরাং তাঁহার অসন্তোষেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

যোগী:—প্রকৃত ভগবদ্ ভক্ত সর্ব্বদাই সমাহিত চিত্ত হন। বাসনাই চিত্ত বিক্ষেপের হেতু। বাসনা মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর চিত্ত তাই কখনও বিক্ষিপ্ত হইত না, ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিত।

যতাত্মা:—ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহই চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ! কাম ক্রোধাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রিপুসকল মানুষকে সর্ব্বদা বিপথে লইয়া যায়! কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও রিপুসকল সতত সম্পূর্ণ সংযত ছিল।

দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—পরমেশ্বরই একমাত্র সৎ, ইহা ছাড়া অপর সমস্ত অসৎ এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয়াত্মক সদ্ বিবেক ও অটল বিশ্বাস হেতু ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী পরমেশ্বরকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন ও দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ভগবৎ ভজনে নিরত থাকেন।

মষ্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ—প্রেম ও ভক্তি দ্বারা স্বামীজী তাঁহার সমস্ত মন ও বুদ্ধিকে ভগবানে অর্পণ করিয়াছিলেন।

"যস্মান্নোদ্বিজতেলোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥"

(গীতা ১২।১৫)

যাঁহা হইতে লোক সকল উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি স্বয়ংও লোক সকল হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়েন না এবং যিনি হর্ষ অর্থাৎ স্বীয় ইষ্টলাভে উৎসাহান্বীত, অমর্ষ অর্থাৎ অপরের লাভে অসহিষ্ণু বা পরশ্রীকাতর, ভয় ও উদ্বেগ মুক্ত অর্থাৎ ভয়াদি নিমিত্ত চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়!

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ—প্রকৃত ভগবৎ ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানী কাহারও উদ্বেগের কারণ হন না। আমরা দেখিয়াছি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবন—যাত্রা হইতে শেষ পর্য্যন্ত কখনও কাহাকেও অনর্থক উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় নাই। এখানে সহজ সরল বোধে বলিতে চাই যে গীতার আদর্শ পুরুষোত্তম ভগবানকে নিষ্কামকর্ম্মী ও প্রকৃত ভক্ত এবং প্রকৃত জ্ঞানী সকলেই লাভ করিতে পারেন! ভগবৎ পথ যেন রাজপথ মত সুপ্রসস্ত—এখানে পৌঁছিলে সকলেই এক! এই একেতেই বা অন্তর্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বমিলন্ ক্ষেত্রভূমি স্থাপিত হয়! নচেৎ মিলন না হইয়া বিবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বিসম্বাদ এবং বিচ্ছেদ চির অপরিহার্য্য! সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম কর্ম্মী ও ভক্ত এবং জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর প্রতীক ছাড়া আর কোথায়ও পাওয়া দুষ্কর!

লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ—ভগবদ্ ভক্ত নিজেও কাহারও কর্ম্মে উদ্বেগ বোধ করেন না। অপরের দ্বারা অতিশয় উৎপীড়িত হইলেও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সদা প্রশান্ত চিত্তের শমতা কখনও নষ্ট হইত না! স্বামীজীর সম্পূর্ণ অহিংসা, মুক্ত-চিত্তের প্রেম প্রভাবে ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্র জন্তুও জিঘাংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিত!

সুধী পাঠকবৃন্দ একবার মানস নেত্রে নিরীক্ষণ করুন এবং তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিত্তদর্পণে চিরাঙ্কিত রাখুন সেই অভাবনীয় দৃশ্য!—ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর পদপ্রান্তে শান্ত শিশুটির মত অথবা ঠিক যেন পোষা বিড়ালের মত শয়ান—সেই জঙ্গলী ভীষণ ব্যাঘ্র, আর অদূরে কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান নেপাল রাজ্যের মহারাজ (তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতি বলা হয়)।

N. B.—'মহারাজ-অধিরাজ' হলেন নেপাল রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ—ভগবদ্ ভক্ত নিজের ইষ্টলাভে হৃষ্ট এবং অপরের ইষ্টলাভে অসহিষ্ণু হন না, সর্ব্বপ্রকার ভয় ও উদ্বেগ হইতে তাঁহার চিত্ত, মুক্ত। দ্বন্দ্বাতীত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মত এমন গম্ভীর প্রশান্তচিত্ত মহাপুরুষ আধুনিক অতিশয় দুর্ল্লভ!

"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

(গীতা—১২।১৬)

যিনি অনপেক্ষ অর্থাৎ যদৃচ্ছালব্ধ অর্থেও স্পৃহাশূন্য, শুচি (বাহ্যাভ্যন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৌচসম্পন্ন), দক্ষ (অনলস প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন এবং কার্য্যকুশলদক্ষ) ও উদাসীন (পক্ষপাত রহিত), গতব্যথ (আধিশূন্য অর্থাৎ চিত্ত ক্লেশ বিহীন) ও সর্ব্ববিধ উদ্যম পরিত্যাগী,—এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥১৬॥

অনপেক্ষঃ—ভগবদ্‌ভক্ত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। জীবন-মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীও সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন ছিলেন। এক ভগবান ভিন্ন স্বামীজী কখনও কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না।

শুচিঃ— বাহ্যাভ্যন্তর শুচি; ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ত্রিসীমানায়ও অপবিত্রতা ঘেঁসিতে পারিত না!

দক্ষঃ—দেখুন, যাহারা আপনার ব্যক্তিগত বুদ্ধি, রুচি বা কামনা দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করে তাহাদিগকে অনেক স্থলেই সন্দেহ দোলায় দুলিতে হয়, কিন্তু একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর চিত্তে কোন সংশয় উপস্থিত হইত না। স্বামীজী কর্ত্তব্য নির্ণয়ে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত সেই কর্ত্তব্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করিতে কখনও অক্ষম হন নাই!

উদাসীন:—সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, যাহাই আসুক না কেন, ভগবদ্‌ভক্ত তাহা গ্রাহ্য করেন না। বহু ঘটনায় দেখা গিয়াছে যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত থাকিতেন, কারণ তাঁহার নির্ব্বিষয় চিত্ত উর্দ্ধলোকে 'শাশ্বত সনাতন সত্যে' সর্ব্বদাই স্থির সমাহিত অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত!

গতব্যথ:—দুঃখ ক্লেশের প্রবল কারণ বর্ত্তমান সত্ত্বেও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী কোন ব্যথা অনুভব করিতেন না। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত স্বামীজীর জীবনে পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী—ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী অহঙ্কারের বলে (EGOISM দ্বারা) ব্যক্তিগত ভাবে দেহ মনের দ্বারা বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোন কর্ম্মই আরম্ভ করিতেন না। ভগবৎ জ্ঞানকে স্বামীজীর নিজের কোন সঙ্কল্প ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিগত অভিলাষ বা বাসনার দ্বারা-বিচ্যুত না করিয়া আপনার ভিতর দিয়া অবাধে প্রবাহিত হইতে দিতেন।

বাংলা দেশের ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন, "স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ঐ শরীরটা আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন।" বস্তুতঃ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর এই পুণ্যদেহটি অবলম্বন করিয়া ৺বাবা বিশ্বেশ্বর কত লীলা করিয়াছেন, কত লোককে কৃপা করিয়াছেন, এবং কত শত সহস্র সনাতনধর্ম্ম রক্ষক মহাপুরুষের বীজ বপন করিয়া অক্ষয় অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই!! ইহাতে স্বামীজীর বিন্দুমাত্রও অহংভাব ছিল না বলিয়াই ঐ সকল কর্ম্মে তিনি কখনও আবদ্ধ হন নাই।'

শ্রীমদ্ভগবতগীতা ভক্তিযোগ ঃ—

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১২।১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ (১২।১৯)

বাংলা অনুবাদ ঃ—যে ভক্ত প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতেও দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত দ্রব্যাদিও আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ সকল কর্ম্ম (পুণ্য ও পাপ) পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তিমান্ যিনি, তিনি আমার প্রিয় ॥১২।১৭॥ যিনি শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞান-নিরাসক্ত সমচিত্তবান, যিনি মানে ও অপমানে সমচিত্ত বা অবিচলিত, যিনি শীত-গ্রীষ্মে এবং সুখদুঃখাদিতে দ্বন্দ্বরহিত অবিকৃত সমভাবাপন্ন এবং নির্বিকারচিত্ত সঙ্গ বিবর্জ্জিত আসক্তিহীন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার নিন্দা ও স্তুতি সমজ্ঞান, যিনি যথার্থ মৌনী, যিনি পরমাত্মা-স্বরূপ ভগবানে স্থিরবুদ্ধি ও সংযতবাক্, সর্ব্বাবস্থায় যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন, স্থিরমতি-গুরুগম্ভীর ব্যবস্থিত-চিত্তসম্পন্ন; এতাদৃশ ভক্তিমান মহোদয়গণ আমার অতীব প্রিয়॥ ১২।১৮-১৯॥

শ্রীমদ্ভগবগীতার ভক্তিযোগের মধ্যে উপরোক্ত কতিপয় শ্লোকগুলিতে ভগবদ্ ভক্তের যে সকল লক্ষণাদি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই স্থিতপ্রজ্ঞ ও যুক্তযোগীর লক্ষণের সহিত অভিন্ন বলিয়া তৎপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যে কয়েকটি অতিরিক্ত লক্ষণের উল্লেখ আছে তাহা সদ্‌সঙ্গ আদর্শানুযায়ী নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে ;—

মৌনী :—ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সাধারণতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। শুধু শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে সপ্তাহে একদিন রাত্রিতে মৌনভঙ্গ করিয়া উপদেশ দিতেন। আমরা অবগত আছি যে বঙ্গদেশের মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর কাশীতে প্রাথমিক দীক্ষা বা দেহশুদ্ধি উপলক্ষেও স্বামীজী মৌনভঙ্গ করিয়াছিলেন। কথা বলিলেই চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয় এজন্য মৌনধারণ বা বাক্ সংযম সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ইহাতে শক্তি অযথা ক্ষয় না হইয়া সংরক্ষিত হয় এবং অন্তর্শক্তি উপলব্ধির বিশেষ সহায়কারক হয়।

আমরা সচরাচর দেখ্‌তে পাই আজকাল লোকরঞ্জনের নিমিত্ত সাধুদিগকে অনেক কথা বলিতে হয়। কিন্তু নির্ব্বিকার অনপেক্ষ উদাসীন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী লোকরঞ্জনের বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া লোক কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী মৌনভঙ্গ না করিয়াও প্রকৃত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন।

অনিকেত :—নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানহীন ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী কোথায়ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থায়ী বাসস্থান বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যখন যেখানে থাকিতেন সেখানেই স্বচ্ছন্দ চিত্তে বাস করিতেন। আমরা এখানে বলিতে চাই যে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে কাশীতে জীবনের সর্ব্ব শেষভাগে স্বামীজী যেখানে কালাতিপাত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার আশ্রম বা মঠ। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী নিজ সুদীর্ঘ জীবনে কোন বন্ধনই স্বীকার করেন নাই। 'ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আশ্রম বা মঠ' বলিয়া ৺কাশীধামে বর্ত্তমানে যাহা পরিচিত—তাহা শ্রীমৎ মঙ্গল দাস ভট্টজী নামক জনৈক কাশীবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের নিজ পৈত্রিক বাড়ী। আকুমার ব্রহ্মচারী মঙ্গল ভট্টজী ও তাঁহার ছোট দুই ভ্রাতা এবং তাঁহাদের মাতা অম্বাদেবী সকলেই স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। স্বামীজী যখন বেণীমাধব জোড়াধ্বজার পূর্ব্বদিকস্থ গঙ্গাতটোপরি পঞ্চগঙ্গা ঘাটে অবস্থান করিতেন তখন কিছুদিন স্বামীজীকে সেবায় তাঁহারা মুগ্ধ করেন এবং দয়ালু সুদূরদর্শী মহাযোগেশ্বরও বিশেষ দৈবীকার্য্যাদি সাধনার্থে তথায় ভিত্তি স্থাপন করিবার মানসে ভক্তিমতি মাতা সহ ভ্রাতৃত্রয়ের আকুল আন্তরিক আহ্বানে তাঁহাদের বাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে গিয়া অবস্থান করিলেন। সেখানে স্বামীজীকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সকলে অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ অকৃত্রিম ভক্ত গুরুসেবক মঙ্গল ভট্টজীর পরিবার অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই 'অনিকেত' স্বামীজী তথায় অবস্থান করিয়াছেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী অন্যান্য সব শিষ্যদিগকে ঐ স্থান দখল করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

জীবন্মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী

এই নশ্বর সংসারে জীবরূপেই যিনি শিবত্বের পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যত্র জীব তত্র শিব' তিনিই ত প্রকৃত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ! মুক্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ হচ্ছে—'জীবন্মুক্তি'।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতোক্ত আদর্শ ভক্তের লক্ষণ সমূহ বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনে যেরূপ স্পষ্টভাবে 'রূপ' পরিগ্রহ করিয়াছিল—উপনিষদ বর্ণিত জীবন্মুক্তের লক্ষণ গুলিকেও তেমনি সুস্পষ্টভাবে আমরা স্বামীজীর জীবনে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। কারণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি পড়িলেই দেখা যায় যে উভয় শাস্ত্রেরই লক্ষণ সমূহ অধিকাংশ স্থলে অভিন্ন ঃ—

"মৌনবান্ নিরহংভাবো নির্মানো মুক্তমৎসরঃ।
য়ঃ করোতি গতোদ্বেগঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহো যঃ সাক্ষীবদবস্থিতঃ।
নিরিচ্ছো বর্ত্ততে কার্য্যে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ২
যেন ধর্ম্মমধর্ম্মং চ মনোমননমীহিতম্।
সর্ব্বমন্তঃ পরিত্যক্তং স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৩
আপৎসু যথাকালং সুখদুঃখেষ্বনারতঃ।
ন হৃষ্যতি ন গ্লায়তি যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৪
হর্ষামর্ষভয়ক্রোধকামকার্পণ্যদৃষ্টিভিঃ।
ন পরামৃশ্যতে যোঽন্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৫
ঈপ্সিতানীপ্সিতে ন স্তে যস্যান্তবর্ত্তি দৃষ্টিষু।
সুষুপ্তবদ্ যশ্চরতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৬
অধ্যাত্মরতিরাসীনঃ পূর্ণঃ পাবন মানসঃ
প্রাপ্তানুত্তমবিশ্রান্তির্ন কিঞ্চিদিহ বাঞ্ছতি।
যো জীবতি গতস্নেহঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৭
রাগদ্বেষৌ সুখং দুঃখং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ফলাফলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যঃ করোত্যনাপেক্ষৈব স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮
কটুম্ললবণং তিক্তমমৃষ্টং মৃষ্টমেব চ।
সমমেব চ যো ভুঙ্‌ক্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯
জরামরণমাপচ্চ রাজ্যং দারিদ্র্যমেব চ।
রম্যমিত্যেব যো ভুঙ্‌ক্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১০
উদ্বেগানন্দরহিতঃ সময়া স্বচ্ছয়া ধিয়া।
ন শোচতি ন চোদতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১
জন্মস্থিতি বিনাশেষু সোদরাস্তময়েষু চ।
সমমেব মনো যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১২
ন কিঞ্চন দ্বেষ্টি তথা ন কিঞ্চিদপি কাঙ্ক্ষতি।
ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রকৃতান্ ভোগান্ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১৩
শান্ত সংসার কলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১৪
যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যাপি নিস্পৃহঃ।
পরার্থেষ্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১৫"

ওঁ তৎসৎ !!!

——)o(——

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

৺বিশ্বেশ্বর ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী

বঙ্গদেশের দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অনেক সময়েই বলিতেন, "দেখ্‌লাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শরীরটা আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।"
(লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ)।

দেখুন, জীব যে নিজ সাধন বলে ঐশ্বরিক শক্তি ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া স্বয়ং ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন—ইহা শাস্ত্র ও সর্ব্ববাদীসম্মত !

অখিল বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তা অশেষ কল্যাণযুক্ত গুণাশ্রয় এক অদ্বিতীয় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সৎ-চিৎ-আনন্দময় মায়াধীশ ভগবান আপনার জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি ও শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যাদির উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে আপনি স্বয়ং বহু হইয়া—'একোঽহং বহুস্যাম'—অসংখ্য নাম ও রূপ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাকে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব স্বান্তঃস্থ ঈশ্বরকে নিজের বাহিরে অবস্থিত অনন্তগুণ শক্তিময় ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ একজন বিরাট পুরুষ বলিয়া মনে করেন এবং আপনাকে সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত দেহনিবদ্ধ বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র এক অংশে অবস্থিত দেশকালপাত্রাধীন একটি ক্ষুদ্র প্রাণী বলিয়া অনুভব করেন। কিন্তু সাধন-সিদ্ধি বলে যোগী ও প্রকৃত জ্ঞানী আপনার সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহ মধ্যেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে অনুভব করতঃ পূর্ণশান্তি ও পূর্ণতৃপ্তি এবং পূর্ণানন্দলাভ করেন !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যিনি ভগবদ্ ভাব দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে ও ভগবানে দর্শন করেন তিনিই 'উত্তম ভক্ত'!

আপনার অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভাবের বিকাশ সাধন করিয়া সাধক জীব-জগত সমন্বিত বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও তাঁহার স্রষ্টাকে আপনার ভিতরে উপলব্ধি করিয়া থাকেন! বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার বিরাট সৃষ্টির এরূপ সুশৃঙ্খল বিধান প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে জগতের সকল ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতেছে এবং মায়া মোহান্ধ জীব নানা অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে! যে ঐশ্বরিক শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দ অনাদিকাল হইতেই জীবের অন্তর্নিহিত সত্তার ভিতরে সুপ্তভাবে রহিয়াছে, সাধন দ্বারা সাধকের ভিতরে তাহা পরিপূর্ণ-বিকাশ লাভ করিয়া সাধনলব্ধ জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, ঐশ্বর্য্য—শ্রীভগবৎ জ্ঞান-প্রেম-শক্তি-ঐশ্বর্য্যে ভেদ রহিত হইয়া একীভূত হইয়া যায়। সিদ্ধ সাধকের ইচ্ছার ভিতর দিয়াই ভগবদ্ ইচ্ছার প্রকাশ হয় এবং সিদ্ধপুরুষের শক্তি অন্তর্য্যামী ভগবানের শক্তির সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া ব্রাহ্মীস্থিতিতে পর্য্যবসিত হয়। তখন সাধক ঈশ্বরের সকল গুণ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি লাভ করিয়া "ঈশ্বরেরই জীবন্ত বিগ্রহরূপে" জগতে অবস্থান ও বিচরণ করেন! সুতরাং জীবের সান্তঃস্থ ভগবানই বস্তুতঃ সাধক এবং তাঁহার অন্তরেই তিনি আপনার ভগবৎ সত্ত্বাকে সম্যক্ বিকশিত করিয়া নিজকে নিজে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি ও সম্ভোগ পূর্ব্বক 'লীলা বিলাস' করিয়া থাকেন। 'একোঽহং বহু স্যাম্'—এক অদ্বিতীয় ভগবান বহু হইয়া আপনার সৃষ্টির চরম সার্থকতা সম্পাদন করেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ভিতরে ঐশ্বরিক জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছিল যে তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহেই ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া মায়াধীশ ভগবানের সহিত আপনার একত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি পূর্ব্বক ভগবানের জীবসৃষ্টির চরম সার্থকতার নিদর্শন স্বরূপে জগতে বিদ্যমান ছিলেন। পরম মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সহিত স্বামীজীর জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়া তাঁহার অহং ভাব শ্রীভগবানের অহংভাবের মধ্যে একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ইহাই হইল প্রকৃত "সোঽহং ভাব"। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উক্তি—

"তৈলঙ্গ স্বামী ও ৺বিশ্বনাথ অভেদ"—ইহা সম্পূর্ণ সত্য !!! জহরীই জহর চিনিতে পারেন। প্রকৃত মহাপুরুষই মহাপুরুষকে চিনিতে পারেন !! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই !

ওঁ তৎসৎ !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ও মা গঙ্গা

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনে 'মা গঙ্গা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে সুদীর্ঘ জীবনের দেড়শত বৎসর স্বামীজী গঙ্গাতীরস্থ বারানসী ধামে অতিবাহিত করিয়াছেন। এই সময়ের বহুলাংশ স্বামীজী গঙ্গাবক্ষে যাপন করিয়াছেন। স্বামীজী কখনও জলে ডুবিয়া, কখনও বা গঙ্গাজলের উপর ভাসিয়া থাকিতেন! স্বামীজী ছাড়া এত দীর্ঘ সময় গঙ্গাবক্ষে ডুবিয়া থাকিতে আর অন্য কাহাকেও দেখা যায় নাই। স্বামীজী যোগাসনে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া গঙ্গার স্রোতের অনুকুলে বা প্রতিকুলে ভাসিয়া যাইতেন, এ দৃশ্য তৎকালীন কাশীবাসী সকলেই দেখিয়া বিস্মৃত হইয়াছেন। মা গঙ্গার কোলে এইরূপ স্বচ্ছন্দ বিহার করিতেন বলিয়া লোকে স্বামীজীকে গঙ্গানন্দন জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা 'শ্রীশ্রীত্রৈলঙ্গাষ্টকম্ স্তোত্রে' স্বামীজীকে ভীষ্মদেব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। গঙ্গানন্দন ভীষ্মদেবের ন্যায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীও চিরকুমার অখণ্ড ব্রহ্মচারী ছিলেন। দ্বাপরের ভীষ্মদেব ভ্রাতার অনুকুলে রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের এই কলিযুগের ভীষ্ম স্বরূপ বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীও পূর্ব্বাশ্রমে পৈত্রিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশাল ভূসম্পত্তি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দান করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। সত্য নিষ্ঠা ও চরিত্র বলের দৃঢ়তা উভয়েরই জীবনে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম দেবের ন্যায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীও স্বীয় জন্মতিথিতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। "জন্ম-মৃত্যু" কেহ সঠিক বলিতে পারে না—ইহা দৈবাধীন সাধারণ জীবের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হয়।" উপরোক্ত দৃষ্টান্ত তদ্ বহির্ভূত জানিতে হইবে। **ভাগবৎ শরীর ধারণকারী মহাপুরুষগণের চিন্ময় দেহ হওয়াতে অলৌকিক প্রকট এবং অলৌকিক প্রয়াণ হইবেই ইহাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক !!** ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী দেহরক্ষার একমাস পূর্ব্বেই অন্তিমক্ষণ ও দিন সঠিক স্থির করিয়া সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। ভীষ্মদেবও দক্ষিনায়ণে মৃত্যুমুখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শরশয্যায় শায়িত থাকিয়াও নিজ ইচ্ছামত উত্তরায়ণ আসিলেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। ভীষ্মদেবের শেষ মৃত্যু শয্যায় রাজা যুধিষ্টির তাঁহার পাত্র মিত্র সহ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জটিল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া সদুপদেশাদি লাভান্তে সম্যকরূপে তাহা হৃদয়ঙ্গম করতঃ পরমতৃপ্তি ও পরমশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহাযোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সম্বন্ধেও তাঁহার অপ্রকট হওয়ার সংবাদ একমাস পূর্ব্বেই বিঘোষিত হয়। তারপরে তদীয় শিষ্য ও ভক্তগণ, সাধু ও সন্ন্যাসীগণ; পরমহংস প্রভৃতি অন্যান্য সকলে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব বাঞ্ছিত ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করেন এবং তদন্তর ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী **'আগ্নেয়ী যোগাবলম্বন'** দ্বারা অন্তর্হিত হন। এ যেন ঠিক **ভীষ্মদেবের** অন্তিম শয্যার শান্তিপর্ব্বের অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ কীর্ত্তনেরই পুনরাবৃত্তি! আবহমানকাল হইতেই ভারত ইতিহাসে এসব ধর্ম্মকথা চলিয়া আসিতেছে ও আসিবে।

N. B:—বিশেষতঃ আমরা আরও জানি যে ইহার জন্য ভারতবর্ষে 'সপ্তঋষী চারিযুগ ধরিয়া অমর'—অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই যুগ-যুগান্তরব্যাপী সাক্ষীস্বরূপ সদা জাগরুক রহিয়াছেন এবং সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন।

"অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসঃ হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিণঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তর্ষিগণের আসনের চিরস্মৃতি—স্থান ৺পুরীধামে অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তাই বলি এরূপ অপূর্ব্ব পূণ্যগাথা স্মৃতি সমূহ ভারতবাসীর সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিলে সনাতন ধর্ম্মের বিনাশ কিরূপে হইবে? শাশ্বত চিরন্তন পূর্ণসত্যই হইল সনাতন ধর্ম্ম—তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না, হইতে পারে না।

এখানে ৺বিশ্বেশ্বর স্বরূপ মহাযোগেশ্বর ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সহিত পতিতপাবনী মা সুরধুনীর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তদুপলক্ষে মা গঙ্গার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

সনাতন হিন্দুমাত্রেরই বিশেষতঃ গঙ্গাতট নিবাসীদের নিত্য গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল পানাদি ব্যবহার অবশ্য করণীয়। হিন্দু শাস্ত্রে গঙ্গাজলের অজস্র মহিমা নানাভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেশের সাহিত্যে ও নদী সমূহের মধ্যে মা গঙ্গাকে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করা হইয়াছে।

"পুষ্পেষু জাতি নগরেষু কাঞ্চি।
'নদীষু গঙ্গা' নৃপতৌ চ রামঃ॥"

এদেশে হিন্দুদিগের নিকট গঙ্গাজল অতি পবিত্র এবং দেহ মন শুদ্ধকরী বলিয়া চির প্রসিদ্ধ! পূজাপাঠার্চ্চনাদিতে নিত্য আবশ্যক! কেবল যে হিন্দুরাই গঙ্গাজলের এতাদৃশ আদর করিয়া আসিয়াছেন তাহা নহে, এদেশের গুণেমুগ্ধ মুসলমান-মোগল বাদশাহরাও গঙ্গাজল পানার্থ ব্যবহার করিতেন। পরে ইংরেজগণও দুইশত বৎসর ভারতে বাস করিয়া গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য শতমুখে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা জানিয়া পাঠকবৃন্দ সুখী হইবেন। মা গঙ্গার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ ষোল শত মাইল।

"মা গঙ্গার এই সুদীর্ঘ তটভূমিতেই আর্য্য সভ্যতা চরম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগেও উত্তর পূর্ব্ব ভারতের অসাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমৃদ্ধির গঙ্গাই প্রধান কারণ! আপনারা সকলেই জানেন যে মা গঙ্গা হিমালয়ের উপরিস্থিত 'গঙ্গোত্রী'র হিমবাহ হইতে উদ্‌ভূত হইয়া পাদদেশ হরিদ্বারের নিকট শিবলিকা পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। ক্রমান্বয়ে এরূপ উত্তর হইতে দক্ষিণ অভিমুখে মা গঙ্গা প্রধাবিত হইয়া পরে যুক্তপ্রদেশ, কানপুর প্রয়াগ (এলাহাবাদ) বিন্ধ্যাচল, ৺কাশীধাম, গাজীপুর, বালীয়া, পাটনা প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়া পশ্চিম বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া হুগলী ত্রিবেনীতে **"মুক্তত্রিবেনী"** নাম ধারণ করিয়া মোহনা দিয়া 'সাগর সঙ্গমে' বা **গঙ্গা সাগর** নামে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানে উপনীত হইয়া সর্ব্বশেষে অনন্তকাল নিবাসিনী মূল **বঙ্গোপসাগর গর্ভে বিলীন হইলেন!!** পরে গঙ্গাজল ও সাগর জল এক হইলেন, এখান হইতে আর ভিন্ন করা যায় না!!!

মূল জলাকারময় বৃহৎ জলাশয় নীল সমুদ্র জল হইতেই নদ নদীর উৎপত্তি, পরে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সূক্ষ্ম বাষ্পরূপে উর্দ্ধগতিতে উঠিয়া উচ্চতম অসীম নীল আকাশে প্রধাবিত হয় এবং শীতল বাতাসের প্রভাবে ঐ বাষ্পই মেঘরূপে ঘনীভূত হইয়া কিছু বৃষ্টিরূপে ধরায় বর্ষিত হয় এবং তুষারাকারে পাহাড় পর্ব্বতাদিতে পতিত হইয়া পরে ঘনীভূত হওয়ার ফলে শুভ্র রজত সদৃশ বরফাকার ধারণ করে; আবার গ্রীষ্মের সময় ঐ বরফই সূর্য্যের তাপে গলিয়া ভিন্ন ২ নদ নদী জলময় আকারে দেশ দেশান্তর ধাবিত হইয়া অবিশ্রান্ত গতিতে পুনরায় মূল উৎপত্তি স্বরূপ মহাসমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়! সমুদ্র জল স্থুলদৃষ্টির গোচর বলিয়া সাকারও বলা যায়, নচেৎ নিরাকার, সমুদ্রজল স্থুলদৃষ্টিতে দেখিতে নীল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা নীলবর্ণ নহে উহা নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। সমুদ্রজল খুব গভীর হইতে অতি গভীর বলিয়া এবং উপরিস্থিত নীল আকাশের ছায়াপাতে নীলবর্ণবৎ দেখায়—ইহাই ঋষীগণের সিদ্ধ অকাট্য উপলব্ধ বাণী!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে পাত্রে জল রাখা যায় জলও সাকার হইয়া সেই পাত্রাকার ধারণ করে, পাত্র ভাঙ্গিয়া গেলে মূলজলেই পাত্রাধারস্থ জল মিশিয়া এক হইয়া যায়। সাগরে মিলিত ব্রহ্মপুত্র নদ ও গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নদীর জল আর ভিন্ন করা যায় না !! বাষ্প নিরাকার !! বরফ সাকার !!! এসব অকাট্য সত্য! ইহা তর্ক দ্বারা অপ্রতিষ্ঠ করা চলে না। সমুদ্র হইতেই তরঙ্গবৎ বৃহৎ বুদ্বুদ্ উঠিয়া আবার সমুদ্রেই বিলীন হইয়া যায় ইহাই সনাতন অনুভূতি! জীবন ও ক্ষণভঙ্গুর, স্থূলদেহ বিনাশ শীল! আবার মহাজীবন মহাপ্রাণ অনন্তস্থায়ী-সমুদ্রবৎ অবিনাশী !!! তাই দেখুন, মনুষ্যের মধ্যে যে জীবন বা বায়ুরূপী প্রাণ আছে তাহা কি শুধু হৃদয়াভ্যন্তরেই আছে? না তা নয়;—তাহা সর্ব্বব্যাপী আকাশে বাতাসে সূর্য্যে অগ্নিতে জলে ও স্থলে এবং অন্তরীক্ষে আছে !! মা গঙ্গা এলাহাবাদে প্রয়াগধামে সঙ্গম স্থলে **"যুক্ত ত্রিবেণী"** অর্থাৎ (১) গঙ্গা (২) যমুনা এবং (৩) গুপ্ত সরস্বতী এই ত্রিধারারূপে মিলিত হইয়া **'ত্রিবেণী'** নামে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হইয়াছেন! সঙ্গমস্থলে গঙ্গাজল সাদা বা ঘোলাটে বর্ণ এবং যমুনাজল নীলবর্ণ; দুটী বিভিন্ন বর্ণের মিলিত স্পষ্ট রেখা প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টি গোচরীভূত হইয়া থাকে !!

৺কাশীধামে অবিমুক্ত শিবপুরীতে মা গঙ্গা প্রয়াগ হইতে বিন্ধ্যাচল, চুনার মির্জ্জাপুর হইয়া কাশীর জন্য **"উত্তর বাহিনী"** অর্থাৎ জলের চিরন্তন সাধারণ গতি দক্ষিণ মুখের উল্টো বা বিপরীত উত্তরমুখী গতিতে প্রধাবিত হইয়া প্রবাহিতা হইয়াছেন। ইহার বিপরীত গতির ব্যাখ্যাদি **"কাশী মাহাত্ম্য"** নামক গ্রন্থাদিতেই বর্ণিত আছে। এই প্রসিদ্ধ কাশীর গঙ্গা বক্ষে নৌকা ভ্রমণে বহু দেশ বিদেশের লোক প্রতি বৎসর আসেন! **কাশীর গঙ্গা হইল "জ্ঞান-গঙ্গা"-উত্তরাভিমুখী ধাবিতা, এখানে মরিলেই মুক্তি হয় !!!** যেদেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎকে জানাই হইল জ্ঞান, তাই এরূপ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া বিশুদ্ধ চিত্তে দেহত্যাগ করিলে অমরত্ব 'মহাশিবত্ব' লাভ নিশ্চয়ই হইবে— ইহাতে সন্দেহের কি কারণ থাকিতে পারে? দয়ালু শিব নিজ ধামে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময় জীবের দক্ষিণ কর্ণে মহামন্ত্র—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" তারক ব্রহ্ম নাম দিয়া ভগবৎ ভাবান্বীত মুমূর্ষু শরণাগত জীব সকলকে পরিত্রাণ করেন !!! কেমন সুন্দর প্রথা :— মৃত্যু দর্শনে সকলেই মৃতদেহকে শিবজ্ঞানে প্রণাম করেন ! শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় বাহকগণ প্রভৃতি সকলেই সমস্বরে চিরন্তন সত্য বিঘোষিত করেন "শ্রীরাম নাম সত্য হায় !!!" আহা ! জীবন্তে এই সত্য উপলব্ধি করিলেই প্রত্যেক মনুষ্য-জন্ম সার্থক হয় !

এই সুদীর্ঘ গঙ্গাতটভূমিতে একদিন ভগবানে শতসহস্র মুনীঋষীগণ জপতপ ও সাধন-নিরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া সিদ্ধ জ্ঞানের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখনও বর্ত্তমানে অনেকেই জপতপ করিয়া সাধন ভজন করেন—তবে যুগ ও কালের প্রভাবে যদিচ উহাদের সংখ্যা আজকাল কমিয়া গিয়াছে বটে তবুও স্বল্পাধিক্য ভাবে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের ভাব এখনও জাগ্রত আছে এবং স্থান মাহাত্ম্যাদি সবই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার উর্ব্বরতাও জগৎ বিখ্যাত ! তাই গঙ্গার তীরে লোক সংখ্যা অত্যধিক হয়।

মা গঙ্গাদেবীর আগমন বৃত্তান্তাদি বা গঙ্গামাহাত্ম্য যেমন সুপ্রসিদ্ধ তেমনই স্থান মাহাত্ম্য, তীর্থ মাহাত্ম্য, বিশালতা মাহাত্ম্য, স্থূলপঞ্চ মহাভূত আকাশ-মরুত্-অগ্নি-জল-মাটীর মহান্ উদারতাপূর্ণ মাহাত্ম্য; ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চদেবতা যথা,— (১) শিব, (২) গণেশ, (৩) সূর্য্য, (৪) নারায়ণ এবং (৫) পৃথ্বিরূপিণী জগতজননী মা—ইত্যাদির সূক্ষ্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবার্থপূর্ণ মাহাত্ম্য, 'বদরী বিশাল্‌কী জয়' মাহাত্ম্য, ইত্যাদি ঋষীগণ প্রমুখ প্রচারিত বহুবিধ মাহাত্ম্য বোধ সূক্ষ্মবুদ্ধি সহ সহজ বোধগম্য! ব্রহ্মচর্য্যহীন ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়াতে আধুনিককালে অনেকেই সূক্ষ্মধারণাদি করিতে অসমর্থ—তাই ভাবিতে দুঃখ হয়। যে দেশে দেখুন 'শুক্র ব্রহ্ম' ইত্যাকার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ভীষ্মদেব ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী প্রমুখ মহাত্মাগণ স্ব স্ব জীবনে প্রতিপালন করিয়া অসাধ্য সাধন ব্যাপার দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানে বোধের অগম্য জনক হইয়া প্রায় দাড়াইয়াছে। সূক্ষ্ম শুক্ররূপে জীব-জগত ধৃত রহিয়াছে, **শুক্র অবিনাশী! বীর্য্যই শুক্র। শুক্রই বীর্য্য!! বীর্য্যই বিন্দু!! বিন্দু ধারণে জীবন-মহাজীবন লাভ; আবার বিন্দু পতনে মৃত্যু!!!** অমরত্ব লাভের এই শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকই সর্ব্বত্র দরকার, তবেই পূর্ণ শান্তিরাজ্য সর্ব্বত্র অচিরাৎ লাভ হইবে!!!

"যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ তদ্ তদ্ এব ইতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তৎ অনুবর্ত্ততে॥"
(গীতা ৩।২১)

অর্থাৎ, মহৎ জনের অনুকরণই সাধারণ লোকে করিয়া থাকেন।

গঙ্গা সাগর তীর্থ ও গঙ্গা মাহাত্ম্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থে তদ্‌বিষয়ে কিঞ্চিৎ আর একটুক নিবেদন করিতেছি:—

"সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥" (গীতা ১০।২৬)

পুরাকালে সেই প্রখ্যাত কপিল মুনির কোপে সূর্য্যবংশীয় সগর রাজার বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। পরে আবার কপিল মুনির আশীর্ব্বাদে ও উপদেশে সগরবংশীয় ভগীরথ সাধন শক্তি দ্বারা স্বর্গ হইতে ত্রিধারারূপে মর্ত্তলোকে মা গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, স্বর্গে নাম মন্দাকিনী গঙ্গা ও পাতালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগবতী গঙ্গা এবং মর্ত্তলোকে 'ভাগিরথী গঙ্গা' হইয়া সাগর সঙ্গমে মিলিত হইয়া মৃত সগর রাজা ও তার বংশধরগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন! ভগীরথ সগর বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি নিজকে ধন্য ও কুলকে ধন্য এবং শত শত নর নারীকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন এবং অক্ষয় অমর কীর্ত্তি রাখিয়াছেন!! এই ভগীরথ কর্ত্তৃক মা গঙ্গা আনয়নের বিবরণ আমাদের শাস্ত্র পুরাণে কথিত আছে; প্রবল তপোবলে 'জহ্নু মুনী' গণ্ডুষে গঙ্গাকে সম্পূর্ণ পান করিয়া উদরস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহা জঙ্ঘা বা জানু দিয়া পবিত্র ভাবে নির্গত করিয়া দিয়াছিলেন—তদবধি মা গঙ্গার অপর নাম 'জাহ্নবী' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে!

তাই বলি, শুধু নদী হিসাবেই যে মা গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব তাহা নহে, গঙ্গার জলও যে অন্যান্য নদ নদীর জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহার কারণ আমরা এই প্রসঙ্গে আর একটু আলোচনা করিব। আশা করি ইহাতে পাঠকবৃন্দ ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া আনন্দ লাভই করিবেন।

আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে বড় বড় জাহাজের যাতায়াতে অনেক দিন লাগিত এমন কি প্রথমতঃ 'কেপ্ অভ্ গুড্ হোপ্' বা উত্তম আশা অন্তরীপ দিয়া বহু জলপথ ঘুরিয়া আসিতে প্রায় মাস ছয় সময় লাগিত। পরে আরব্য সাগর হইয়া 'সুয়েজ্ ক্যানাল' দিয়া জাহাজে সোজাপথে যাতায়াতে মাসাবধির উপর কাল লাগিত। এখন ত আবার উড়োজাহাজে (AEOROPLANE এ) অল্পসময়ের মধ্যেই যাতায়াত করা হয়!

পূর্ব্বে বিলাতগামী জাহাজগুলিতে কলিকাতা হইতে গঙ্গার জল তুলিয়া লওয়া হইত! ঐ সকল জাহাজ লণ্ডন বা ইউরোপীয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইবার পরেও ঐ জল সম্পূর্ণ পানযোগ্য থাকিত, কোনরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকৃতির লক্ষণ উহাতে দেখা যাইত না! কিন্তু পক্ষান্তরে লণ্ডন বা ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে যাত্রার পূর্ব্বে যে পাণীয় জল জাহাজে লইয়া ভারতে আনা হইত তাহা ভারতবর্ষে পৌছিবার বহু পূর্ব্বেই দূষিত এবং পোকায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত!

"ইউরোপীয়গণ সবিস্ময়ে ইহা লক্ষ্য করিয়া গঙ্গাজল বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা পরীক্ষা করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। **'মিষ্টার হ্যান্‌কিন্‌'** নামক এক ইংরেজ আগ্রায় গঙ্গাজল পরীক্ষা করিয়া **ইহার অদ্ভুত পাবনী বা শুদ্ধীকরণের শক্তির বিষয় সপ্রমাণ করেন।** তদবধি ইংরেজ রাজত্বের মধ্যেই ইংরেজগণ কর্ত্তৃক গঙ্গাজলের অসাধারণ বিশুদ্ধ শক্তির মাহাত্ম্য কথা স্বীকৃত হইল। ছয় ঘণ্টা কাল যাবৎ কোন পাত্রে ভালরূপে রক্ষা করিয়া গঙ্গাজল পানীয় রূপে ব্যবহার করিলে তাহার সঙ্গে কোন রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। তবুও যে স্থানে সম্ভব জল ফুটাইয়া লওয়া ভাল |। 'নির্ম্মলী' দ্বারা শুদ্ধ করিয়া নেওয়া আরও ভাল। **'নির্ম্মলী'** এক রকম ফল, উহা কাশী বা হরিদ্বারে পাওয়া যায়। ইহা জল পাত্রের মুখে পরিমাণ অনুযায়ী ঘষিয়া রাখিয়া দিলে কিছুকাল পরেই দেখিবেন যে ঘোলানী জলের তলানী শুদ্ধ উড়িয়া গিয়াছে এবং ময়লা জল বেশ টল্‌টলে পরিষ্কার হইয়াছে। আপনারা ইহাতে সহজে বুঝিতে পারিবেন **দ্রব্যগুণের কিরূপ অপার শক্তি।** না জানিলে বা না দেখিলে উহা অজ্ঞলোকে বিশ্বাস করে না। তাই বলি ভগবৎ লাভের জন্য **মন্ত্র বা মহামন্ত্র শক্তিও তেম্‌নি অমোঘ ও অভ্রান্ত এবং অকাট্য।**

সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানে মন বুদ্ধি সংযুক্ত করিয়া যে কোন কাজ করা হয় তাহাতেই অপরিসীম শক্তি এবং পূর্ণ শান্তি লাভ নিশ্চয়ই হইবে। ভগবৎ নাম গ্রহণ ও সিদ্ধমহাত্মাগণের সিদ্ধমন্ত্র ঐরূপ উপরোক্ত 'নির্ম্মলীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত জন্মজন্মান্তরীণ ময়লা স্বরূপ ও মনের পুঞ্জীভূত পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া স্বচ্ছ দর্পণ এবং শুদ্ধ মন প্রাপ্তে ভগবদ দর্শন লাভ নিশ্চয় হয়। আপনারা দেখিবেন হরিদ্বারের গঙ্গাজল—জোয়ার ভাটা না থাকার দরুণ চৈত্র বৈশাখ মাসে স্বভাবতঃই অতি স্বচ্ছ। মীনের খেলা স্পষ্ট দেখা যায় এবং বহুনিম্নের তলানী পর্য্যন্ত দেখা যায়।

"আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ জনৈক সাহিত্যিক "মার্ক টোয়েন"—ছদ্মনামধারী ক্লিমেন্স সাহেব ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাজলের এইপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং বিস্ময়কর পাবনীশক্তির আবিষ্কারাদির বিষয় তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ঃ—

"শত শত বৎসর ধরিয়া, এমন কি যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভারতবর্ষের হিন্দুগণ গঙ্গাজলকে অতিশয় পবিত্র বলিয়া ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। এজন্য অপরাপর সর্ব্বদেশীয় অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ কর্ত্তৃক অজ্ঞতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা হইত ইহা অন্যায়।"

তবেই এখন বুঝিয়া দেখুন যে নিজ নিজ বুদ্ধিতে হাল্ না পাইলে এরূপ বিদ্রূপ বা উপহাস সর্ব্বত্র সব সময়েই হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বর্ত্তমান শিক্ষাদির প্রভাবে ও আমাদের দেশের লোকের ও এইরূপ ঋষীগণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাচরণাদি বিষয়ে বিদ্রূপ ও উপহাস করেন দেখা যায়। এখানে তাহা স্পষ্টভাবে বলা দোষনীয় হইবে না। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনই মূল অধঃপতনের কারণ। ঋষীদের দৃষ্টিশক্তি যে কতদূর সুপ্রসারিত, ত্রিকালজ্ঞরূপে তাঁহাদের নিকট (১) ভূত ও (২) বর্ত্তমান এবং (৩) ভবিষ্যত তিনটীই হাতের মুঠের মধ্যে থাকে, তাই "করতলবৎ" বলিয়া এক সামান্য কথায় দৃষ্টান্ত দিয়া বোঝান হয়!!

সুদূর অতীত কালে ভারতীয় ঋষীগণ প্রদর্শিত সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বনকারীগণ কিরূপে গঙ্গাজলের পাবনীশক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন? তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি ভারতবর্ষে জীবাণু তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক ছিলেন ? কি না ? তাহা সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। তবে একথা সুস্পষ্ট যে ভগবৎ রাজ্যের উভয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের অসভ্য সুসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিবার অনাদিকাল হইতেই হিন্দু আর্য্য ঋষীগণ সুসভ্য ছিলেন এবং আসুরী সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দৈবী সম্পদ সম্পন্নই ছিলেন। দেখুন, বুদ্ধি শক্তিকে চালনা করতঃ আত্মস্বরূপে তন্ময়তা লাভেই বিজ্ঞানের ও অন্যান্য কলা বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ লাভ হয় সর্ব্ব-'জ্ঞ' ভগবানে মন নিরুদ্ধ হইলে সর্ব্ববিষয় স্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়; তাহা নিম্নস্তরীয় বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে লাভ করা দুরূহ। মন স্থির হইলেই 'আত্মা' বলা হয়, মন চঞ্চল হইলেই আত্মা হইতে চ্যুত থাকিলেই 'জীব' বলা হয়। তাই বলি নিরন্তর পরম স্থির মনে পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীভগবানে যুক্ত থাকিলে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হওয়া কি অসম্ভব ? শাস্ত্রে বলেন 'যত্র জীব তত্র শিব'। সুধী পাঠকবৃন্দ ! খুব ধীর স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখুন অন্যান্য অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ? ও কি ভাবে হয় ? এবং কেনই বা হয় ?

গুরুমাতা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর প্রমুখাৎ এই সুদীর্ঘ ১৮ আঠার বছর ব্যাপী নিত্য পাঠের মত শুনি যে পূজ্যপাদ পরম গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামাজী শ্রীশ্রীমা'কে উপদেশ দিয়া বল্‌তেন্ —

"মা, দেখ্‌ দেখিন্ কি আশ্চর্য্য ! যে ভগবান—'চিরন্তন-সত্য-নিত্যবস্তু'—তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তির—তার-তম্য-অনুসারে সর্ব্বদেশে পৃথক বোধে বিবিধ পৃথক্ জ্ঞানে উপাসনা করে এবং নিজ নিজ দৃষ্টি অনুযায়ী দলবদ্ধ হইয়া কার্য্যাদি করিতেছে ও করিবেঃ—যথা মন্দির-মস্‌জিদ-চার্চ্চ্ (বা গির্জা) ইত্যাদি সব নির্ম্মাণ করে। বাস্তবতঃ সর্ব্বব্যাপকভাবে শ্রীভগবানকে দ্বন্দ্বাতীতরূপে কয়জন দিব্যচক্ষে দেখতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন? "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সবই ব্রহ্মরূপে কারণ ব্যতীত অবস্থায় উপনীত প্রকৃতদ্রষ্টা ঋষী ও মহাপুরুষগণের কাছে দেশ-কাল পাত্রাদির পার্থক্যাদি বোধ থাকে না! ভিন্ন ২ ধর্ম্মাবলম্বীগণ-'মা'-টিকে বা আকাশকে কখনও পৃথক করিতে পারিয়াছেন কি? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীগণের পক্ষে মাটি ও আকাশ একই থাকিয়া যায়। "ভগবানও এক, তিনি ভাবগ্রাহী শ্রীহরি জনার্দ্দন।" পঞ্চমহাভূতাদি স্থূল দৃষ্টির গোচরীভূত সত্য! তা ছাড়াও স্থূক্ষ্মদৃষ্টির গোচরীভূত জিনিষ আছে তাহাই হইল চিরন্তন সত্য!!!" সেই পরম চিরন্তন সত্য উপলব্ধ দ্রষ্টাপুরুষগণ সকলেরই নমস্য!! এই সত্যই এক ও নিত্য-দ্বন্দ্বাতীত-অদ্বিতীয়-ভাবাতীত-জ্ঞানমূর্ত্তি!!!

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহগ্রস্থ ব্যক্তিগণের অবগতির জন্য এবং তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি দূরীভূত করিবার শুভ মানসে এখানে এই অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির উল্লেখ করিলাম। এজন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দীন লেখকের সানুনয় নিবেদন এই যে স্থির চিত্তে এই পুস্তকের আখ্যায়িক সিদ্ধ-ত্রিগুণাতীত-অবস্থাসম্পন্ন অটুট স্বাস্থ্যধারী বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর স্বেচ্ছা প্রয়াণাদি সম্বলিত জীবনী শ্রদ্ধান্বিত ভাবে সমালোচনা বা মনে মনে অনুচিন্তন করিলে সকল দেশের লোক—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ বোধ করিবেন এবং মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে শুদ্ধ চিত্ত লাভ করিয়া অমরলোকবাসী হইবেন! ইংরেজীতে বেশ একটি উৎসাহোদ্দীপক উপদেশ বাণী আছে,—

"LIVES OF GREAT MEN ALL REMIND US WE CAN MAKE OUR LIVES SUBLIME." অমরবাসীগণের জীবনী পাঠেও আমরা নিজকে সেরূপ তৈয়ার করিয়া নিশ্চয়ই অমরত্ব লাভ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেব ভাষায় ঋষীগণও আমাদিগকে উদ্দীপনা-সূচক মর্ম্মস্পর্শী মহৎবাণী শুনাইয়াছেন,—

"শৃণ্বন্তু তে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—

তোমরা সকলেই অমরের সন্তান, তোমরাও অমর হও !! আমরাও বলিতে চাই সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনী পর্য্যালোচনার দ্বারা ব্যক্তিগত প্রত্যেক মনুষ্য জীবনে পরম উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ নিশ্চয়ই হয়।

ওঁ তৎসৎ !!!

ঋষীগণ উপলব্ধ মহাশান্তিবচন উল্লেখান্তে এই অধ্যায় শেষ করিলামঃ—

"শান্তিবচনম্"

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ হরি ওঁ। ওঁ তৎসৎ ॥
ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥।

——(*)——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যগণঃ—

৺কাশীধামের বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যগণের সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ তাঁহার ২৮০ দুই শত আশী বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ জীবন কালে কত লোক যে তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন কে বলিবে? বিশেষতঃ মদীয় গুরুমাতা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী ছাড়া স্বামীজী অন্য কোন শিষ্যকেই দীর্ঘকাল নিজের নিকট থাকিতে দেন নাই।

জীবন্মুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর অন্যতম বাঙ্গালী শিষ্য ও তাঁহার জীবন চরিত প্রণেতা উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাত্র পাঁচ জন শিষ্যের নাম নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে ঠিক নয় পূর্ব্বে প্রতিবাদে ব্যক্ত করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় শিষ্যের নাম পরমারাধ্যাত্মমা গুরুমাতা আচার্য্যা ১০৮ শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর প্রমুখাৎ আমরা যাহা অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

N. B:—[দীন লেখকের সানুনয় নিবেদন ইহা ছাড়াও সুধী পাঠকবৃন্দের যদি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর অন্যান্য কোন শিষ্য ও প্রশিষ্যের নাম ধাম সঠিক ঠিকানাদি জানা থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশকের নামে ও ঠিকানায় উহা লিখিয়া জানাইলে সুখী ও কৃতার্থ হইব এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংযোজনা করা যাইবে]

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যগণের তালিকাঃ—

১। স্বামী কালিকানন্দ সরস্বতী (কালীচরণ স্বামী)। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীকালীচরণ মিশ্র। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ঢাকাদক্ষিণ পরগণাস্থ মিশ্রগ্রামের ৺মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃকুল সুপ্রসিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-বংশে ইহার জন্ম। ইনিই বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর প্রধান শিষ্য ছিলেন।

২। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী,

৩। স্বামী ভোলানন্দ সরস্বতী (ভোলানাথ স্বামী),

৪। স্বামী সদানন্দ সরস্বতী,

৫। স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গ সরস্বতী (পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা সহরের স্বামীবাগের সুপ্রসিদ্ধ 'ভায়লা বাবা')।— ইহার ৩ তিন জন প্রখ্যাত শিষ্য আমাদের পরিচিতঃ—

(i) শ্রীমৎস্বামী নীলানন্দজী, (ii) স্বামী শঙ্করানন্দজী এবং (iii) বর্ত্তমান ঢাকা স্বামীবাগের মহান্ত মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী নরেশানন্দ সরস্বতী।

৬। স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। [ইনি প্রায় দুই শতাধিক বৎসর বয়সে নেপালে 'মুক্তিনাথে' দেহরক্ষা করেন]। [N. B.—সৌভাগ্য ক্রমে দীনলেখক তাঁহার জনৈক শিষ্য বিশুদ্ধানন্দজী (ওরফে বিশু বা বিদ্যার্থী) সহ উভয়কে, ইং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১৩৩৫ সনে, পরিব্রাজক অবস্থায় ভারতভ্রমণে নিরত থাকা কালীন হুগলী সহরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত সব্ জজের বাসাতে দর্শন লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন]।

৭। স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী। [ইনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদে, ইংরেজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১৩২৫ সনে, সমাধিতে দেহরক্ষা করেন]।

৮। স্বামী নরসিংহানন্দ সরস্বতী (নরসিংহজী)। [ইনি প্রসিদ্ধ সুখ্যাতনামা 'হঠযোগী' ছিলেন এবং জীবনের প্রথম ভাগে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট যোগশিক্ষা করেন। অনেকেই অবগত আছেন তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্ব সমক্ষে উৎকট বিষ ভক্ষণ করিয়া হজম করিতে পারিতেন। এই জাতীয় খেলা দেখাইতে গিয়া তিনি বর্ম্মাপ্রদেশের অন্তর্গত 'রেঙ্গুন' সহরে ইং ১৯৩০ খৃঃ, বাংলা ১৩৩৭ সনে, দেহত্যাগ করেন। রেঙ্গুনে ইহার চার বছর পরে, ইং ১৯৩৪ খৃঃ, বাংলা ১৩৪১ সনে, শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী সহ দীনলেখক বর্ম্মাপ্রদেশ পরিভ্রমণে গিয়া ঐ সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন]।

৯। স্বামী কানাই লালজী। [ইনি কাশ্মীর প্রদেশে বহু শিষ্য করিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার এতদ্দেশীয় প্রধান শিষ্য, উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ 'শ্রীবাল্ কাক্' মহাশয় আমাদের পরিচিত এবং তিনি গুরুমাতা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর 'অমর নাথ' দর্শন যাত্রার পথে প্রখ্যাত স্বাস্থ্য নিবাস ও প্রথম বড় চটী পাহেল গ্রামে প্রথমে দর্শন লাভ করেন ; তথা হইতে যাত্রার সব রকমের সুবন্দোবস্তাদি করিয়া দেন পরে অমর নাথ (বরফের শিবলিঙ্গ) শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে, বাংলা ১৩৪৩ সনে, ইং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে, দর্শনাদি করিয়া ফিরিয়া কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীনগর রাজধানীতে পৌছিলে, শ্রীবালকাক্জী তখন নিজ ভবনে নিয়া যান এবং তথায় শ্রীশ্রীমাতাজী কর্ত্তৃক তিনি পূর্ণাভিসিক্ত হন]।

১০। শ্রীমৎ মঙ্গল দাস ভট্ট বালব্রহ্মচারীজী। [ইনি একজন কাশীবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহারই নিজস্ব ভবনের মুক্ত প্রাঙ্গণে গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তাঁহার জীবনের শেষ ৮০ অশীতি বৎসর অবস্থান করেন]।

১১। শ্রীমহাদেব ভট্ট—ঐ মঙ্গল ভট্টের মধ্যম ভ্রাতা ও

১২। শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট—ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও

১৩। মা অম্বা দেবী—ইঁহাদের মাতা এবং

১৪। শ্রীরাম ভট্ট—মঙ্গল ভট্টের ভ্রাতুস্পুত্র মহাদেবের ছেলে।

১৫। শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মা [ইনিই সুপ্রসিদ্ধা 'ভৈরবী মা' বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ব্রাহ্মণী মা' বলিয়া পরিচিতা। যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তাঁহার ২৬ বৎসর বয়সে—বাংলা ১২৬৮ সনের প্রথম ভাগে, সর্ব্বপ্রথমে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় দেখেন। তিনি গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আদেশেই বঙ্গদেশের ৩ তিন জন মহাপুরুষকে চিনিয়া বাহির করিয়া দীক্ষা দিবার জন্য পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখার পরেই সকল আত্মীয় স্বজনকে আশ্বাস দানে পরিতুষ্ট করেন এবং (১) প্রথম পরমহংসদেবকে তান্ত্রিক সাধনা মার্গে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর তিনি মাতৃ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। অবশেষে পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমনির কালী বাড়ীতেই অদ্বৈত মতে সোঽহং বাদী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীস্বামী তোতাপুরী মহারাজ কর্ত্তৃক বিশিষ্টভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—ইহা সর্ব্বজন বিদিত। প্রথম অংশটির উক্তি বিষয়ক বিবরণ বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন; তাই ঘরের সঠিক খবর লেখা হইল। অপর দুই জন মহাপুরুষের মধ্যে (২) দ্বিতীয় জন হলেন 'শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী' এবং (৩) তৃতীয় জন হলেন 'শ্রীবেণীমাধব গাঙ্গুলী'। ইহারা উভয়েই বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট হইতেই যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন.]।

১৬। মা রাজলক্ষ্মী দেবী (গুরুদত্ত নাম 'অম্বালিকা')। ইনি শ্রীকালীচরণ মিশ্রের সহধর্ম্মিণী এবং আমাদের পরমারাধ্যা গুরুদেবী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর গর্ভধারিণী মাতৃদেবী।

১৭। চিরকুমারী পরিব্রাজিকা সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী। [বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীশ্রীমাতাজীই একমাত্র এখনও জীবিতা আছেন। শ্রীশ্রীমাতাজী পূর্ব্বোক্ত শ্রীকালীচরণ মিশ্র ও মা রাজলক্ষ্মী দেবীর একমাত্র সন্তান। বর্ত্তমানে ১০ দশ বছর হইল গুরুদেবের আদেশেই, ১৪২ নং আউধগর্ব্বী অঞ্চলে "ভজন আশ্রম"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থাপন করিয়া তথায় ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ও শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কালযাপন করিতেছেন। মাঝে ২ এখনও এই বৃদ্ধাবস্থায় পরিভ্রমণে বাহিরে নির্গত হন। পরে অন্যান্য বিবরণ বিশেষ ভাবে শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর জীবনীতে উল্লেখ করা হইবে]।

১৮। শ্রীকেদার নাথ বন্দোপাধ্যায় বাচস্পতি। [ইনি গৃহস্থ শিষ্য। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় বি এল্ উকীল আমাদের পরিচিত ছিলেন। শ্রীদুর্গাদাসজী সস্ত্রীক হরিদ্বারের স্বামী নিরঞ্জনানন্দ স্বামীজীর শিষ্য। তিনি গৃহস্থ আশ্রমে থাকিতেই ওকালতি ছাড়িয়া জব্বলপুরে চাকুরী করিতেন, পরে তাহাও ছাড়িয়া বানপ্রস্থাবলম্বী অবস্থায় ছিলেন, অবশেষে নিজে একাকী নর্ম্মদা নদীতটে তপস্যা করিতে করিতে ৬ বছর হইল আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অমর ধামে প্রয়াণ করেন। তিনি ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীমাতাজীর সমীপে দর্শনার্থে প্রথম ভজন আশ্রমে আসেন এবং শ্রীশ্রীমাতাজীর নিকট হইতে সময় ও সুযোগ লাভ হইলে সন্ন্যাস দীক্ষা নিবার আন্তরিক সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখখানা হুবহু পিতৃতুল্য থাকাতে মাতাজী দুর্গাদাসজীকে প্রথমে চিনা ২ লাগিতেছে বলেন এবং বাচস্পতি মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন, তার পরে তাঁহারই পুত্র বলিয়া সবিশেষ পরিচয় অবগত হন এবং পরে পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে আপ্লুত হন! "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এরূপ আত্মজ পুত্র লাভই সার্থক! নিজ জন্ম ছাড়াও তিন কুলের পিতৃ-মাতৃ-গুরুকুল বংশীয় পর পর উর্দ্ধস্থ সপ্ত সপ্ত পুরুষগণ সকলে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন]!!

"মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জনৈক শিষ্য প্রণীত "মহাপাতকীর জীবনে শ্রীশ্রীসদ্গুরুলীলা" নামক গ্রন্থে বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছেঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহাধ্যায়ী সচ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক বাবা কেদার নাথের সহিত (ইনি পরে সর্ব্বজন পূজিত মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্য হন) আমার অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল। তাঁহার সহবাসে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার সঙ্গগুণে আমার নৈতিক জীবন পরিমার্জ্জিত হইল এবং অন্তর্নিহিত ভালবাসার ফোয়ারা যেন খুলিয়া গেল।"

১৯। শ্রীরামতারণ ভট্টাচার্য্য। [ইনিও গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন।]

২০। শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়। [ইনি বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শেষ গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীর তিরোধানের বিয়াল্লিশ বছর পরে বাং ১৩৩৬ সনে, "জীবন্মুক্ত তৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী" নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ জীবন কথা, এই পুস্তকের ভিন্ন ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন]।

N. B :—ইহা ব্যতীরেকেও কতিপয় শিষ্যদের নাম কোন কোন অধ্যায়ে এই পুস্তকে কথাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

দীনলেখকের বিনীত নিবেদন এই যে উপরোক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্য রূপে তালিকা ভুক্ত শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, আমরা তাহা অবগত হইয়াই এখানে উল্লেখ করিলাম। আমাদের বিশ্বাস এতদ্ব্যতীত বহু সাধক তাঁহাদের সাধন পথে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সাহায্য ও উপদেশ পাইয়াছেন।

পুঃ—নিম্নলিখিত মহাপুরুষগণ বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট হইতে যোগশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—সুপ্রসিদ্ধ বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও বেনী মাধব গাঙ্গুলী এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী শ্রেষ্ঠ ফকীর আবদুল গফুরজীর কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর প্রাথমিক দীক্ষা ও দেহশুদ্ধি বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট হইয়াছিল একথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবিষয়ে গোস্বামী প্রভুর স্বকথিত বিবরণ, তাঁহার জীবনী হইতে এখানে পাঠকবৃন্দের কৌতুহল নিবারণার্থে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমি যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ছিলাম তখন একবার ৺কাশীধামের বিখ্যাত তৈলঙ্গ স্বামীজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।"

"আমি প্রাতে উঠিয়া বাহির হইতাম এবং প্রায়ই তৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। কোন কোন দিন একটু বেলা হইলে, স্বামীজী ইঙ্গিতে আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। ক্ষুধা লাগিয়াছে বলিলে, রাস্তাতে সুবিধামত কাহাকেও বলিতেন,—"উহার জন্য কিছু খাবার আন।" অমনি তাহারা ৫।৭ জনের খাবার নিয়া আসিত। আমি বলিতাম, 'এত খাইতে পারিব না, আপনি খাবেন কি?' তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া তাঁহার মুখের ভিতর খাবার দেওয়ার জন্য বলিতেন। স্বামীজী খুব খাইতে পারিতেন! খাইতে খাইতে যখন প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইত, তখন আমি নিজের অংশ উহার ভিতর হইতে সরাইয়া রাখিতাম এবং বলিতাম,—'আমারটা ত আমি আগে রাখিয়া দেই।' ইহাতে তিনি একটু হাঁসিয়া মাটিতে লিখিয়া দেখাইতেন— "বাচ্চা সাচ্চাহ্যায়।' কোন সময়ে হয়ত স্বামীজী নদীতে পড়িয়া ভোঁস করিয়া ডুব দিতেন এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়া উঠিতেন। আমি তখন গঙ্গার পার দিয়া দৌড়াইয়া যাইতাম।"

"একদিন এক কালীমন্দিরে গিয়া স্বামীজী প্রস্রাব করিয়া ছিটাইয়া কালীর অঙ্গে দিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'প্রস্রাব গায় দেন কেন?' তিনি মাটিতে লিখিয়া দিলেন—'গঙ্গোদকং'। আমি বলিলাম—'কালীর গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন,—'পূজা'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সময়ে ঐ দেবালয়ে লোক ছিল না। পরে লোক আসিলে আমি বলিলাম—'উনি প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছেন এবং বলেন যে উহা 'গঙ্গোদকং' (গঙ্গাজল)।' তাঁহারা উহা শুনিয়া বলিলেন—'ইনি ত সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, ইহাকে এমন বলিতে নাই, ইহার প্রস্রাব যে গঙ্গোদক তাহা ঠিকই। "স্বামীজীর প্রতি লোকের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।"

একদিন স্বামীজী ও আমি দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর দিয়া ভ্রমন করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার হাত ধরিয়া মৌনভঙ্গ করতঃ বলিলেন—'তোকে দীক্ষা দিব।'

আমি বলিলাম—'হ্যাঁ' তোমার কাছে আবার আমি দীক্ষা নিব; তুমি কখনও শিবপূজা কর, কখনও প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দাও এবং বল যে গঙ্গোদকং, আমি তোমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিব না। বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি গুরুবাদ মানি না।' তিনি হাঁসিয়া বলিলেন,—'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।' পরে হিন্দি ভাষায় বলিলেন, 'তোকে দীক্ষা দিবার আমার বিশেষ কোন গূঢ় কারণ আছে, রীতিমত দীক্ষা দিব না। গুরু গ্রহণ না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না; তোর গুরু আমি নহি, অন্য এক জন। সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তবে আমি এখন তোর শরীর শুদ্ধ করিয়া দিব।' ইহার পরে তিনি আমাকে ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—'আমার উপর ভগবানের যে আদেশ ছিল তাহাই পালন করিলাম মাত্র।' ইহার পর যখন গোস্বামী প্রভু যোগদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিবার জন্য ৺কাশীধামে গমন করেন তখন তৈলঙ্গ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন্— 'কেয়া ইয়াদ্ হায় ?' গোস্বামী প্রভু ভক্তিবিহ্বল চিত্তে উত্তর করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হ্যাঁ, মহারাজ।' (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অমৃত লাল সেন গুপ্ত)।"

অন্যত্র "আশাবতীর উপাখ্যান" নামক স্বরচিত গ্রন্থে গোস্বামী প্রভু ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

আশাবতী (৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর ছদ্মনাম), তৈলঙ্গ স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন, "প্রভো! আমি স্ত্রীলোক, অতি অজ্ঞান, কিছু জানি না; আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি মহাপুরুষ, জ্ঞানের সাগর, আপনাকে পাইয়া আমার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" আমার প্রশ্ন এই যে,—"জগতে উপাস্য দেবতা কত জন এবং তাঁহারা কে?"

তৈলঙ্গ স্বামীজী প্রস্তর খণ্ড দ্বারা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিলেন,— "উপাস্য দেবতা এক। যে ব্যক্তি, যে কোন নামে, যে ভাবে পূজা করুক, সেই একেরই পূজা করে; কারণ দেবতা একমাত্র অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাই। তিনি শিবম্।"

ইহার পর তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"পার্ব্বতী-পতি শিব কি?" তাহাতে স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন,—"মঙ্গলম্।" আশাবতী— "তাঁহার রূপ কি?" তৈলঙ্গ স্বামী—"তিনি সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ যোগী জনের হৃদয় রঞ্জন।"

আশাবতী—"তবে প্রতিমা পূজা কেন?"

তৈলঙ্গ স্বামী—"পূজা দুই প্রকার; -

(১) সাবলম্বন, আর (২) নিরবলম্বন।

(১) দারুময়ী, প্রস্তরময়ী, মৃন্ময়ী বা প্রতিমাদি, ঘট, পট, জল, স্থল, চন্দ্র, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত; এইরূপ ভগবত সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে পূজা, তাহাই সাবলম্বন এবং নিকৃষ্ট। যতদিন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হয়, ততদিন স্বাবলম্বনের কোন একটা অবলম্বন না করিলে পূজা হয় না; ব্রহ্মদর্শন হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না।

(২) স্বাবলম্বন পূজার মন্ত্র,—'যে দেবতা ঘটে, প্রতিমায়, জলে, অগ্নিতে, সর্ব্বভূতে, বিশ্বসংসারে, সেই দেবতাকে নমস্কার। কিন্তু নিরবলম্বন পূজার মন্ত্র, কেবল 'ত্বংহি! ত্বংহি!! ত্বংহি!!!' স্বাবলম্বন পূজা হ'লো সোপান, উহার কোনটিতে বদ্ধ থাকিলে প্রকৃত অবস্থা লাভে বিলম্ব হয়।"

আশাবতী—"প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি?" ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী কোন উত্তর আর না লিখিয়া 'যোগাসনে বসিয়া সাধন' প্রণালী দেখাইলেন।

যোগী (আশাবতীর সঙ্গী)—আশাবতী! দেখ দেখ কি অপরূপ শোভা! যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে! আহা! কি উচ্চ হাঁস!! যেন রাজঘাটে হাঁসির তরঙ্গ আঘাত করিতেছে!!!

ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভাব সম্বরণ করিয়া স্থির হইলেন। যোগী ও আশাবতী প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।"

ওঁ তৎ সৎ !!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিষ্য ৺উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

"জীবন্মুক্ত তৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবন চরিত" লেখক ৺উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিমে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত জামালপুরের সন্নিকট মুঙ্গের সহরে এক ডাক্তারখানায় চাকুরী করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মতবাদ আলোচনাদি করিয়া ও নানাবিধ বক্তৃতা শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মের সনাতন অকাট্য ঋষিবাদ 'পুনর্জ্জন্ম' ও 'কর্ম্মফল' সম্বন্ধে তাঁহার মনে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইল। কিরূপে এই সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং সংশয়াত্মক মন হইতে দূর হইতে পারে, তাহা আকুল অন্তরে ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজে কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, তিনি বড়ই অস্থির ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কার নিয়াই উচ্চকুলে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই প্রাণের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া এরূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য প্রশ্নাদির সঠিক সমাধান বিষয়ক সিদ্ধান্ত লাভ করিবার জন্য মনের ভিতরে আলোড়ন চলিতে লাগিল। এজন্য তিনি নিভৃতে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার চরণে আকুল নিবেদন করিলেন! ভগবানও ভক্তের ভাব গ্রহণ করিলেন!! তিনি ভাবগ্রাহী শ্রীহরি-জনার্দ্দন!!! ইহা সকলে শুনিয়া থাকেন বটে, তবে ইহা সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন কি? ভগবৎ বিশ্বাসীর নিকট ইহা অতি ধ্রুব সত্য! ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নাম ও অত্যদ্ভুত শক্তির কথা তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। "তাঁহার নিকট গেলেই সকল সন্দেহ ঘুচিবে" এইরূপ বিশ্বাস উমাচরণের মনে ভগবৎ ইচ্ছায় উদয় হইল। তিনি তিন মাসের বিদায় লইয়া, বাংলা ১২৮৭ সনের অগ্রহায়ণ মাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(নবেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, ৺কাশীধামে আগমন করিলেন।

স্থানীয় সমুদয় তীর্থ দর্শন করিয়া পঞ্চগঙ্গার উপরিস্থিত বেণীমাধব ধ্বজার পশ্চিমে সংলগ্ন আশ্রমে একদিন তিনি বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট গমন করিলেন। স্বামীজীর দেবমূর্ত্তিখানি দেখিয়া উমাচরণের অতিশয় ভক্তি হইল! সেদিন আর মনের কথা প্রকাশ না করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রত্যুষে গঙ্গায় স্নান করিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট আসিলেন ও স্বামীজীকে প্রণামপূর্ব্বক এক পাশে দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া স্বামীজীর দিব্যকান্তি মূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিলেন। নিকটে যাইয়া 'পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্বের' কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে স্বামীজী ইঙ্গিতে উমাচরণকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। আরও কিছুক্ষণ তিনি অপেক্ষা করিতে চাহিলে স্বামীজীর সেবক শ্রীমৎ মঙ্গল ভট্টজী সে স্থান হইতে তাঁহাকে শীঘ্র প্রস্থান করিতে বলিলেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আদেশ অমান্য করিতে উমাচরণের সাহস হইল না। তিনি আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত চিত্তে বাসায় ফিরিয়া গেলেন। ভয়ে ভয়ে অপরাহ্নে উমাচরণ আবার আসিলেন কিন্তু এবারও পূর্ব্ববৎ স্বামীজীর নিষেধাজ্ঞা আদেশে তাঁহাকে বাসায় চলিয়া আসিতে হইল।

আমরা জানি আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীকে বিশেষ করিয়া অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। উমাচরণেরও পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পর পর ১২ বার দিন যাবৎ তিনি দুই বেলা স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেছেন। কিন্তু মনের কথা নিবেদন করা দূরে থাকুক স্বামীজী তাঁহাকে একটু উপবেশন করিবার সুযোগও দেন না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলেই তাড়াইয়া দেন। শ্রীউমাচরণের মনে বড়ই দুঃখ হইল; কিন্তু তথাপি তিনি দুঃখকষ্টেও নিরাশ হইয়া হাল্ ছাড়িয়া দিলেন না। মনের ব্যথা মনে চাপিয়া ১৩ ত্রয়োদশ দিবসে সকাল বেলায় পুনরায় গমন করিলেন। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, ভাবিতেছেন আজও কি স্বামীজী তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবেন? এই ভাবনায় শ্রীউমাচরণ আর ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন; দুনয়নে অজস্র-অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এরূপ অবস্থা দেখিয়া করুণাময় ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর দয়া হইলে তিনি শ্রীউমাচরণকে সঙ্কেত করিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিলেন ও বসিতে ইঙ্গিত করিলেন! কিন্তু এতকষ্টের পরে স্বামীজীর স্নেহ লাভ করিয়া শ্রীউমাচরণের দুঃখাবেগ বাধা মানিল না, আরও যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীজীর চরণদ্বয় অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী শ্রীমৎ মঙ্গল ভট্টজীকে ডাকিয়া সঙ্কেতে বলিলেন, 'আজ ইহাকে যাইতে বল, কাল সকাল বেলায় যেন আসে।' তখন শ্রীউমাচরণের ক্ষুব্ধচিত্ত কতকটা শান্ত হইল, আশা পূর্ণ হইবে ভরসা হইল! তিনি বাসায় ফিরিয়া পরদিন প্রত্যুষের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৪ চতুর্দ্দশ দিবসে শ্রীউমাচরণ ভোর হইবা মাত্র গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া স্বামীজীর নিকট যাত্রা করিলেন। আজ তাঁহার মনে কত উৎসাহ, কত আনন্দ! স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া স্বামীজীর নিকটে উপবেশন করিলেন। শ্রীউমাচরণ বলিয়াছেন,—"সাধুর সমীপে বসিয়া সাধুসঙ্গের পবিত্রগুণে আমার হৃদয়ের আবরণ খুলিয়া গেল। আমার দেহ তখন পবিত্র হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। তখন একপ্রকার নূতন রকমের আনন্দ অনুভব হইল!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাচরণ মুগ্ধদৃষ্টিতে স্বামীজীর প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় স্বামীজী শ্রীমৎ মঙ্গল ভট্টজীকে কি যেন আন্‌তে ইসারা করিলেন। সেবক মঙ্গল ভট্টজী তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী এক টুক্‌রা গেরীমাটী ও একখানি পাথর এবং এক ঘটী জল আনিয়া বলিলেন,—"বাবা আপনাকে এই গেরীমাটি ঘসিতে বলিতেছেন।" তুপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীউমাচরণ গেরীমাটি ঘসিলেন। পরে বাসায় ফিরিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। পুনরায় বৈকালে আসিবা মাত্র তাঁহার উপর আবার সেই পূর্ব্বাদেশ হইল। তিনিও অম্লান বদনে গেরীমাটি ঘসিবার আদেশ পালন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজীর কাছে একজন ব্রহ্মচারী আসিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখানি পুস্তিকা হইতে শ্রীউমাচরণের ঘসা গেরীমাটি দিয়া দেওয়ালে কিছুটা লিখিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীজীও স্বামীজীর আদেশ মত দেওয়ালে ঐসব লিখিলেন। সন্ধ্যা বেলায় ঐ ঘসা গেরী একটি বাটীতে রাখিয়া শ্রীউমাচরণকে বাসায় ফিরিতে স্বামীজী আদেশ করিলেন, তিনিও অবনত মস্তকে উহা পালন করিলেন।

তৎপরে ১৫ পঞ্চদশ দিবস প্রাতে যথারীতি গঙ্গা স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীউমাচরণ স্বামীজীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতেই তিনি পূর্ব্ববৎ গেরীমাটি ঘসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীউমাচরণ স্বয়ং জীবনী পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"গেরী ঘসিতে ঘসিতে যখন হাত বেদনা যুক্ত হয় ও একটু আস্তে আস্তে ঘসিতে থাকিতেন, তখনই স্বামীজী মুখ গম্ভীর করিয়া হাত ঘুরাইয়া খুব জোর করিয়া গেরী ঘসিতে আমাকে সঙ্কেত করেন। স্বামীজীর সেই গম্ভীরমূর্ত্তি দর্শনে সমধিক ভীত হইয়া আবার যথাসাধ্য জোর করিয়া গেরী ঘসিতে থাকি।" এইরূপে প্রত্যহ দুই বেলা শ্রীউমাচরণ গেরীমাটি ঘসিয়া যান, আর সাধক ব্রহ্মচারীজী অপরাহ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া তাহা দিয়া দেওয়ালের গায়ে স্বামীজীর অভিলষিত শ্লোকাদি লিখেন। এইরূপে ক্রমাগত পনর দিন দুই বেলা গেরীমাটি ঘসিয়া ঘসিয়া উমাচরণের হাত প্রায় অবশ হইয়া আসিল। প্রত্যহ যাহা ঘসা হইত তাহা সেদিনই সব নিঃশেষ হইয়া যাইত। কিন্তু ব্রহ্মচারীজীর বিন্দুমাত্র আলস্য বা বিরক্তি নাই, অথচ উমাচরণ ক্রমশঃ হাতের ব্যথায় অক্ষম হইয়া পড়িলেন। এদিকে তাঁহার মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। যে উদ্দেশ্যে তিনি বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট আসিতেছেন তাহার কিছুই বলা হইল না। অথচ এই ভাবে ২৮ আটাইশ দিন কাটিয়া গেল। ঊনত্রিংশ দিবস যথারীতি স্বামীজীর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া নিজ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

"আজও যদি গেরী ঘসিবার হুকুম হয় তবে উপায় কি হবে? হাত দুখানি আজ একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে, নাড়িবার ক্ষমতাও নাই। গেরী ঘসিতে না পারিলে যদি স্বামীজী স্থান না দেন তবে ত আমার সকল আশা ভরসাই ফুরাইল। এত পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হইয়া যায়।" এইরূপ মানসিক ভাবনায় আকুলিতচিত্তে তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

এইবার বুঝি উমাচরণের পরীক্ষা শেষ হইল। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন ও উমাচরণ দেবনাগরী পড়িতে পারেন কি না তাহা মঙ্গলভট্টজীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। উমাচরণ দেবনাগরী বা হিন্দী অক্ষরে লিখিত দেবভাষা বা সংস্কৃত ভাষা পড়িতে পারেন জানিয়া স্বামীজীর বেশ আনন্দবোধ হইল। স্বামীজী তখন কম্বলের ভিতর হইতে একটি বড় বাঁশের চোঙ্গা বাহির করিয়া উমাচরণের হাতে দিলেন ও মঙ্গলভট্টজীকে দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে উহার ভিতরে যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি রহিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বাংলা ভাষায় লিখিয়া দিতে হইবে। আর তাহাকে গেরী ঘসিতে হইবে না জানিয়া উমাচরণ নিঃশ্বাস ফেলিলেন ও মহানন্দে উক্ত শ্লোকগুলি বাঙ্গলা ভাষার অক্ষরে লিখিতে লাগিলেন। এই কাজ শেষ করিতে উমাচরণের আরও ৫ পাঁচ দিন সময় লাগিল। তৎপর আরও কতকগুলি শ্লোক লিখিতে আরও তিন দিন লাগিল।

অপরাহ্নে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বসিতেই তিনি উমাচরণের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া শয়ন করিলেন। অন্য কাজ নাই ভাবিয়া উমাচরণ তখন স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বামীজী কিছু না বলাতে উমাচরণের মনে সাহস হইল। তিনি স্থির করিলেন স্বামীজী উঠিলেই মনের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু সন্ধ্যা বেলায় স্বামীজী গাত্রোত্থান করিয়াই উমাচরণকে পরদিন এমনি সময় আসিতে নির্দ্দেশ করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় উমাচরণ আসিলে স্বামীজী তাঁহাকে লইয়া স্বীয় আসনের নিম্নে ক্ষুদ্র সাধন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন (এখানেই সকল শিষ্যদের শিক্ষা দীক্ষা দিতেন)।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তাঁহার সেবক মঙ্গলভট্টজীকে আদেশ করিয়া জানাইলেন ও সেখানে অপর কাহাকেও থাকিতে নিষেধ করিলেন। স্বামীজী প্রকোষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইলে উমাচরণও তৎ সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। কঠোর পরীক্ষোত্তীর্ণ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য স্বামীজী আজ মৌনভঙ্গ করিয়া ধীর ও গম্ভীর অথচ স্নেহব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! যাহা জানিবার জন্য তুমি আমার নিকট মনে করিয়া আসিয়াছ তাহাতে তোমার এত সংশয় কেন? অজ্ঞানজনিতই ইহা আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। অজ্ঞানের হেতু সর্ব্বসংশয় নাশ হয় না। সংশয়ের কারণই অজ্ঞান! জ্ঞানেতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া তাহা দিয়া দেওয়ালের গায়ে স্বামীজীর অভিলষিত শ্লোকাদি লিখেন। এইরূপে ক্রমাগত পনর দিন দুই বেলা গেরীমাটি ঘসিয়া ঘসিয়া উমাচরণের হাত প্রায় অবশ হইয়া আসিল। প্রত্যহ যাহা ঘসা হইত তাহা সেদিনই সব নিঃশেষ হইয়া যাইত। কিন্তু ব্রহ্মচারীজীর বিন্দুমাত্র আলস্য বা বিরক্তি নাই, অথচ উমাচরণ ক্রমশঃ হাতের ব্যথায় অক্ষম হইয়া পড়িলেন। এদিকে তাঁহার মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। যে উদ্দেশ্যে তিনি বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট আসিতেছেন তাহার কিছুই বলা হইল না। অথচ এই ভাবে ২৮ আটাইশ দিন কাটিয়া গেল। ঊনত্রিংশ দিবস যথারীতি স্বামীজীর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া নিজ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

"আজও যদি গেরী ঘসিবার হুকুম হয় তবে উপায় কি হবে? হাত দুখানি আজ একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে, নাড়িবার ক্ষমতাও নাই। গেরী ঘসিতে না পারিলে যদি স্বামীজী স্থান না দেন তবে ত আমার সকল আশা ভরসাই ফুরাইল। এত পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হইয়া যায়।" এইরূপ মানসিক ভাবনায় আকুলিতচিত্তে তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

এইবার বুঝি উমাচরণের পরীক্ষা শেষ হইল। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন ও উমাচরণ দেবনাগরী পড়িতে পারেন কি না তাহা মঙ্গলভট্টজীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। উমাচরণ দেবনাগরী বা হিন্দী অক্ষরে লিখিত দেবভাষা বা সংস্কৃত ভাষা পড়িতে পারেন জানিয়া স্বামীজীর বেশ আনন্দবোধ হইল। স্বামীজী তখন কম্বলের ভিতর হইতে একটি বড় বাঁশের চোঙ্গা বাহির করিয়া উমাচরণের হাতে দিলেন ও মঙ্গলভট্টজীকে দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে উহার ভিতরে যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি রহিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বাংলা ভাষায় লিখিয়া দিতে হইবে। আর তাহাকে গেরী ঘসিতে হইবে না জানিয়া উমাচরণ নিঃশ্বাস ফেলিলেন ও মহানন্দে উক্ত শ্লোকগুলি বাঙ্গলা ভাষার অক্ষরে লিখিতে লাগিলেন। এই কাজ শেষ করিতে উমাচরণের আরও ৫ পাঁচ দিন সময় লাগিল। তৎপর আরও কতকগুলি শ্লোক লিখিতে আরও তিন দিন লাগিল।

অপরাহ্নে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বসিতেই তিনি উমাচরণের দিকে একটু কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া শয়ন করিলেন। অন্য কাজ নাই ভাবিয়া উমাচরণ তখন স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বামীজী কিছু না বলাতে উমাচরণের মনে সাহস হইল। তিনি স্থির করিলেন স্বামীজী উঠিলেই মনের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু সন্ধ্যা বেলায় স্বামীজী গাত্রোত্থান করিয়াই উমাচরণকে পরদিন এমনি সময় আসিতে নির্দ্দেশ করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় উমাচরণ আসিলে স্বামীজী তাঁহাকে লইয়া স্বীয় আসনের নিম্নে ক্ষুদ্র সাধন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন (এখানেই সকল শিষ্যদের শিক্ষা দীক্ষা দিতেন)।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী তাঁহার সেবক মঙ্গলভট্টজীকে আদেশ করিয়া জানাইলেন ও সেখানে অপর কাহাকেও থাকিতে নিষেধ করিলেন! স্বামীজী প্রকোষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইলে উমাচরণও তৎ সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। কঠোর পরীক্ষোত্তীর্ণ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য স্বামীজী আজ মৌনভঙ্গ করিয়া ধীর ও গম্ভীর অথচ স্নেহব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! যাহা জানিবার জন্য তুমি আমার নিকট মনে করিয়া আসিয়াছ তাহাতে তোমার এত সংশয় কেন? অজ্ঞানজনিতই ইহা আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। অজ্ঞানের হেতু সর্ব্বসংশয় নাশ হয় না। সংশয়ের কারণই অজ্ঞান! জ্ঞানেতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞান নাশ হয়। দেখ বাবা, সত্যদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ, তপঃসিদ্ধ মহাত্মাগণ, বহুবৎসর কঠোর তপস্যাদি করিয়া জ্ঞাননেত্রে ও যোগবলে যাহা পূর্ণসত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই। পূর্ণজ্ঞান—ত্রিগুণাতীত তুরীয় অবস্থাতেই লাভ হয়, তাহাও তপস্যালব্ধ বস্তু! ভগবৎ দ্রষ্টাস্বরূপ ঋষিদের জীবনে পরীক্ষিত সত্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, পরন্তু অনাদিকাল হইতে সম্পূর্ণ নিত্য সত্য এবং তাহা অকাট্য ও অভ্রান্ত জানিবে! সদসৎ কর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার জন্য জীবকে বহু জন্মান্তর গ্রহণ করিতেই হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহাই সম্পূর্ণ সত্য! আন্তরিক দৃঢ় ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ অদ্ভুত স্মৃতি শক্তি বলে প্রত্যেকেই পূর্ব্বজন্ম ও বর্ত্তমান জন্ম এবং ভবিষ্যৎ জন্মের সব বিষয় বেশ স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে। ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন লোক কি করিয়া এসব তত্ত্ব সঠিক বুঝিতে পারিবে? বাবা দেখ! কয়জন ব্যক্তি এই সকল গূঢ়তত্ত্ব জানিতে প্রকৃত উৎসুক? যে কেহ কায় মন বাক্যে সত্য ও ব্রহ্মচার্য্য রক্ষা সহ জীবন পালন করিবে সেই বুঝিতে পারিবে! আমি তোমাকে যাহা বুঝাইব তাহাই যে সত্য বলিয়া তোমার বিশ্বাস হইবে তাহার প্রমাণ কি? যাহা হউক, তুমি যখন আমার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়া এত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তখন আমি তোমাকে পূর্ব্বজন্ম-তত্ত্ব সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিব্যচক্ষে দেখাইয়া দিব।"

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজী বলিলেন, প্রথমে তোমার জীবনের পূর্ব্ব ঘটনা কতকগুলি আমি বলিব, তাহা তুমি ভিন্ন এখানে আর কেহই জানে না, যদি তাহা তোমার প্রত্যয় হয় ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় তবে আমি যাহা পরে বলিব—যাহা তুমি জাননা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরল ছাত্রের মত শিক্ষকের নিকট তুমি যাহা নিজে জানিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া আমার কাছে আসিয়াছ, তাহা নিশ্চয়ই সত্য বলিয়া তোমার বিশ্বাস হইবে—প্রত্যয় না হইয়া যাইতে পারে না। "বাবা, তুমি বেশ ধীর স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখ লোকের যখন পুনর্জ্জন্ম হয় তখন ইহা জীবনেরই কৃত সৎ ও অসৎ এবং মিশ্রিত এই ত্রিবিধ কর্ম্মের বিভিন্ন মালমসল্লাদি পৃথক পৃথক বাসনাদি সহ পরমাণুর সমষ্টি যুক্ত হইয়া বিভিন্নরূপে দেহ গঠন হয়। সে জন্য ইহ-জীবনে যে বিদ্বান্, পরজন্মে সে নিশ্চয় বিদ্বান্ হইবে। ইহজীবনে যে ভাল বাজাইয়া ওস্তাদ্ হইতে পারে, পরজন্মে সে আবার নিশ্চয়ই ভাল বাজাইতে পারিবে। ইহজীবনে যিনি ধার্ম্মিক, পরজন্মে তিনি নিশ্চয় ধার্ম্মিক হইবেন! ইহজীবনে যে চোর, পরজন্মেও তার স্বাভাবিক চৌর্য্যবৃত্তি আসিবে, তবে সাধুসঙ্গে ও মহাপুরুষের কৃপায় জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে। "রত্নাকর দস্যু" নারদ ঋষির সঙ্গগুণের প্রভাবেই পরিণতিতে ভগবদ্ ধ্যানে একান্ত নিরত থাকিয়া 'বাল্মীকী ঋষি' হইয়া-ছিলেন। যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে বেশ বুঝিতে পারিবে যে যদি মৃত্যুর পরে 'পরকাল' বলিয়া কিছু না থাকিত তবে ভগবানকে দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান বলা যাইতে পারিত না। জগতের দ্রষ্টা-ঋষিগণের মতই এই পরকাল স্পষ্টরূপেই দৃষ্টিগোচরীভূত বিষয় বলিয়াই জানিত!! সকলকেই বলিতে হইত যে ঈশ্বর যত অবিচার করেন এত অবিচার কোন পাপিষ্ঠ মনুষ্যের দ্বারাও সম্ভবে না!!" স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বাবা স্থূলভাবে না দেখিয়া সূক্ষ্মরূপে অনুচিন্তন করিয়া একবার ভাবিয়া দেখ, যদি কেবল মাত্র জীব একবারই জন্মগ্রহণ করিত অর্থাৎ ইহজীবনেই জীবের শেষ জীবন হইত তাহা হইলে কেহ রাজা—কেহ প্রজা,—কেহ ধনী—কেহ নির্ধন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ পাল্কীযাত্রী—কেহ বাহক; কেহ ঠাকুর পূজক—কেহ মেথর; কেহ যোগী—কেহ ভোগী; তাহা ব্যতীত কেহ রোগী—কেহ অটুট স্বাস্থ্যধারী; এবং কেহ ঐশ্বর্য্য ভোগেমত্ত—কেহবা রাজ ঐশ্বর্য্য ভোগে আনাসক্ত, কেহ বাহ্যিক সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে—কেহ বা অতিকষ্টে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতেছে, ইত্যাদি ভাবে জীবনের এত সব প্রভেদ কেন? কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য না করিলে কোন প্রকার শাস্তি কখনই ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের কি তবে কোন প্রকার ভাল মন্দ বিচার নাই? তিনি কি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন? কখনই না!! এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুবিচার করিবার উপযুক্ত মালীক ভগবান ভিন্ন আর কাহারও হইবার সাধ্য নাই; এই সকল বিষয় অজ্ঞব্যক্তির বোধগম্য নহে! জীবের স্ব স্ব কর্ম্মফল অনুসারেই জীবনের এত প্রভেদ ও বৈষম্য হইয়া থাকে ও হইবে। এই জীবনের আকৃতি, বর্ণ, বিদ্যা, বুদ্ধি; প্রকৃতি বা স্বভাব ও কর্ম্মফল ইত্যাদির পরমাণু সমষ্টি, আত্মা ও জীবাত্মা লইয়া পরজন্মের গঠন হইয়া থাকে —সেই জন্যই লোকে নানা প্রকার আকৃতি, নানা প্রকার অবস্থা এবং নানা প্রকার স্ব স্ব কর্ম্মফলের অধীন হইয়া নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য ও সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করিয়া থাকে। দেখ, যেমন স্বচ্ছ দর্পণে মুখ প্রশান্তভাবে দেখিলে প্রতিবিম্ব প্রশান্তমূর্ত্তি দেখায়, হাস্যমুখে দাঁড়াইলে হাস্যমুখ প্রতিফলিত হয়, আবার বিকটভঙ্গী করিয়া তাকাইলে বিকটাকার দেখা যায়—সেই প্রকার লোকে সোজাপথে থাকিয়া, কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য না করিলে, এখন যে অবস্থা আছে পরেও ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আর বিকটাকার অর্থাৎ অন্যায় বা অসৎ কার্য্য করিলে নীচগামী হইতে হয়, আর সৎকর্ম্ম ও ধর্ম্মচর্চ্চাদি করিলে আত্মার উন্নতি হইয়া উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্দেহ কি? বাবা, তুমি যদি চুরি বা কোন প্রকার অসৎকর্ম্ম না কর তবে তোমার জীবনের মধ্যে কাহার সাধ্য তোমাকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়? যেমন পীড়া হইলেই ডাক্তার এবং ঔষধ প্রয়োজন হয়, তেমনিই পীড়া না হইলে ডাক্তার বা ঔষধ কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না!" ত্রিকালজ্ঞ স্বামীজী স্বাভাবিক নিত্যবোধ স্বরূপ উপদেশ সকল শিষ্যগণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যাহা বলিতেন, তাহাই পরিস্ফুট করিবার জন্য এখানে উমাচরণজীকে বলিতেছেন,—

"বাবা, এক্ষণে বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি কি প্রকার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার আকৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব ইত্যাদি কি প্রকার পাইয়াছ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে পূর্ব্বজন্মে তুমি কি প্রকার অবস্থার ও কেমন স্বভাবের লোক ছিলে। তুমি বর্ত্তমানে গতজন্মের কৃত কর্ম্মফল বেশ দেখিতে পাইতেছ, ইহ জীবনে ভাল মন্দ কার্য্য যাহা করিয়াছ তাহাও তুমি বেশ জান। ভাল কার্য্য করিলে ভাল ফল হয়, মন্দ কার্য্য করিলে মন্দ ফল লাভ হয়। সুতরাং বুঝ এখন যেরূপ কর্ম্ম করিয়া যাইবে তাহাতেই বুঝিতে পারিবে তুমি পরজন্মে কোন্ যোনীতে যাইবে। পূর্ব্বজন্মে সৎকাজ করিয়াছ বলিয়াই এজন্মে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ দেহ পাইয়াছ। যদি এখনও সৎকার্য্যই করিয়া যাও, তবে আরও উন্নতি হইবে। আর অসৎ কার্য্য করিলে পরজন্মে চণ্ডালও হইতে পার, মনুষ্যজন্ম লাভ না করিয়া পশুজন্মও লাভ হইতে পারে; "জড় ভরতের" দৃষ্টান্তে আমরা তাহা জানি; আর ভাল মন্দ কিছুই না করিলে যেমন অবস্থা তেমনই হইবে। সুতরাং ভবিষ্যতে কিরূপ জন্ম ও জীবন লাভ করিবে এখন তুমি নিজেই তাহা ধারণা করিতে পারিবে। অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হয় এজন্য এখন তোমার সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর মহাযোগেশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী উমাচরণের নাম ধাম, পিতার নাম, বাড়ীতে কে কে আছেন, বাড়ীতে কতগুলি ঘর আছে, কতটা গাছ, কোন্ দিকে পুকুর ইত্যাদি সমুদয় তথ্য সঠিক ভাবে সুপরিচিতের ন্যায় বলিতে লাগিলেন।

উমাচরণের ইহাতে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার জীবনে কত কি ঘটিয়াছে তাহাও স্বামীজী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া গেলেন। উমাচরণ পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁহার তখনকার নাম ধাম বলিয়া দিলেন এবং তিনি যে একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন তাহাও বলিয়া দিলেন। অবশেষে বলিলেন যে পূর্ব্বজন্মে উমাচরণ বাড়ীতে যে দ্বিতল দক্ষিণদ্বারী ঘরে শয়ন করিতেন তাহার দেওয়ালে তাঁহার নিজ হাতের লিখিত তিনটি সংস্কৃত শ্লোক এখনও আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে :—

শ্লোক ৩টী এই :—

১। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

২। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

৩। নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

অর্থাৎ:—(১) মনুষ্য যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করেন, দেহী আত্মা সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করেন।

(২) নদী সমুদয় নানা পথগামী হইলেও পরিণামে যেমন একই সমুদ্রে বিলীন হ'য়ে যায়, সেইরূপ মনুষ্যের প্রবৃত্তি অনুযায়ী উপাসনার পথ পৃথক পৃথক হইলেও পরিণামে ব্রহ্ম প্রাপ্তি সকলেরই শেষ উদ্দেশ্য জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) ব্রহ্ম অহঙ্কার ও পরিমাণ শূন্য, নিত্য, শুদ্ধ; শরীর হীন হইলেও সাধকগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার নানাবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে।

তৎপরে উমাচরণ সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে স্বামীজীর সকল কথাই সত্য। অতঃপর পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় আর রহিল না।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতে করিতে উমাচরণের সকল প্রকার সন্দেহ ও অজ্ঞান দূরীভূত হইল। মহৎ কৃপায় প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশে তিনিও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলেন। কিছুদিন এইভাবে কাটিবার পর উমাচরণের পূর্ণ সৌভাগ্যের উদয় হইল। তিনি স্বামীজীর নিকট দীক্ষা লাভ করিলেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট উমাচরণ প্রতিদিন উপদেশ পাইতে লাগিলেন। স্বামীজী একদিন তাঁহাকে বুঝাইলেন,—"মানুষের মধ্যে ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি দিয়াছেন, এজন্যই মানুষ সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" ভগবানের শক্তিতেই মানুষ চলিতে ও কথা বলিতে এবং সর্ব্বপ্রকার কাজ করিতে পারে;—এই শক্তির অভাবেই দেহ পড়িয়া থাকে ও কোন কাজ করিতে পারেনা এবং নষ্ট হইয়া যায়। দেখ, সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান মানুষের ভিতরেই আছেন, অথচ সংসারের মায়ামোহে ভুলিয়া মানুষ তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করে না। যে জিনিব নিজের ভিতরেই আছে, তাঁহাকে খুঁজিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়!!

উমাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, ভগবানকে কি সত্যই দেখা যায়?" ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী বলিলেন,—নিশ্চয়ই দেখা যায়। তুমি কি দেখিতে চাও?" উমাচরণ করযোড়ে বলিলেন,—"বাবা, আপনি দয়াময়, দয়া করিয়া আমার আশা পূর্ণ করুন।"

গভীর রাত্রিতে স্বামীজী উমাচরণকে লইয়া তাঁহার ভূনিম্নস্থ সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন,—"মন্দিরে প্রস্তরময়ী যে কালীমূর্ত্তি (মা মঙ্গলাগৌরী) আছেন তাহা তুমি দেখিয়া আইস।" উমাচরণ উপরে গিয়া দেখিলেন, প্রতিদিনের মতই মায়ের পাষাণ প্রতিমা বেদীর পশ্চিম দিকে রহিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া উমাচরণ উপবেশন করিলে স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন; স্থির গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি, দেহ যেন প্রাণহীন, এরূপ অবস্থায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। উমাচরণ স্বামীজীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। এইবার স্বামীজীর ধ্যানভঙ্গ হইল—তিনি জগন্মাতাকে আকুল ভাবে আহ্বান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই সাধন প্রকোষ্ঠ এক দিব্যজ্যোতিঃ ও অপূর্ব্ব সুরভিতে পূর্ণ হইয়া গেল। বিস্ময় বিমূঢ় উমাচরণ দেখিলেন অচলা পাষাণ প্রতিমা ধীর পাদক্ষেপে সম্মুখে আসিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন। উমাচরণ গুরুকৃপায় দেখিলেন 'ভুবনমোহিনী শ্রীশ্রীমা'য়ের মূর্ত্তি।' মা'য়ের সেই কল্পনাতীত স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

স্বামীজী বলিলেন,—"বাবা উমাচরণ, উপরে মন্দিরে যথাস্থানে মা'য়ের মূর্ত্তি আছে কিনা আবার দেখিয়া আইস।"

উমাচরণ দ্রুতপদে উপরে মন্দিরে গেলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখিলেন,—মায়ের বেদী শূন্য, প্রতিমা সেখানে নাই। তিনি ফিরিয়া আসিলে স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন,—"বাবা উমাচরণ, তুমি কি করিতেছ? মা বিশ্বজননী তোমার সন্মুখে, তোমার জীবন ধন্য, মাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলে?"

উমাচরণ মা'য়ের শ্রীপাদস্পর্শ করিয়া দেখিলেন—মায়ের শ্রীচরণদ্বয় পুষ্প হইতেও সুকোমল, তাঁহার স্পর্শে উমাচরণের দেহে যেন আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! মা'য়ের মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে উমাচরণের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল, তাঁহার সকল সাধ মিটিয়া গেল! তাঁহার জীবন শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় ধন্য হইয়া গেল!!

কিছুক্ষণ পরে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর ইঙ্গিতে মা জগজ্জননী ছোট মেয়েটির মত ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। উমাচরণ যাইয়া দেখিয়া আসিলেন, মা বেদীর উপরে আবার পাষাণ প্রতিমা হইয়া পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এই ঘটনায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিছুতেই তাঁহার বিস্ময় কাটে না। স্বামীজী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, "বাবা উমাচরণ, ভগবান আমাদের দেহে 'ব্রহ্মচৈতন্য শক্তি' দিয়াছেন, আমরা জড় পাষাণ নহি। ঐ শক্তিই যখন আমাদের দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন তাহা পাষাণের মতই জড় হইয়া পড়ে, কিছু মাত্র নড়িতে পারে না এবং অবশেষে তাহা পচিয়া যায়! দেখ বাবা, সিদ্ধ সাধক সাধন বলে ইচ্ছা করিলে জড় পদার্থে চৈতন্য শক্তি সংযোজিত করিতে পারেন—যাহার বলে জড় পদার্থও প্রাণবান হইয়া উঠে!!" আরও কিছু দিন উমাচরণ স্বামীজীর সঙ্গ করিলেন।

একদিন বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী বলিলেন, "বাবা উমাচরণ, তুমি এখন গৃহে ফিরিয়া যাও। তুমি বিবাহিত, সংসারের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এইবার কার্য্য স্থলে যাইয়া কাজ আরম্ভ কর। তিন মাসের ছুটি নিয়া আট মাস কাটাইয়াছ। আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়। এখনও তোমার চাকুরী আছে। ধর্ম্মপথে থাকিয়া সংসারের কাজ করিয়া যাও। জীবন সার্থক হইবে।"

এতদিন থাকিয়া এখন স্বামীজীকে ছাড়িয়া যাইতে উমাচরণের খুব দুঃখ হইল। কিন্তু গুরুদেবের আদেশ পালন করিতেই হইবে, উপায় নাই! পরদিন উমাচরণ কার্য্যস্থলে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বের চাকুরী করিতে লাগিলেন। তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পরে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। চন্দননগরে গিয়া তিনি পরে সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ী বাঁশবেড়ে, হুগলী জেলায় ছিল। চন্দননগরে উমাচরণজী গত ইং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১৩৩৬ সনে, অমর ধামে প্রয়াণ করেন।

ওঁ তৎ সৎ !!!

——)o(——

দ্রষ্টব্য :—(I) ইহার পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে "শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর জীবনী" নিবেদন করিব।

পুন :—(II) বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর উপদেশ ও শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর উপদেশাদি দ্বিতীয় খণ্ডে এবং শ্রীমুখের বাণী পরে প্রকাশিত হইবে।

"দীনলেখক"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর জীবনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিক্ষয় হওয়াতে মৈথুন জন্ম হয়। জন্ম হওয়া মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া মহামায়ার প্রভাবে জীব মায়ায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়। গর্ভাবস্থায় যোগধ্যানে হেটমুণ্ডে উৰ্দ্ধপদে করযোড়ে থাকিয়া জীব জন্ম জন্মান্তরীণ কর্ম্মবৈগুণ্যের অপরাধজনিত চিত্রাদি দর্শন ও পরে সংসার গারদে প্রক্ষিপ্ত হইলে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এসব তখন জানিতে পারে। তজ্জন্য গর্ভাবাস হইতে মুক্ত হইয়া জন্ম নিয়া ভগবানকে সাধন করিয়া পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে! জন্ম লাভান্তে সংসারে মায়াবদ্ধ অবস্থায় জড়িত হইয়া নিজে কেহ বা ভোগী হইয়া সেথায় কালযাপন করে এবং ভগবৎ দর্শন অভাবে জন্মমৃত্যু চক্রে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে; কেহ বা সংসার ত্যাগী হইয়া মায়াপাশ ছেদন পূর্ব্বক 'সন্ন্যাস আশ্রম' গ্রহণ করে। দেখ, যেমন বদ্ধ পুষ্করিণীর পাকের ভিতরেই পদ্মের জন্ম হয় বটে, পরে সেই পদ্মই ক্ষীতি, অপ্‌ ছাড়িয়া সূর্য্যের তেজে প্রস্ফুটিত হইয়া মরুতে মিশিয়া জগৎকে সৌরভ দান করে ও অবশেষে ব্যোমে বা আকাশে মিশিয়া যায়। বাবা, তুমিও তেম্‌নি সংসারে জন্মিয়াছ বটে, এখন ইচ্ছা করিলে পদ্মফুলের মত ফুটিয়া জগতকে সৌরভ বিতরণ কর ও যথাস্থানে মহাকাশে মিশিয়া যাও।"

স্বামীজী আরও বলিলেন, "বুঝিয়া দেখ বাবা,—কেবা কার পিতা, কেবা কার মাতা, কেবা কার স্বামী কেবা কার স্ত্রী, কেবা কার পুত্র কেবা কার কন্যা? জগতে একা আসিয়াছি, একাই যাইব; আপনার সঙ্গে কিছু আনি নাই, কিছু লইয়াও যাইব না; কেবল মাত্র কর্ম্ম ও ধর্ম্ম সঙ্গে যাইবে। আপন আপন প্রারব্ধ কর্ম্ম সকলকেই ভোগ করিতে হইবে।"

শ্রীকালীচরণ আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বীয় পত্নীকে গুরুকৃপার উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দিলেন এবং নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর "স্বামী কালিকানন্দ সরস্বতী" নামে অভিহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন এবং নির্জ্জন সাধনায় হিমালয় প্রদেশে গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীকালিকানন্দজী বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর প্রিয়তম ও প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি হিমালয়ে বহু বৎসর তপস্যায় রত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। হরিদ্বারের নিকট 'চণ্ডী পাহাড়ে' তিনি অনেক দিন ছিলেন। বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আদেশে কদাচিৎ ৺কাশীধামে গুরু দর্শনে আসিতেন। স্বামীজীর অন্যান্য কয়েকটি সন্ন্যাসী শিষ্য ব্রহ্মানন্দজী, ভোলানন্দজী (ভোলানাথ), সদানন্দজী প্রভৃতি সকলে হিমালয়ে প্রায় থাকিতেন। ভোলানাথজী প্রায় সময়েই ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর কাছে আসিয়া থাকিতেন। শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি পিতৃদেব শ্রীকালিকানন্দজীও সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া চলাচল করিতে পারিতেন।

মাতা অম্বালিকা দেবী স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিরাশ্রয় হইয়া উভয় দম্পতির গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইলেন। মারাঠী ব্রাহ্মণ আকুমার ব্রহ্মচারী শিষ্য মঙ্গল দাস ভট্টজীর বাড়ীর সংলগ্ন পূর্ব্বদিকের একটি ক্ষুদ্র গৃহে স্থান পাইয়া তিনি বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাকেও কৃপা করিলেন এবং "মা অম্বালিকা" নামাকরণ করিয়া দিলেন।

বাংলা ১২৩৩ সনে, চৈত্রমাসে, লক্ষীবার, শুভ রামনবমী তিথিতে ৺কাশীধামে গুরুস্থানে শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী জন্মগ্রহণ করিলেন। অশৌচান্তে মা অম্বালিকা দেবী নবজাত কন্যাকে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। তিনি গুরুকৃপায় স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে তাঁহারই ইচ্ছায় ও কৃপাতে ৺কাশীধামে গুরু গঙ্গা সন্নিকটে প্রসব ভূমি পূর্ব্ব হইতেই যোগবলে তৈয়ার করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu_Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী স্নেহভরে শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া মন্তব্য করিলেন, "এই শিশুর ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল; ক্ষণজন্মা দেবী ভারতবাসী ও জগতবাসীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে"! তিনি পরম যত্ন ও সতর্কতার সহিত দেব কন্যা স্বরূপা শিশুসন্তানটিকে লালন পালন করিতে উপদেশ দিলেন। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে স্বামীজী বিশেষ ভাবে মা জননীকে বলিলেন, "আজীবন্ অবিবাহিতা চিরকুমারী অবস্থায় থাকিয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ পূর্ব্বক এই কন্যা তাঁহার নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে শিক্ষা দীক্ষা পাইবে এবং কালক্রমে মহাশক্তি-স্বরূপিনী মহীয়সী অসাধারণ যোগ বিভূতিসম্পন্না সন্ন্যাসিনীরূপে জগতের অসংখ্য লোকের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক কল্যাণ সাধন করিবে! মা, তুমি উহার জন্য কোন চিন্তা ভাবনাদি করিও না"! মা জননীও অতঃপর হইতে গুরুদেবের আজ্ঞাবার্ত্তা শিরোধার্য্য করিয়া সানন্দচিত্তে সবিশেষ ভাবে একান্তমনে আশৈশবকাল কন্যাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন!

—*—

মাতাজীর শৈশব জীবনে শ্রীশ্রীগুরুলীলাঃ—

(১)

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী শৈশবে দুরন্ত বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না। অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারিণী হইয়াও একমাত্র কন্যার আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় মা অম্বালিকা দেবী শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। মাতাজীর তখনও চেতনা ছিল, তিনি তাঁহার মাতৃদেবীকে বলিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? স্বামীজী ত আমার কাছে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।"

মা অম্বালিকা দেবী বলিলেন, "কই আমি ত স্বামীজীকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, মাঁ।"

মাতাজী তাঁহার মা'র হাত ধ'রে তাঁকে বলিলেন, "মা, দেখ ঐ যে তিনি!"

তখন তাঁহার মা স্বামীজীকে দেখিতে পাইলেন এবং শুনিলেন স্বামীজী বলিতেছেন, "কোন ভয় নাই মা! তোমার মেয়ে 'শঙ্করী' ভাল হ'য়ে যাবে। তার কি মরণ আছে?"

এইরূপ আশ্বাসবাণী শুনিবার পর স্বামীজীকে মা অম্বালিকা দেবী আর দেখিতে পাইলেন না, তিনি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

সাধারণতঃ স্বামীজীর সে সময় আশ্রম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। সেখানে যাইয়া জানিতে পারিলেন যে স্বামীজী কোথাও বাহির হন নাই, সমস্ত সময় সমাধিমগ্ন অবস্থায় আশ্রমেই কাটাইতেছেন। তিনি অন্তর্য্যামী, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া যে তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

(২)

শ্রীশ্রীমাতাজীদের ৺কাশীধামে থাকিবার একটি ভাড়াটিয়া ঘর আশ্রমের পূর্ব্ব সংলগ্ন জায়গাতে ছিল, সেখানে তিনি ও তাঁহার মাতৃদেবী অম্বালিকা দেবী থাকিতেন। তথায় তাঁহার একটি কাঠের বড় "রামমূর্ত্তি" ঠাকুর ছিল। সেই মূর্ত্তিটিকে মাতাজী খুব ভালবাসিতেন এবং খেলার ছলে প্রত্যেক দিন ফুল ও জল দিয়া পূজা করিতেন। অন্যবিধ খেলা ধূলা আর তিনি জানিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন মাতাজীর মনে হইল, "কাঠের পুতুলকে আমি ফুল জল কেন দিব ? স্বামীজীকে কেন ফুল জল দেই না ?" ইহা মনে করিয়া তিনি পঞ্চগঙ্গা ঘাট হইতে একটি ছোট্ট কলসী করিয়া গঙ্গাজল আনিলেন। আনিয়া দেখেন যে তাঁহার মাতা গুরুসেবার জন্য আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। মাতাজী তখন হাতে ফুল ও গঙ্গাজল লইয়া স্বামীজীকে পূজা করিতে একাই যাইতে উদ্যত হইলেন। "রামমূর্ত্তির" নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইবেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে কাঠের রামমূর্ত্তি আর তথায় নাই, সেখানেই "বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী" বসিয়া আছেন এবং তিনি মাতাজীকে বলিতেছেন, "আমি এসেছি, তুমি আমাকে পূজা কর মা !!" মাতাজী তখন বাবাকে একটি ফুলের মালা গলায় পরাইয়া দিলেন, পরে কিছু শব্দ (ধ্বনি) স্পষ্ট মাতাজীর কানে গেল,—

"জয় জয় মা কালী, সদা কুশালী।
কল্যাণ কর গো মা জননী কালী ॥"

ঐ মধুর শব্দ শুনিয়া মাতাজীর তখন ভাব সমাধি হইয়া গেল, আর কোথায় যে তিনি আছেন তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে সচেতন হইলে মাতাজী দেখিলেন যে তিনি তাঁহার ঘরেই আছেন, বাবা অদৃশ্য হয়ে গেছেন, আর তিনি সেই রামমূর্ত্তির কাছেই বসিয়া আছেন ! তারপর মাতাজী বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আশ্রমে গিয়া দেখেন,—বাবা বসিয়া আছেন এবং সেই ফুলের মালাটি বাবার গলাতেই জড়ান রহিয়াছে। বাবা তখন সমাধি অবস্থায় বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে মাতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমাকে এই মালা কে পরাইয়া দিয়াছে ?" বাবা বলিলেন, "মা, তুমিই ত আমাকে মালা পরাইয়াছ !" বাবার এই কথা শুনিয়া মাতাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তব্ধ হইয়া গেলেন এবং বিস্ময়ে ও আনন্দে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল!

(৩)

আর একটি শৈশব জীবনের সত্য ঘটনার বিবরণ এখানে নিবেদন করিতেছি :—

একদিন শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর ৮।১০ আট দশ বৎসর বয়সে, বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী গঙ্গায় স্নান করিতে যাওয়ার সময় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া গেলেন। মাতাজীকে পঞ্চ গঙ্গা ঘাটের উপরে রাখিয়া স্বামীজী স্নানার্থে জলে নামিলেন। তিনি একটু ডুব দিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিলেন ও মাতাজীকে গঙ্গায় নামিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মাতাজীর ভয় হইল, তিনি বলিলেন,—"বাবা, আমি ত সাঁতার দিতে জানি না, জলে ডুবিয়া যাইব।" স্বামীজী ইসারায় অঙ্গুলীহেলন বা হস্তদ্বারাই বুঝাইয়া বলিলেন, "ভয় নাই মা, তোমার কিছু হবে না; তুমি আমার কাছে এস'।" মাতাজী তখন গঙ্গার জলে নামিয়া বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিলেন। স্বামীজী বালিকাসহ আবার গঙ্গায় ডুব দিলেন। তখন মাতাজী দিব্যস্পর্শে দিব্যজ্ঞানে দিব্যচক্ষুতে স্পষ্টভাবে দেখিলেন, গঙ্গাগর্ভে জলের ভিতরে একটি দিব্যঘর রহিয়াছে,— সেখানে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী বসিয়া আছেন, মাতাজীও তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী শ্রীশ্রীমা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন,- "মা, কোথায় আসিয়াছ—বল্‌তে পার কি?" মাতাজী বলিলেন,—"বাবা, এযে দেখ্‌ছি একটি নুতন ধরণের বাড়ী।" একখানি পট্টসাড়ী পরিহিতা একটি ৮।১০ আট-দশ বৎসরের বালিকা সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়াছিলেন। মাতাজী বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ইনি কে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী বলিলেন,—"ইনি ভগবতী শঙ্করী মা, উঁহাকে তুমি প্রণাম কর।"

মাতাজী তখন স্বামীজীর প্রদর্শিতা ভগবতী শ্রীশ্রীশঙ্করী মা'কে প্রণাম করিলেন। পরেই আবার স্বামীজী মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এখন কোথায় আছ মা, আবার দেখ দেখিনি? আমরা ত মা গঙ্গাগর্ভের ভিতরেই আছি, ইহা ঠিক কিনা বল দেখি মা?"

মাতাজী তখন নিজ বালিকাসুলভ সত্য সরল ভাবে উত্তর করিলেন,—"বাবা, এখানে যে সব দিব্য বাড়ী ঘরই দেখিতেছি, মা গঙ্গা কই? তাহাতো আমি আর দেখিতে পাইতেছি না।"

স্বামীজী বলিলেন,—"হাত দিয়ে দেখ্ না মা?" মাতাজী হাত দিয়া তৎপর দেখিলেন এবং বলিলেন 'এযে সব জল' আবার কিছু পরেই দেখেন যে মাটীর উপর বসিয়া আছেন। পর মুহূর্ত্তেই মাতাজী পূর্ব্বমত দেখিতে পাইলেন যে তিনি গঙ্গার ঘাটেতেই বসিয়া রহিয়াছেন এবং বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী স্বয়ং গঙ্গায় মনের সুখে স্নান করিতেছেন। স্বামীজীর আকুণ্ঠ অবগাহনের পর তাঁহারা উভয়েই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাতাজী বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা আমরা কোন্ জায়গায় গিয়াছিলাম?" স্বামীজী উত্তরে বলিলেন,—"মা, ঐ-টী হ'লো 'নিষ্কাম-ধাম'—নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে এখানে আসিতে পারে। তুমি নিষ্পাপ শিশু বালিকা কিনা, তোমার কোনরূপ বাসনা কামনা নাই তাই মা তুমি এখানে আসিতে পারিয়াছ এবং দিব্যদৃষ্টিতে আত্মস্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছ। ইহা যে একান্ত গুরুবলে ও গুরুকৃপায় লাভ হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

তখন মাতাজী ছোট বালিকা মাত্র, সকল কথা সাধারণের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, মহাপুরুষের অঙ্গস্পর্শে মাতাজীরও দিব্যচক্ষু বা তৃতীয় নয়ন উন্মীলন হইল বা খুলিয়া গেল; তিনি সেই দিন হইতেই সমস্ত সৃষ্টবস্তুতে লতা, পাতা, বৃক্ষাদিতে জীবন্ত প্রাণ-শক্তি দেখিতে পাইলেন! শ্রীশ্রীগুরুদেবের অশেষ কৃপায় শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর সে সব পুণ্যস্মৃতি এখনও অটুট ভাবে জাগরূক রহিয়াছে। জন্মান্তরীণ সুকৃতিবশতঃ সাধক একবার এরূপ "চৈতন্যময় রাজ্যে" উপনীত হইলে আর কখনও তাহা হইতে বিচ্যুত হন না। ভগবানে সদা যুক্ত থাকিয়া ভগবদ্ কর্ম্ম আজীবন করেন!

দ্রষ্টব্য:—সর্ব্বশক্তিমান্ স্বামীজী স্বীয় যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে মাতাজীকে উপরি উল্লিখিত দিব্য-দর্শনাদি করাইয়াছিলেন।

মাতাজীর বাল্যজীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন ও যোগসাধনা

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর ১২ বার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা মাতার উভয়ের গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মাতাজীকে নববর্ষের বৈশাখ মাসের শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথি দিবসে 'মহাব্রহ্মচর্য্য ব্রতে' দীক্ষা দান করেন। বৈদিক কালের রীতি অনুযায়ী তাঁহার 'উপনয়ন (পৈতা) ক্রিয়া' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ৺কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর বর্ত্তমান আসনবেদীর ঠিক তলদেশে গুহার ন্যায় একটি ছোট্ট সাধন প্রকোষ্ঠ আছে। এই ভূনিম্নস্থ ক্ষুদ্র কুঠরীতে স্বামীজী অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে সাধন ভজন সম্পর্কে উপদেশ ও দীক্ষাদি দিতেন। বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী মাতাজীকে এই সাধন প্রকোষ্ঠে তদনন্তর আরও ১২ বার বৎসর কাল পর্য্যন্ত রাখিয়া যোগশিক্ষাদি দিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী এক যুগ গুরুদেবের আদেশানুযায়ী মাতাজী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অম্লানবদনে উদ্‌যাপন করেন। লোকালয়ের মধ্যে থাকিয়া মা জননী ও গুরুদেব ভিন্ন অন্য কোন নর নারীর মুখ দর্শন করা দূরে থাকুক, এমন কি মাতাজী 'চন্দ্র সূর্য্যের মুখ' পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। ইহা প্রতিপালনের জন্য সর্ব্বপ্রকারের সুবন্দোবস্তাদি গুরুদেব করিয়া দিয়াছিলেন। জননী মা অম্বালিকা দেবী মাতাজীকে দুই বেলা, প্রাতে উষার প্রাক্কাল থাকিতে এবং সায়ংকালে সূর্য্যাস্তের পরে সন্ধ্যাবেলায় গুহা হইতে 'সুরঙ্গ পথ' দিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিতেন। নীচের সাধন প্রকোষ্ঠ হইতে গঙ্গাগর্ভে যাইবার একটি বেশ সুরঙ্গপথ ছিল। বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর তিরোধানের পর হইতে উহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ অসৎ প্রবৃত্তির লোকসকল কাশীতে কতিপয় স্থানে তদনুরূপ সুরঙ্গ পথ তৈয়ার করিয়া ধনী যাত্রীদের প্রতি কদর্য্য অত্যাচারাদি করিয়া নিজেদের স্বার্থসন্ধি চরিতার্থ করিত। গুণ্ডাদের অত্যাচারও তখন বেশ ভীতিজনক ছিল। বর্ত্তমানে বিজলী-বাতী—রাস্তায়, ঘাটে, বাড়ীতে এবং অলি-গলিতে, হওয়ার পর হইতে এসব উৎপাত বন্ধ হইয়াছে! যাঁহারা কাশীতে যাইবেন এখানে শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর এই গুহা বা সাধন প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইবেন; তথাকার বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীগোবিন্দ ভট্টজীকে জিজ্ঞাসা করিলেই দেখিতে পাইবেন; সঙ্গে টর্চ্চ লাইট থাকিলে ভাল হয়। স্বামীজীর বেদী-ঘেরার পূর্ব্বদিকেই একটি লম্বা তক্তা বিছান আছে, উহা উঠাইয়া সিড়ি দিয়া নীচে নামিলেই গুহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীকে তাঁহার জননী অম্বালিকা দেবী দিনান্তে রাত্রিতে একবার আহার্য্য দ্রব্য দিয়া যাইতেন। স্বামীজী যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তদনুরূপই পালন করিতেনঃ—

(১) প্রথম চারি বৎসর শুধু ফল, (১২ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর)

(২) তৎপর চারি বৎসর কন্দমূল সিদ্ধ ও দুধ, (১৬-২০ বৎসর) এবং

(৩) ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের শেষ চারি বৎসর একমুষ্ঠি মাত্র চাউল সিদ্ধ ও দুধ সেবা করিতেন। (২০-২৪ বৎসর)

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী ক্রমান্বয়ে এরূপ কঠোর নিয়মাবদ্ধ ভাবে এক বেলা আহার ও সাধনাদি করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর নির্দ্দেশ সমূহ অক্ষরে অক্ষরে প্রতি পালন পূর্ব্বক দীর্ঘ-দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনরূপ মহাব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। গুরুদেব ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী ঐ সময়ে নীচে গুহায় যাইয়া মাতাজীকে নানাবিধ উপদেশ দিতেন! শিষ্যদিগকে এবং বিশিষ্ট ভক্তদের বুঝাইবার জন্য স্বামীজী মৌনভঙ্গ করিতেন। স্বামীজীর দিব্যদর্শন মাত্রেই নিজ জন্ম জন্মান্তরীণ সুকৃতি বশতঃ শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর সমাধি হইয়া যাইত! শুদ্ধচিত্তে দিব্যস্পর্শগুণে এরূপ দিব্য অলোকিক সুন্দর মধুময় অবস্থা একমাত্র ভাগ্যবানেরই লাভ হইয়া থাকে! অধিকাংশ সময়ে মাতাজী স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ ভোগে বিভোর থাকিতেন! দিন রাত যে কি ভাবে চলিয়া যাইত তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। মাতাজীর তখন যেরূপ অল্প বালিকা বয়স তাহাতে তাঁহারও অন্যান্য বাল সুলভজনিত চিত্ত চাঞ্চল্যের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু গুরুদেবের অসীম যোগ প্রভাবে সাধারণতঃ চিত্ত সদা ব্রহ্মে লগ্ন থাকাতে একেবারে চাঞ্চল্যরহিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী 'মন যে কেন চঞ্চল হয়' তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে সহজে বুঝিতে পারেন না। সহজ ভাবে সরল কথায় তিনি বলেন পরম ব্রহ্মে মন লগ্ন না থাকার জন্যই চঞ্চল হয়! দেখিতে দেখিতে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের বার বৎসর অতীত হইয়া গেল!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে মাতাজী সাধন কুঠীর হইতে উঠিয়া আসিলেন! এই সময়ে মাতাজী ২৪ চব্বিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন!

এখন পাঠকবৃন্দগণ ভাবিয়া দেখুন শ্রীশ্রীসিদ্ধযোগী গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভে কিরূপ মহৎ জীবন সুগঠিত হইতে আরম্ভ হইল! প্রকৃত ভগবৎ দর্শন প্রার্থী সাধক ও ভক্তবৃন্দ মাত্রেই ইহার গুঢ়ত্ব এবং সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনক ধর্ম্ম বিষয় সুবিচার বা সূক্ষ্মবিচার করিয়া সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ্যবান হইবেন! ভরসা করি ধীর স্থির সুধী পাঠকগণও এই সামান্য স্বল্প ইঙ্গিত লেখণীতেও শ্রীভগবৎ. কৃপায় শুদ্ধমনে নিজ নিজ মহাজীবন গঠনের আলোকপাত দেখিতে পাইবেন। এরূপ মহৎ আশা ও শুভেচ্ছা দীন লেখক সতত পোষণ করেন !! "গুরু কৃপা হি কেবলং" সদা স্মরণ মনন করিবেন তবেই জন্ম সার্থক হইবে !!! শ্রীশ্রীমাতাজী ইহার পরে ১৮ আঠার বছর হিমালয় খণ্ডে সাধন ও তপস্যায় নিরত থাকেন—তদ্ বিবরণাদি পর-অধ্যায়ে দেখুন!

—*—

মাতাজীর সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণান্তে হিমালয়ে তপস্যায় গমণ :—

উত্তরাখণ্ড হিমালয় প্রদেশে সাধন বৃত্তান্ত।

আপনারা সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় বরফাচ্ছন্ন এবং বিশাল বিস্তৃতময় লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতাবলীমণ্ডিত. ভূপ্রদেশকে ঋষিগণ 'হিমালয়' নামে ভূষিত বা আখ্যায়িত করিয়া জগত প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! হিমালয়=হিম+আলয় অর্থাৎ খুব ঠাণ্ডা দেশ। ইহা অনাদিকাল ও যুগ যুগান্তর হইতে ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ন্যাসীদের বা ভগবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভের জন্য একান্ত নির্জ্জন সাধনোপযোগী সুরম্য স্থান বলিয়া জগতে চিরপ্রসিদ্ধতা লাভ করিয়াছে! কত গুপ্তযোগী - মহাজনদের জীবন পাত অলক্ষিতে হইয়াছে! আকাশে-বাতাসে-জলেতে ও সর্ব্বধূলিকণাতে মিশাইয়া তাঁদের চিরন্তন শাশ্বত শুদ্ধভাব বিশ্বময় ছড়াইয়া রহিয়াছে, এরূপ তপঃপ্রভাব পৃথিবীর অন্যত্র কুত্রাপিও কেহ দেখিতে পাইবেন না। তাই বলি ভারতবর্ষ-রূপ মহাপ্রদেশে না আসিলে তপঃসিদ্ধলাভ হয় না। তপোভূমি ভারতে জন্মিলেই পূর্ণ—সত্যরূপ 'সর্ব্বোচ্চ পরমসত্য' অনুভূতি হয় এবং 'সত্যলোক' উদ্‌ভাসিত হয়; তাহা না হইলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা সর্ব্ব বাসুদেবময় জগতাত্মক সাধনসিদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহান্ উচ্চতম শুদ্ধ ভাব উপলব্ধি হইতেই পারে না! দেখুন, ভগবৎ আরাধনায় সতত 'রত' বা নিমগ্ন যে সিদ্ধ ঋষি-যোগী-সাধু-সন্ন্যাসী-ভক্তজন যে দেশে আবাহমান কাল হইতে আছেন—তাহাকেই 'ভারত' বলে এবং এরূপ সর্ব্ব উচ্চতম সদ্‌গুণরাশী-বিভূষিত প্রদেশই 'ভারতবর্ষ' বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? (পূর্ব্বে ৬৯ পৃষ্ঠায়) ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বিনা সাধনাতেও যিনিই হউন না কেন, যে দেশবাসীই হউন না কেন, তীর্থপর্য্যটন বা দেশ পর্য্যটন উপলক্ষ করিয়া একবার এরূপ পুণ্যস্মৃতি জড়িত স্থান কোনরূপে দেখিয়া যান বা দেখিয়া যাইবেন, তিনি এরূপ অপরূপ পার্থিব দৃশ্যসমূহ এবং 'অমরধাম' সদৃশ অপার্থিব রাজ্যের বিশালতা দেখিয়া তাঁহার রচয়িতা সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার স্বরূপে স্থিতির নির্দ্দেশ কোন না কোনরূপে জীবনের কোন শুভ মুহূর্ত্তে স্মৃতিপথে জাগ্রত হইতে দেখিয়া বিমোহিত না হইয়াই থাকিতে পারেন না! এই জন্যই প্রত্যেক জীবনে তীর্থ পর্য্যটনাদি একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ, মহাজনগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই বিশাল তপোভূমি তপোবল সম্পন্ন ভারতের চিরন্তন অস্ফুরণীয় অধ্যাত্ম্য সম্পদকে সনাতন-ধর্ম্মরূপে চিরজীবি বা অমর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া রাখিয়াছে! মহর্ষিগণ স্ব স্ব সাধনরত বিভিন্ন পথে অমৃত লাভান্তে অমর হইয়া সকল মনুষ্যগণকেই 'অমৃতের পুত্র' বলিয়া সস্নেহে সম্বোধন করিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে আহ্বান করেন!!! তাই সনাতন শাস্ত্রে সতত ধ্বনিত হইতেছেঃ—"শৃন্বন্তু তে বিশ্বাঃ অমৃতস্য পুত্রাঃ!" হে ভারতবাসী! প্রাচ্য পাশ্চাত্যবাসী জগতবাসী! তোমরা সকলেই সেই মহান্ অমৃতময় ভগবানের সন্তান—ইহা একান্ত বিশুদ্ধ মনে ভাবনা করিয়া তোমরাও সকলে ধ্রুব অমরত্ব লাভ কর! বিশ্বের সর্ব্বসংশয়, দ্বেষ-হিংসা, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট, জন্ম-মৃত্যু দ্বন্দ্বাদি সব রহিত হইয়া যাইবে!! ইহাতে কেহ কোন সন্দেহ করিও না! আমাদের এই মহান্ শুভেচ্ছা তোমাদের আশীর্ব্বাদ রূপে চির-বহমান্—তোমাদিগকে জাগ্রত ও উত্থিত করিয়া নিশ্চয়ই অমর করিবে!!! তাই অমর-আত্মারূপী ভগবৎ পথপ্রদর্শক ঋষি মহাত্মাগণের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি!

ভারতের সর্ব্বোত্তর হিমালয় পার্ব্বত্য অঞ্চলকে 'উত্তরাখণ্ড' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভারতের ঋষিগণ পূর্ব্বাপর হইতে এই বিশাল 'উত্তর ও অখণ্ড' বা (উত্তর+অখণ্ড) রূপী প্রাচীন প্রদেশকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিবার জন্য পাঁচটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ৫ 'পঞ্চ ধাম' নামে অভিহিত করিয়াছেন! ভগবৎ রাজ্যে —দৃশ্য ও অদৃশ্য খণ্ডে দৃশ্যাদৃশ্যভাবে অবশ্য সকলেই বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে আত্মরাজ্যের বা স্বধামের নিবাসীগণ এবং তদ্‌রাজ্যে বিচরণকারীগণ মাত্রই স্থূলচর্ম্মাবৃত দুইচক্ষুর অন্তরালে সূক্ষ্মনয়ন বা তৃতীয় নয়নধারী দিব্যনেত্র সম্পন্ন 'দেব' বা 'দেবী' নামে অভিহিত হইয়া সর্ব্বপূজিত হন! তাই সনাতন শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "দেবতা না হইলে দেব আরাধনা করিতে পারে না বা দেবতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনও লাভ করিতে পারে না!' তদ্ তদ্ গুণসম্পন্ন ভাবে তদ্ তদ্ ভাবান্বিত লোককে বুঝিতে ও ধরিতে পারে এবং চিনিতে পারে; তদ্‌বিপরীত অন্যান্য ভাবে কিরূপে উহা উপলব্ধি বা অনুভব করিতে সম্পন্ন হইবে? সমগুণ-সমগুণের সহিত অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া যায়, ইহা ত্রিগুণাতীত অবস্থায় উপনীত ঋষিদের উপলব্ধ সিদ্ধান্ত বাক্য! পারলৌকিক অবলম্বনীয় সূক্ষ্মাতীত নিয়মাদিও অকাট্য ভাবে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচরীভূত!! যাক্ পূর্ব্বমূলক বিষয় এখন ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, উত্তরাখণ্ডে পঞ্চ ধামঃ—যথা,

(১) ৺শ্রীশ্রীকেদার নাথ ধাম,
(২) ৺শ্রীশ্রীবদ্‌রী নারায়ণ ধাম বা বদ্রীকাশ্রম,
(৩) ৺গোমুখী গঙ্গোত্রী,
(৪) ৺যমুনোত্রী এবং
(৫) ৺মানস সরোবর ধাম (তিব্বত প্রদেশ)।

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী শ্রীশ্রীশঙ্করা মাতাজীকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপনান্তে ২৪ চব্বিশ বছর বয়সে ৺কাশীধামে, বৈশাখী সংক্রান্তি দিবসে, সন্ন্যাস প্রদান করিলেন, 'বিরজা হোম' করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের সূত্রাদি আহুতি দান করিলেন। পরে মাতাজীকে হিমালয় প্রদেশে যাইয়া লোকসমাগম বহির্ভূত নিভৃত নির্জ্জন স্থানে ঐকান্তিক তপস্যায় মগ্ন হইতে আদেশ দিলেন। বালিকা সুলভচিত আশঙ্কায় মাতাজী সসঙ্কোচে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, আমি একাকিনী কি করিয়া হিমালয়ে যাইয়া থাকিব?"

স্বামীজী আশ্বাস ও অভয়দানে বলিলেন, "একা কেন থাকিবে মা? তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর-প্রতিম গুরুভ্রাতা 'ভোলানন্দ' তোমার সাথে যাইবে এবং সব তত্ত্বাবধান করিবে; আমাকেও সময় সময় তুমি তথায় দেখিতে পাইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মধুর সান্ত্বনারূপ অমৃতবচনে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে, অসঙ্কোচে এবং অম্লানবদনে শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী গুরুদেবের আদেশবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ৺কাশীধাম হইতে হিমালয়ে যাত্রা করিলেন। বাংলা ১২৫৭ সনে, ইংরেজী ১৮৫১, খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীগুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর এবং জননী মা অম্বালিকা দেবীর চরণ ধূলি অবনত মস্তকে মাথায় নিয়া গুরুভাই ভোলানন্দজী সহ শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী ৺কাশীধাম হইতে নির্গত হইলেন এবং হরিদ্বার হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন। তথায় বিভিন্ন উপরোক্ত পঞ্চধামে এবং অপরাপর নানা প্রসিদ্ধ স্থানে ১৮ অষ্টাদশ বৎসর অবস্থানান্তে কঠোর সাধনা ও তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী ৺কেদার নাথ ধামের যাত্রার পথে 'চন্দ্রাপুরী' নামক রমনীয় স্থানে অনেক দিন সাধনায় রত ছিলেন ; পরে 'গুপ্তকাশী' ও 'ত্রিযোগী নারায়ণ পাহাড়ে' বহুকাল ছিলেন—এখানেই হিমালয় রাজদুহিতা মা গৌরীদেবীর বিবাহ ব্যাঘ্রাম্বরধারী মহাদেবের সহিত সম্পন্ন হয়, দেবতা বাঞ্ছনীয় সেই শুভবিবাহ-যজ্ঞাগ্নি অদ্যাবধি যুগযুগান্তর ধরিয়া চিরস্মরনার্থে অনির্ব্বাপিত অবস্থায় আছে এবং রক্ষিত হইতেছে। তৎপরে এখান হইতে 'গৌরীকুণ্ড' প্রভৃতি নানা স্থানে অনেক দিন তপস্যায় অতিবাহিত করেন। গৌরীকুণ্ড হইতেই ৺কেদারনাথ ধামে যান। ৺কেদার নাথ ধাম ধবলগিরির মত বড় উচ্চ একটি বরফের পাহাড়। দৃশ্য অতিশয় চমৎকার চিত্তাকর্ষক! ঠিক যেন রূপার মত জল্‌জল্‌ করিতেছে। বাবা কেদারনাথ—মন্দির, বাজার, পথ ও ঘরের চালের উপর সমস্ত জায়গাই বরফে আচ্ছন্ন—গ্রীষ্মকালেই এইরূপ অবস্থা। এখানে চাল্-ডাল্ অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য সিদ্ধ হয় না। রাস্তা ৩।৪ তিন চার মাইল ব্যাপী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একেবারে বরফে আবৃত থাকে; বরফের উপর দিয়া হাটিয়া যাইতে হয়! হাতে পাহাড়ী লম্বা লাঠি (নীচের দিকে চোখা লৌহা সংযুক্ত) এবং পায়ে জুতা থাকা অতি দরকার। অনেক বিধবা হিন্দু মহিলাগণ সংস্কার বশতঃ জুতা না নিয়া শেষে (Frost Bite) বরফের ঠাণ্ডা জনিত ফোস্কাদিতে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেন! শীতকালে কোমর প্রায় বরফ জমে।

মাতাজী ছয় মাস—বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত—৺কেদারধামে থাকিতেন। আশ্বিন মাস হইতে আরও অত্যধিক বরফ পড়ার জন্য ছয় মাস কেদার মন্দির দ্বার বন্ধ রাখা হয়! মাতাজী সেই জন্য পরে আবার নীচে গুপ্ত কাশীতে নামিয়া আসিতেন। কেদার, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও উত্তর কাশী প্রভৃতি নানাস্থান পরিবর্ত্তন করতঃ নয় বৎসর কঠোর তপস্যাদি করিয়া কাল অতিবাহিত করেন। এদিক হইতে পরে '৺বদ্রীনারায়ণ ধামে বা বদ্‌রিকা আশ্রমে' যান! কথিত আছে হরিদ্বার হইতে বদরীকাশ্রম যাইতে সওয়ালক্ষ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া চড়াই ও উৎরাই করতঃ পঁহুছিতে হয়। জীবনের লক্ষ্যবস্তু লাভ করিতে হইলেও এইরূপ উত্থান ও পতন অতিক্রম করিয়া দৃঢ়চিত্তে একলক্ষ্যে ধাবিত হইতে হইবে—তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতে পারা যাইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই! আহা! অতিথিরূপ যাত্রী ও তপস্বীদের সেবার নিমিত্তই যেন এখানে শ্রীভগবান কয়েকটী তপ্তকুণ্ড তৈয়ার করিয়া উষ্ণজল ভরিয়া রাখিয়াছেন, বেশ আরামে হিমরাজ্যে ঠাণ্ডাতে স্নানকার্য্য সমাপনান্তে যাত্রীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে শুদ্ধচিত্তে 'ঠাকুর দর্শনে' যান, দর্শনপ্রাপ্তে পরমানন্দ লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ-কষ্টাদিজনিত ভোগ-যাতনা সবই ভুলিয়া যান! ৺কেদার ধাম হইতে গ্রীষ্মাদি ঋতুতে এখানকার ঠাণ্ডা কিছুটা কম, রাস্তা ছাড়া এখানে তথাকার মত বরফ আচ্ছন্ন—বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত—ততটা বেশী থাকে না, পরে শীতঋতুতে খুব বেশী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেন। অবশ্য প্রথমাবধি তিনি নিজে বিবাহাদি করিয়া সংসার বন্ধনে জড়িত হইবেন না বলিয়াই মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়াবদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্য লাভে ব্যাঘাত ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা নিজ মনে করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব নিজ সুদূরপ্রসারী দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে কালীচরণজীর জন্ম জন্মান্তরীন বহুজীবনের কার্য্য-কারণাদি উপলব্ধি করেন এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলেন। তাঁহার মনোবাঞ্ছিত সুবাসনা ভগবৎ লাভের পথে বিঘ্ন ঘটিবে না বলিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখাৎ নানা কথা ও উপদেশাদি শ্রবণে আশ্বস্ত হন। তদনুসারে শ্রীগুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তিনি শান্তিপুরের (নদীয়া জিলার) সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশসমুদ্ভবা কন্যাকে বিবাহ করেন। সস্ত্রীক উভয়ে বৈরাগ্যযুক্তভাবে স্বামীজীর শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামেই অবস্থান করিতে থাকেন। এই ভক্ত দম্পতি স্বামীজীর অতি প্রিয় প্রধান শিষ্য ছিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পরে, শ্রীশ্রীমাতাজী মাতৃগর্ভে থাকিতেই, পিতৃদেব শ্রীকালীচরণ তীব্র বৈরাগ্যভরে সন্ন্যাস প্রার্থী হইয়া গুরুদেবের চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। গুরুদেব বলেন, "শ্রীকালীচরণ তোমার এই শেষ জন্ম। ইহ জন্মেই তুমি সাধনসিদ্ধ লাভে সমর্থ হইবে এবং তোমার কর্ম্মরূপ বাসনা ক্ষয় হইয়া মুক্তি লাভ করিবে। যেমন অগ্নিদ্বারা ভর্জ্জিত ধানে আর ধানগাছ হয় না, তেমনি ব্রহ্ম জ্ঞানাগ্নি ভগবৎ বিমুখী বাসনা যুক্ত সর্ব্বকর্ম্মকে ভস্মীভূতান্তে জন্ম-মৃত্যু ক্ষয় করতঃ পুনর্জ্জন্ম রহিত করিবে।"

পিতৃদেব শ্রীকালীচরণ গুরুদেবের শ্রীচরণে মর্ম্মব্যথা নিবেদন প্রসঙ্গে বলিলেন, "বাবা, আমাকে কি আবার নূতন বন্ধনে ফেলিবেন?" মনে সম্পূর্ণরূপে দ্বিধা শূন্য না হওয়াতেই ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বলিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ কালীচরণ, প্রকৃত সুকৃতিশালী মুমুক্ষু মনুষ্যকে কি কেহ বন্ধন করিয়া সংসারে রাখিতে পারে? কখনই না। বদ্ধ পাগল ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যায় তাহাকেই লোকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে। বুঝিয়া দেখ, মানুষের ভিতর 'ব্রহ্মশক্তি' বর্তমান! মানুষ সেই শক্তিবলে দৃঢ় ইচ্ছা করিলেই অষ্ট পাশ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। খুব মনে রাখিবে, মনুষ্যের মধ্যে 'বিদ্যাশক্তি' ও 'অবিদ্যাশক্তি' দুইটাই রহিয়াছে। বিদ্যাশক্তির সাহায্যে নিরহঙ্কার চিত্তে শরণাগত হইলেই মনুষ্যের পূর্ণজ্ঞান ও ভগবান লাভ হয়; আবার অবিদ্যাশক্তির আশ্রয় লইলে সংসার বন্ধন ও নানাবিধ দুঃখ-দুর্গতি অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহাকে ভোগ করিতে হয় এবং সে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পায় না ও বুঝিতেও সমর্থ হয় না! যেমন 'গুটিপোকা' আপনার নালে আপনি জাল বানাইয়া আপনিই আবদ্ধ হয়; সে কখনও উড়িয়া যাইতে পারে না। আবার ইচ্ছা শক্তি প্রবল হইলে নিজ স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে যে দাঁত ও দুই পক্ষ তাহার উৎপন্ন হয় তখন সে দাঁত দিয়া তাহার নিজকৃত জাল কাটিয়া 'প্রজাপতি' হইয়া বন্ধন রাহিত্য মুক্ত স্বভাব প্রাপ্তে উড়িয়া যাইতে পারে। বাবা কালীচরণ, তুমিও গুটিপোকার ন্যায় জাল তৈয়ার করিয়াছ, এখন জাল কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যাও না কেন?"

শ্রীকালীচরণ বলিলেন, "বাবা, গুরুকৃপা না হইলে আমার জাল কাটিবার সাধ্য কি? আপনি কৃপা করিলেই আমি অনায়াসে জাল কাটিয়া উড়িয়া যাইতে পারি।"

স্বামীজী বলিলেন, "বাবা কালীচরণ, তুমি ইচ্ছা করিলে এখন সন্ন্যাস লইয়া তপস্যায় যাইতে পার। মানুষ মাত্রকেই সাধারণতঃ মাতৃগর্ভে জন্ম নিতে হয়। আদিকালে তপঃবলে মানস পুত্রাদি উৎপন্ন হইত। ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺বদ্রীনারায়ণ ধাম হইতে আরও ২০ বিশ মাইল উৰ্দ্ধে 'সৎপথ' নামক বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ে গিয়া মাতাজী সাধনায় রত ছিলেন। এখান হইতেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। মাতাজী ৺'বদরীনারায়ণ ধামে' বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ৬ ছয় মাস তপস্যায় থাকিয়া, পরে বরফ পড়ার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়া ৪ চার দিনের পথে 'যোশীমঠ বা '‌জ্যোতির্ম্মঠ' এবং আরও নীচে 'ব্যাস আশ্রম' প্রভৃতি স্থানে ৬ ছয় মাস আসন করিয়া কাটাইতেন।

(১) যোশীমঠ—উত্তরে, হিমালয়ে; ইহা ৺শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্ম নির্দ্দেশক ৪থ টীর (PILLARS এর) একটি,

(২) শৃঙ্গেরী মঠ—দক্ষিণে, মাদ্রাজ প্রদেশে,

(৩) গোবর্দ্ধন মঠ—পূর্ব্বে, ৺পুরীধামে (বা শ্রীজগন্নাথ ধামে) এবং

(৪) সারদা মঠ—পশ্চিমে, ৺দ্বারকাধামে আছে।

মাতাজী তিব্বতে 'মানস সরোবর' নামক স্থানে অনেক দিন তপস্যা করিয়াছিলেন। উহার উপরেই 'কৈলাস পর্ব্বত' অবস্থিত! গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর কৃপায় ও সাহায্যে শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী সূক্ষ্মদেহে কৈলাস পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং সুমেরু, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক ও মঙ্গল গ্রহ প্রভৃতি পৃথক পৃথক স্থানেও গিয়াছিলেন!

মাতাজী কৈলাস পর্ব্বতের নিম্নদেশে ব্যাসকুণ্ডের তীরে 'ব্যাস গুহায়' বহুকাল সাধনায় রত ছিলেন। এখানে সাকারমূর্ত্তিতে, সন্দেহ অপনোদনার্থে প্রত্যক্ষীভূতরূপে, মা ভগবতীর দর্শন লাভ করেন। সাকার নিরাকার বিষয়ক গূহ্য ধর্ম্মরহস্যাদি দিব্যভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং সিদ্ধিলাভ করেন। তদবধি পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যে মাতাজী সতত অধিষ্ঠিতা হইয়া বিরাজমান আছেন। হিমালয়ের এই সকল সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ে এবং তিব্বতে 'চামুরী গাই' আছে। তাদের বাঁট হইতে দুধ আপনা আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে। ইহা অতিশয় সুস্বাদু ; বরফে পড়িয়া জমিয়া থাকে এবং তাহাই সাধু মহাত্মাগণ তুলিয়া আনিয়া আগুনে গরম করিয়া গালাইয়া পান করেন! তথায় অন্য এক প্রকার জন্তু আছে—তা'দিগকে 'ঝবরু' বলে—উহাদের দ্বারা ঐ দেশী তিব্বতী অধিবাসীগণ মালবহনাদি করিয়া থাকে। তাদের গাময় খুব লোমযুক্ত। মাতাজীর গুরুভাই ভোলানাথজীও জঙ্গলী ফল এবং পাহাড়ী কন্দমূলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতেন! মাতাজীরাও তাহাই আহার করিতেন। সেখানে একরকম গাছের পাতা আছে তাহা আগুনে ঝল্‌সাইয়া খাইতেন, তাহা ঠিক প্রায় রুটীর মত লাগিত! এতদ্ব্যতীত এক রকম 'বরফ ফল' আছে—গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী স্থূক্ষ্মদেহে ৺কাশীধাম হইতে তথায় যাইয়া তাঁহাদিগকে সে ফল খাইতে দিতেন। বরফেই জন্মে বলিয়া বরফ-ফল বলা হয়। তাহা একবার খাইলে ৬ ছয় মাস আর ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ কিছুই থাকিত না! 'পাকা হরিতকী ফল' খাইলেও অনুরূপ ৬ ছয় মাস ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। নিম্ন-দেশে হরিতকী প্রায়ই পাকৃতে দেখা যায় না—পাকিলেই দেবতাদেরই ভোগে লাগে! মর্ত্তলোকে অভিশাপ আছে—কখনও উহা পাকিবে না! শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় মাতাজী তাহা একবার সেবন করিয়া একাসনে ছয় মাস পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে পারিতেন এবং বাহ্য প্রস্রাব পর্য্যন্ত কিছুই হইত না—বেশ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কাটাইতেন! শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহাদের স্মরণ মাত্র তথায় আসিয়া দেখা দিতেন!

——:——

হিমালয় হইতে সিদ্ধিলাভান্তে মাতাজীর ৺কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন।

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী হিমালয়ে সুদীর্ঘ ১৮ অষ্টাদশবর্ষব্যাপী নির্জ্জন সাধনা ও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বাংলা, ১২৭৫ সনে (ইংরেজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়

—*—

"ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"
"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

এ দীন লেখক সেবকাধম পরমানন্দ পরমারাধ্যা গুরুদেবী শ্রীশ্রী ১০৮ সন্ন্যাসিনী শঙ্করী মাতাজীর ১৮ আঠার বৎসর ব্যাপী চরণাশ্রিত একমাত্র সন্ন্যাসী শিষ্য! লেখক শ্রীশ্রীমাতাজীর মুখে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত যেরূপ অবগত হইয়াছেন তাহাই সুধীপাঠকবৃন্দের নিকট নিবেদন করিতেছেন। শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর জীবনী তাঁহারই পরমারাধ্য গুরুদেব জীবন্মুক্ত সিদ্ধ মহাত্মা ৺মহেশ্বর স্বরূপ বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনের পুনরাবৃত্তি মাত্র মনে করি। বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী শ্রীশ্রীমাতাজীকে স্বীয় জীবনের অনুকরণে জীবন্মুক্তা সদা ভগবানে-অনুরক্তারূপে গঠিত করিয়াছেন! যদি কাহারও স্বামীজীকে সঠিক উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকে তবে তিনি শ্রীশ্রীমাতাজীকে দর্শন করিয়াও তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীশ্রীমাতাজীর জীবনটিও কঠোর সাধন তপস্যাপূর্ণ এবং নিষ্কামকর্ম্মী বিশুদ্ধজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাভক্তির প্রতীক এবং সেই কারণে মাতাজীর জীবনও তাঁহারই গুরুদেবের যথার্থ প্রতিনিধি স্বরূপ বলা যায়। মাতাজী সদা ভগবানে নিরত চিত্তে জীবন্মুক্তভাবে বিরাজমানা আছেন। প্রতি কথায় শ্রীশ্রীমাতাজী তাঁহার গুরুদেবের বিষয় উল্লেখ করেন এবং তাঁহার বাণীর পুনরাবৃত্তি করেন মাত্র। এস্থলে আমরা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীকে যেরূপ দেখি তাঁহাকে সেইরূপে ব্যক্ত বা বর্ণণা করিতে প্রয়াস পাইব। আমাদের নিজ মূলগত দোষ ত্রুটি সব অবশ্য রহিয়াছে, তাহা আমরা অবগত আছি। মহানুভব ব্যক্তিগণের সহিত সমস্তরে উঠিতে না পারিলে তাঁহাদের জীবনী পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করা ও প্রকট করা প্রায়শঃ অসম্ভব! তত্রাচ শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর জীবনী তাঁহারই অগণিত ভক্ত মণ্ডলীর ও মুষ্টিমেয় কতিপয় শিষ্যগণের নিকট প্রকাশিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহাতে সন্দেহ নাই! আশা করি এই জীবনী সংক্ষিপ্ত হইলেও এবং যতই ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পুর্ণ হউক না কেন ইহা মুক্তির আলোক স্বরূপ হইয়া ভারতবাসী ও জগৎবাসী নরনারীকে সৎপথে এবং শান্তি পথে লইয়া যাইতে অবশ্য সমর্থ হইবে !!!

ওঁ তৎ সৎ !!! ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—জন্ম-বৃত্তান্ত—

৺কাশীধামের জীবন্মুক্ত মহাযোগেশ্বর মহাত্মা বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর একমাত্র জীবিতা শিষ্যা চিরকুমারী (পরিব্রাজিকা) সন্ন্যাসিনী গুরুদেবী আচার্য্যা শ্রীশ্রী ১০৮ শঙ্করী মাতাজীর জন্ম ৺কাশীধামে গুরুস্থানে হয়। শঙ্করী মাতাজীর পিতা মাতা উভয়েই বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীহরিনারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের পুত্র পিতৃদেব শ্রীকালীচরণ মিশ্র (কালিকানন্দ স্বামী) মহোদয়ের পৈত্রিক জন্মস্থান হইল সুপ্রসিদ্ধ 'মিশ্র গ্রাম' (দত্তরাইল—ঠাকুর বাড়ী বাজার), পোঃ ঢাকা দক্ষিণ এবং ঢাকা দক্ষিণ পরগণা, শ্রীহট্ট জিলা, যাহা তৎকালীন বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে উহা ভারতের স্বাধীনতা (ইং ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ; বাংলা ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৪ সনে) লাভের পর হইতে একই ভারতবর্ষের মধ্যে বিভক্ত "হিন্দুস্থান রাজত্বের" বহির্ভূত ভিন্ন পাকিস্থান রাজত্বের অন্তর্গত 'পূর্ব্ব পাকিস্থানের' অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও ভারতব্যাপী সুবিখ্যাত ভগবৎ অবতার স্বরূপ মান্য ৺শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃদেব ৺জগন্নাথ মিশ্র ও উর্দ্ধতম পিতৃকুল 'মিশ্র বংশ' মহাপ্রভুজীর জন্য স্বনামধন্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীও এই মিশ্রবংশকুলোদ্ভবা অন্যতম মিশ্র ধারা হইতে জাত শ্রীকালীচরণ মিশ্রের একমাত্র কন্যা এবং তাঁহার মাতৃদেবীর গুরুদত্ত নাম 'মা অম্বালিকা দেবী'; ইহার পৈত্রিক স্থান বঙ্গদেশের শান্তিপুরে ছিল। শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর শুভ জন্ম দিন—বৃহস্পতিবার দিবস, প্রসিদ্ধ রাম নবমী তিথি (অর্থাৎ যে তিথিতে ত্রেতাযুগের অবতার ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল) চৈত্র মাস, বাংলা ১২৩৩ (বারোশত তেত্রিশ) সন, ইংরেজী মার্চ্চ মাস, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ; ইংরেজ রাজত্বের সময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টব্য :—বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীমাতাজীর ভূমিষ্ঠ স্থানটীতে, শ্রীমৎ মঙ্গল ভট্টজীর বাড়ীর প্রাঙ্গণের সংলগ্ন পূর্ব্ব দিকে, সৌভাগ্যক্রমে চমৎকার দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ;—তথায় কতিপয় শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ দেব-দেবী মূর্ত্তি আছে :—(১) গায়ত্রী দেবী, (২) দত্তাত্রেয় (ত্রিমুণ্ডধারী আদি বা জুনা সন্ন্যাসী গুরু), (৩) জগৎগুরু ভগবত অবতার শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য, (৪) ৺স্বামী ব্রহ্মানন্দজী [ইনি এই দেবালয় প্রতিষ্ঠাতা ; ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর শিষ্য নহেন, তবে অন্যতম দশনামী সন্ন্যাসী, বর্ত্তমানে তদীয়া মারাঠী একনিষ্ঠ ভক্তিমতী সেবিকা 'মা পার্ব্বতী দেবী' এই মঠ পরিচালনা করেন)। (৫) ঋষি যাজ্ঞবল্ক এবং তদীয় দুই পত্নী (৬) কাত্যায়নী ও (৭) মৈত্রেয়ী দেবী।

শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর পিতৃদেব শ্রীকালীচরণ মিশ্র বাল্যকাল হইতেই দেব দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ ও অতিশয় বৈরাগ্যযুক্ত ছিলেন। যৌবন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম জন্মান্তরীণ শুভকর্ম্ম ও বংশানুগতিক সুকৃতি বশতঃ তিনি সংসারে উদাসীন হইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং দেশ দেশান্তর ও বহু তীর্থাদি পর্য্যটনের পর পবিত্র ৺কাশীধামে অবিমুক্ত-শিবপুরীতে আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর কৃপা লাভ করেন। মনুষ্য-জন্মে ভগবতপ্রাপ্তির পথে আত্মদর্শী গুরু—'সদ্‌গুরু' প্রধান সহায়ক ও একান্ত প্রয়োজনীয় এবং হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী এক অবিসংবাদিত অভ্রান্ত মত! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের গুরু ছিলেন মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুরু ছিলেন সন্দীপনী মুনি। গুরু যাঁর যাঁর নির্দ্দিষ্ট, ঠিক সময় হইলেই লাভ হয়!! ঐকান্তিক ও আন্তরিক ভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আগ্রহান্বিত ও ব্যাকুলিত চিত্তে কায়-মন-বাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেই সুলভ হয়!!!

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী শ্রীকালীচরণজীকে বিবাহ করিতে আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে), ৪২ বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে, ৺কাশীধামে মহাযোগেশ্বর শ্রীশ্রীগুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর চরণপ্রান্তে গুরুভাই ভোলানাথজী সহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রথম হিমালয় যাত্রার ছয় বৎসর পরেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে কোন কার্য্যবশতঃ মাতাজী ৩০ ত্রিশ বৎসর বয়সে একবার এলাহাবাদে—প্রয়াগধাম পর্য্যন্ত আসেন এবং তথায় একমাস অবস্থান করেন। তখন সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে চলিতেছিল। তৎপর সেখান হইতে মাতাজী ৺বৃন্দাবন ধাম দর্শন করিয়া হিমালয়ে ফিরিয়া যান!

শ্রীশ্রীমাতাজী হিমালয় প্রথম যাত্রার সময় সেদিনকার পরিধেয় ছাড়া সিক্ত বস্ত্রখানি ৺কাশীধামের বাসস্থানে—তাঁহাদের থাকিবার ঘরের বারান্দায় শুকাইবার জন্য মেলিয়া রাখিয়া যান! দীর্ঘ আঠার বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া মাতাজী যখন জননী দেবীর দর্শনে গেলেন তখন ঐ বস্ত্রখানি ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় ঝুলিতে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দূরবর্ত্তিনী কন্যার স্মারক-চিহ্নস্বরূপ বস্ত্রখানি স্নেহময়ী জননী অম্বালিকা দেবী অন্যত্র সরাইয়া রাখিতে পারেন নাই। মাতাজী এই দৃশ্য বর্ণনায় এখনও অশ্রুবর্ষণ রোধ করিতে পারেন না! ধন্য অপার মাতৃস্নেহ !!!

দীর্ঘকাল অদর্শনের পরে শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীকে জটাজুট-মণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার স্নেহময়ী জননী অম্বালিকা দেবী প্রথমে কন্যাকে চিনিতেই পারেন নাই, এমন কি মাতাজীকে মা জগদম্বা প্রতীক সন্ন্যাসিনী জ্ঞানে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মাতাজী শৈশবে কৃশাঙ্গিনী ছিলেন, পরে ঈষৎ স্থূলকায়া হইয়াছিলেন—ইহাও জননীর না চিনিবার অন্যতম কারণ হইতে পারে। মাতাজী কিন্তু তাঁহার জননীকে দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিয়াছিলেন। পরিচয় দিয়া বলিলেন, "মা, আমাকে তুমি চিনতে পারলে না? আমি যে মা তোমার শঙ্করী।" ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর মাতা-কন্যার এরূপ অবর্ণনীয় মিলনদৃশ্য পাঠকগণ মানসচক্ষে নিরীক্ষণ করুন এবং হৃদয়ঙ্গম করুন !!

ইহার পর একদিন শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর মনে হইল, বহুদিন হইয়া গেল বাবা ৺বিশ্বনাথের দর্শন ও পূজা করেন নাই। একদিন বেশ সুন্দর সুন্দর কচি কচি বেলপাতা ও ফুল লইয়া ৺বিশ্বনাথের অর্চ্চনার জন্য বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে মাতাজী যাত্রা করিলেন। হঠাৎ মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—"ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীই—বাবা বিশ্বনাথ।" কিন্তু তাহা শুনিয়াও মন মানিল না। মাতাজী ৺বিশ্বেশ্বরের পূজার্চ্চনা করিয়া স্বামীজীর আশ্রমে ফিরিয়াই সবিস্ময়ে দেখিলেন, 'যে বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ৺বাবা বিশ্বনাথের মস্তকে অর্পণ করিয়া আসিয়াছেন ঠিক তাঁহার সমস্তই হুবহু ধ্যানমগ্ন গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর মস্তকোপরি রহিয়াছে।' তখন মাতাজীর মনের দ্বিধা একেবারে জন্মের মত ঘুচিয়া গেল! ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী যে সাক্ষাৎ 'বিশ্বনাথ' এই ধারণা চিরতরে বদ্ধমূল হইল এবং এহেন শিবপ্রতিম—গুরুদেবের কৃপা ও আশ্রয় লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য ও অশেষ ভাগ্যবতী ভাবিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন!

কথা প্রসঙ্গে এখানে ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি উল্লেখযোগ্য! স্বামী সারদানন্দজী লিখিতেছেন,—"কাশীতে অবস্থান কালে ঠাকুর এখানকার খ্যাতনামা সাধুদের ও দর্শন করিতে যান! তন্মধ্যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে দেখিয়াই তাঁহার বিশেষ প্রীতি হইয়াছিল। স্বামীজীর অনেক কথা ঠাকুর অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন। বলিতেন,—'দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁহার শরীরটা আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হ'য়ে রয়েছেন! উচু জ্ঞানের অবস্থা! শরীরের কোন হুসই নাই; রোদে বালি এম্‌নি তেতেছে যে পা দেয় কা'র সাধ্য—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বালির উপরেই সুখে শুয়ে আছেন! পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলাম! তখন কথা কন না—মৌনী। ইসারায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ঈশ্বর এক না অনেক?' তাতে ইসারা করে বুঝিয়ে দিলেন—সমাধিস্থ হ'য়ে দেখতো এক; নইলে যতক্ষন আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানাজ্ঞান রয়েচে ততক্ষণ অনেক।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—৪র্থ খণ্ড)

প্রথম যে দিন পরমহংসদেব স্বামীজীকে দর্শন করিতে যান (বাং ১২৭৬ সন; ইং ১৮৬৯ খৃঃ), তখন হিমালয় হইতে শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুরুদেব বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর বেদীনিম্নস্থ পূর্ব্বোক্ত গুহারূপ সাধন প্রকোষ্ঠেই ছিলেন। মাতাজীর গুরুভাই একনিষ্ঠ গুরুসেবক মঙ্গল ভট্টজী গুরুদেবের ইঙ্গিতে সেখানে প্রবেশ করিয়া মাতাজীকে বলিলেন যে, 'একজন বাঙ্গালী সাধু আসিয়াছেন বাবা উপরে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।' তৎপর মাতাজী উপরে উঠিয়া দেখিলেন যে একজন শুভ্রকায়-উজ্জ্বলদ্যুতিবিশিষ্ট বাঙ্গালী পরমহংস বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সহিত আলাপ করিতেছেন। তাঁহার সহিত অপর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক 'শাম্‌লা' (তৎকালীন অভিজাতগণের মস্তকের এক রকম বিশিষ্ট পাগরী) পরিহিত ছিলেন, পরে জানিতে পারিয়াছিলেন তিনিই দক্ষিণেশ্বরের মালিক 'রাণী রাসমনীর-জামাতা মথুর বাবু।' ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের আলাপের যে কয়েকটি কথা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিতেছি :—

এখানে ৪ চারিটী প্রশ্নোত্তর দেওয়া হইল :—

(১) পরমহংসদেব— "ভগবান এক না দুই ?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী—"যখন সাধকের মন আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়—সমাধি মগ্ন হয়—তখন 'এক' ভিন্ন দুই আর থাকে না, তাকেই অদ্বৈতবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হয়। আবার মন যখন ভগবানের অন্বেষণার্থে সাধন তৎপর হয় তখন 'দুই' অর্থাৎ (১) ভক্ত ও (২) ভগবানঃ—ইহাকেই দ্বৈতবাদ বলা হয়। তাই বলিতে পারা যায় ভগবান এক ও দুই, তবে বস্তুতঃ ভগবান এক! দুটী দানা সংযুক্ত সম্পূর্ণ ছোলা বা চানা হইল ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত!

(২) পরমহংসদেব—"ধর্ম্ম কি?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী—"সত্য"

(৩) পরমহংসদেব—"জীবের কর্ম্ম কি?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী—"জীব সেবা"

(৪) পরমহংসদেব—"প্রেম কি?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী—"ভগবানের 'নামে' যখন তন্ময় হইয়া চোখে জল আসে তখনকার অবস্থার নাম 'প্রেম'।"

বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর এবম্বিধ সংক্ষিপ্ত অকাট্য মর্ম্মস্পর্শী কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'ভাবসমাধি' হইয়া গেল এবং তাঁহার দুইচক্ষু দিয়া অবিরল 'প্রেমাশ্রু' পড়িতে লাগিল—চক্ষুর বহিপ্রান্ত ভাগ (outer canthas) দিয়া মুক্তাধারাবৎ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া চিবুকে পতিত হইতে লাগিল! (মনে রাখিবেন চক্ষুর অন্তরভাগ ও নাকের পাশ দিয়া শোকে দুঃখে 'শোকাশ্রু' বর্ষিত হয়)। বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীকে ইঙ্গিত করিয়া পরমহংসদেবকে পাখা দিয়া মস্তকোপরি বাতাস করিতে আদেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সমাধি-ভঙ্গ হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আসন—বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া দুই হাত তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। পরে মথুর বাবুকে দিয়া আধমণ ক্ষীর আনাইয়া বাবাকে স্বহস্তে মুখে তুলে দিয়ে খাইয়ে দিলেন। উভয়েই প্রেমানন্দরূপ সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন! তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একই আত্মরাজ্যে অবস্থিতি জনিত অন্তর্নিহিত ভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও অনেক কথাবার্ত্তাদি হইয়াছিল কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম উপস্থিত অন্যান্য লোকে ধারণা করিতে ও বুঝিতে পারিলেন না!

এই আত্মরাজ্যই ভগবৎ রাজ্য—ইহাই প্রকৃত 'স্বরাজ্যধাম' বা 'স্বধাম' —এই রাজ্যে উপনীত হইলেই মনুষ্যোচিত আসল কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় এবং অমৃতময় 'রসো বৈ সঃ' এর রসাস্বাদনে সব একাকার লাভ করে। নিজে পূর্ণ শান্তি লাভ করেন এবং জগতবাসীকেও শান্তি পথের আলো প্রদর্শন করেন! ভগবৎ রাজ্যই প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্য ও শান্তি-রাজ্য! এখানে কোনরূপ দ্বেষ-হিংসা, কলহ-বিবাদ, বড়-ছোট ইত্যাদি বিবিধ ভাব থাকে না; ভেদাভেদ জ্ঞান ও দ্বন্দ্বাদি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া যায়, তখন স্বতঃই প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়!! ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও চিরন্তন সত্য!!! "মন জিতে তো জগত্ জিতে"—মনকে জয় করিলেই জগতকে জয় করা যায়। মন খাঁটি শুদ্ধ হলেই এই মহান্ সত্যস্বরূপ ভগবানকে পূর্ণ উপলব্ধি হয়!! তাহার জন্য চাই নিজ মনে প্রথম শুভেচ্ছা পোষণ এবং এরূপ 'শুভ-ইচ্ছা'—আত্মমনের কৃপা হইলেই অচিরাৎ এই রাজ্য সহজ-লভ্য!!! ইহা অতিশয় সত্য কথা!

একবার দেখুন চিন্ময়ধামে কিরূপ অভাবনীয় পূর্ণানন্দ মিলনক্ষেত্র! একদিকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ অদ্বিতীয় পণ্ডিত সিদ্ধ যোগেশ্বর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী এবং অন্যপক্ষে নিরক্ষর-প্রায় শুদ্ধমহাপ্রেমিক প্রবর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব!! ভগবদ্‌ভাবে উভয়েই চিরবিভোর-চিরমগ্ন!!!

———*———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠকবৃন্দের নিকট সবিনয় নিবেদন ঃ—

দ্রষ্টব্য ঃ—শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর বাকী জীবনী ও হিমালয় সাধনান্তে ৺কাশীধামে প্রত্যাগত হইয়া পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত গুরুদেবের সাক্ষাৎ ও আলাপাদির পরবর্ত্তী বিবরণ এবং দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্তাদি আমরা পরে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিবার আশা রাখি। ইংরেজী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের, পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিব্রাজিকারূপে মাতাজী ভারতবর্ষের সর্ব্বতীর্থ ও প্রদেশাদি শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহায়ে একাকিনীই পর্য্যটনাদি করিয়াছেন।

এই দীন লেখক শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর শ্রীচরণ দর্শন লাভের প্রথম সুযোগ 'পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী' অবস্থায় একাকী দেশপর্য্যটন ও তীর্থাদি পরিভ্রমণ কালীন দৈবইচ্ছায় হিমালয়ের অন্তর্গত 'দার্জ্জিলিং পাহাড়ে' গত ২০শে আষাঢ়, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ৩রা জুলাই, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে, পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএ মাতাজী ভক্তমণ্ডলী সহ তথাকার শ্মশানে বিশ্বরূপ-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অন্যসময়ে তাঁহাদের ঐকান্তিক আকুল আগ্রহে 'দুর্জ্জয়লিঙ্গ শিবের পাহাড়ে', '৺শ্রীশ্রীগুরুদেব ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর আবির্ভাব' মেঘের মধ্যে স্পষ্টরূপে সকলের নয়ন গোচর হইয়াছিল, তদ্দর্শনে সকলেই ধন্য ও কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন।

এই দীনহীনের চাকুরী জীবনে এবং তৎপরবর্ত্তী পর্য্যটনাদির সময়েও পূর্ব্বেকার প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণের-শিষ্যদের দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তবুও মনে অতৃপ্ত বাসনার উদ্রেক হইতেছিল যে কাশীর বিশ্বেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর কোনও শিষ্যা জীবিত আছেন কিনা এবং থাকিলে যেন দর্শন পাই। এইরূপ ঐকান্তিক আকুল আবেদন ভগবানের নিকট ছিল। দীনবন্ধু ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু !! তাই তিনি দীনের মনোবাসনা পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলেন! শ্রীশ্রীমাতাজীর প্রমুখাৎ আসাম প্রদেশের অন্তর্গত উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত দেশের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ 'পরশুরামকুণ্ড তীর্থে'র বিবরণাদি অবগত হইয়া তদ্দর্শনে দীন সেবকের লোভ জন্মে। তদনুযায়ী কিছুদিন সান্নিধ্যে থাকিয়া সেবার পরে মাতাজী হইতে অনুমতি লইয়া আসাম প্রদেশের যাবতীয় তীর্থ ও বড় ২ গোঁসাইবাড়ী (ঋষি আশ্রম) ও পরশুরাম-কুণ্ড তীর্থ এবং মণিপুরে বিখ্যাত গোবিন্দজীর দর্শনান্তে বহুস্থান পর্য্যটন করতঃ মাতাজীর পূর্ব্বকথিত ঠিকানানুযায়ী ৬৬নং, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায়, ঠিক এক বৎসর পরে, শ্রীযুক্ত বাবু মনমোহন ঘোষ, সুপারিণ্টেনডেণ্ট, পলিটেকনিক্যাল স্কুল. মহোদয়ের বাসাতে শ্রীশ্রীমাতাজীর সহিত পুনর্মিলিত হন এবং তদবধি তাঁহার অপার করুণায় শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত সেবকভাবে স্থান পান! পরে তথা হইতে একত্রে 'নাসিক কুম্ভ মেলা' দর্শনান্তে, গুম্‌টী দ্বারকা হইয়া 'বেট্ দ্বারকায়' যান—তথায় নিউমোনিয়া হইয়া মৃত্যু হবার উপক্রম হয়; কিন্তু মাতাজীর অক্লান্ত চেষ্টায় ও শুশ্রূষায় পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। পরে সেখান হইতে উভয়ে ওখাপোর্ট হইয়া করাচী যান। তার পরের দিনই স্বাধীন কচ্ছ দেশের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ 'নারায়ণসরোবরে' নৌকা জাহাজে যান—সেখানে ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ১৪ই নভেম্বর, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, পূর্ণ সন্ন্যাস দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া 'স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী' নামে অভিহিত হন এবং তদবধি গুরুদেবী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর অধম সেবক ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। অলং ইতি বিস্তারেনঃ—

"ত্রৈলঙ্গমানসঙ্গে মহাযোগসিদ্ধে, সাক্ষাৎ সদাশিব স্নেহসম্বদ্ধে।
স্বাধ্যায়পরায়ণে সততধ্যানস্থে, নমোনমঃ 'শঙ্করী' জননী নমস্তে॥"

ওঁ তৎ সৎ !!! ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

"পরমানন্দ"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (ক)

"চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী"

EXTRACT FROM AN ARTICLE TITLED--

"India To-morrow" published in the Strand Magazine, January 1937, written by the famous English writer, Mr. F. Yeats Brown, after we had met each other in the Prayag Kumbha Mela, held in Jan. 1936 :--

"Freaks are great fun and far more popular with the crowd than the 'Philosophers' I have come to seek. Amongst the latter the most remarkable is Her Holiness Sankari Ma, a virgin saint reputed to be one hundred and nine years old."..........."Long life is a question of internal purity" she tells me, "and of right repose. Most of us sleep too much and carelessly. We should learn to relax properly. We can decide for ourselves when we want to die, save for accidents. I hope to live 180 years. My Teacher, Trailanga Swamiji, practised Yoga in the Himalayas and he lived for about 300 years. He took his last Samadhi, in December, 1887, in Benares."

"At present she has only one Sanyasi follower, a middle aged retired Doctor (now Swami Paramananda Saraswati) who speaks perfect English."

..."When I take my leave I ask him whether I may make her a small present, for *I know that these other-worldly couple are entirely dependent on Charity for their food.*"

"Certainly," he answers, "you may put a coin upon Holy Mother's toe." "I do,—as I am told. Her Holiness hardly notices the rupee, for her mind is already fixed on the beautitudes beyond this world." (Abridged).

ওঁ তৎ সৎ !!!

[ইহার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ আমাদের 'নিত্য পূজা পদ্ধতি' পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে]। "পরমানন্দ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (খ)

EXTRACT FROM AN ARTICLE ON—

"The Kumbha Mela"—India's world famous Assembly of Saints—held in Hardwar, in March, 1938. By Premananda Brahmachary. (Now Srimat Swami Binoyananda Giri-incharge, Jogada Math—Dakshineswar, Calcutta.) in the November Issue of "Inner Culture," 1938, Organ of the Self Realisation Fellowship Church Inc, 3880 San Rafael Avenue, Los Angeles, California : America—

WOMAN (VIRGIN) SAINT OF 112 YEARS :—

"We went to see the great Shankari Matajiew. She is disciple, the only living Disciple of the late Trailanga Swami, the most illustrious Yogi of Benares (U. P.).

I had heard about her two years before and eagerly longed to see her once. Fortunately she went to Hardwar during the Kumbha Mela, where I had the proud privilege of meeting her for the first time.

Her age is now 112 years……She was born in Benares, in March 1827, being the daughter of one of the disciples of Trailanga Swami. She is unmarried, having been trained & initiated by Trailanga Swami from her very childhood. She is an expounder of Raja Yoga (the kingly Yoga or Balanced Path) and said that she had met Yogavatar—Lahiri Maharaj (the Master of Swami Sri Yukteswar Giriji) in Benares in an ecstatic condition under a tree & surrounded by several disciples. I was very happy to get her pictures, taken on the bank of the Holy Ganges.

TALES OF HER TRAINING :—

I was fascinated by her face beaming with purity and intelligence of a very fine Type (Sathwic). Though enjoying a ripe old age of more than a century, her body seems to have defied the rigours of age. Decrepitude could not attack her body. Her hair is black, complexion bright, body quite fit to outwit the ravages of time for many years to come. Her conversations charmed me. I frequented her place often. She described to me the systemetic training she had to undergo as a Brahmacharini 'woman-ascetic' at the age of 12 in a small cave underneath the seat of Her Guru

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

for twelve years at Benares; and at the age of 24 she was given Sanyas and was asked to meditate for perfect realisation in the Himalayas— for which she spent 18 years in Kedarnath, Gongotri, Jamunotri; Badrinath, Sat-path; Koilas and Manas-Sarobor. After 1888 she made her travels all over India — visiting Kabul, Ceylon, Dwaraka, Karachi-Narayan Sarobor, Amarnath— Saradà Pith (Kasmir), Manipur, Burma and Pashupatinath etc. I heard her descriptions with rapt attention, realising how fortunate she was to have had the privilege of the personal touch of such a Great Yogi.

ASTONISHING DISAPPEARANCE

OF THE GREAT SAINT TRAILANGA SWAMIJI'S BODY :—

She said that *her Guru was still living* and that he meets her when necessary to solve some knotty problems, and helps her in all other possible ways. She said that the dead-body of her Guru had vanished from the Stone-Box, where it had been kept for immersion in the Ganges, according to the last wish of Trailanga Swami. (This incident is similar to that of Kabir —a great Indian Monk).

But the disappearance of the Dead-Body of Trailanga Swami had been so long unknowu to the general public. This is the first time that I had come to know it as it is not even mentioned in the Life of Trailanga Swami. "Written by Mr. Umacharan Mukherjee."

Shankari Mai, in my opinion, is not a follower of Bhakti Yoga, but is trying to *solve the problem of Life through a complete surrender of the Self to the Guru*, not blindly but with a Rationalistic Analysis of the problem of our Lives in its various aspects, believing that Religion is an Individual Problem."

ওঁ তৎ সৎ !!! "পরমানন্দ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন আশ্রম হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী ঃ—

১। নিত্যপূজা-পদ্ধতি ও স্তবস্তোত্রাবলী
(তৃতীয় সংস্করণ) দীন পরমানন্দ প্রণীত
মূল্য এক টাকা

২। মহাযোগেশ্বর বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর জীবনী
ও তৎশিষ্যা শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজী
প্রথম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ)
স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী প্রণীত
মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা

৩। ঐ দ্বিতীয় খণ্ডে বাবা ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীর উপদেশ ও শ্রীশ্রীশঙ্করী মাতাজীর ভ্রমণ বৃত্তান্তাদি সহ উপদেশাবলী।

৪। শ্রীশ্রীশঙ্করী মা'য়ের শ্রীমুখবাণী।
পরপর প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীমা'য়ের চরণাশ্রিত
সেবক—"পরমানন্দ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi